চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

মাসান্তিক
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ – ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ঃ ৩১ মে – ৬ জুন, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 31, 31 May - 6 June, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বারণ করা সত্ত্বেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নিজেদের মতো করে

কর বসাচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠতেই ফের নবান্ন জানিয়ে দিল সরকার ছাড়া পঞ্চায়েতের কোনও প্রতিষ্ঠান কর বসাতে পারবে না।

রবিবার : সিঙ্গাপুর, হংকংয়ের পর বেশি করোনা রোগীর খোঁজ

মিলেছিল তামিলনাড়ু, কেরল, মহারাষ্ট্রে। এবার বঙ্গেও দেখা মিলল করোনার। এপর্যন্ত রাজ্যে ২৫ জন করোনা রোগীর খোঁজ মিলেছে কাঁকুড়গাছি ও মগরাহাটে। ১৯ মে পর্যন্ত ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৭ জন।

সোমবার : আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার দায়ে সিভিক

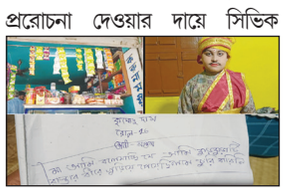

ভলেন্টিয়ার শুভঙ্কর দীক্ষিতের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পাঁশকুড়ার গোঁসাইবেড় গ্রামের আত্মঘাতী কিশোর কৃষ্ণেন্দুর মা সুমিত্রা দাস। শুভঙ্কর ও পরিবারের ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে।

মঙ্গলবার : পুরী থেকে হাওড়াগামী প্রাচীন ও ঐতিহ্যশালী

শতাব্দী এক্সপ্রেস লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়া হল হাওড়া–খড়্গপুর শাখার বাউরিয়া স্টেশনের কাছে। সি–৩ কামরার ২ যাত্রী আহত হন। দুষ্কৃতিদের দ্রুত ধরতে তদন্ত শুরু করেছে রেল।

বুধবার : চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকদের যাতে চাকরি না যায় তা

দেখবেন বলে নেতাজি ইন্ডোরে জানালেও এবার মুখ্যমন্ত্রী পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, কোর্টের অর্ডার অমান্য করতে পারবেন না। পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হবে। আপনারা পরীক্ষায় বসুন।

বৃহস্পতিবার : চলতি খরিফ মরশুমে ধানের সহায়ক মূল্য বাড়ল ৩

শতাংশ। তবে অন্যান্য শস্য রাগিতে বেড়েছে ১৪ শতাংশ এবং জোয়ারে বেড়েছে ১০ শতাংশ। বাজরায় ৫ শতাংশ। সব থেকে কম বেড়েছে মুগ ডালে, মাত্র ১ শতাংশ।

শুক্রবার : বারবার বলা সত্ত্বেও পঠনপাঠনের তথ্য না পাঠানোয়

জাতীয় মেডিকেল কমিশনের জরিমানার মুখে পড়ল এসএসকেএম ও মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ। এর আগে সময়মতো বায়োমেট্রিক চালু না করায় আড়াই কোটি টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল রাজ্যের কলেজগুলিকে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ভূত তাড়াবার আগে সর্ষে চেনা জরুরি

বিশেষ প্রতিনিধি

আচ্ছা আমরা তো সেই কবে থেকে চিৎকার করে চলেছি পাকিস্তানকে দোষারোপ করে। কারণ, সেই দেশটি হল জঙ্গিবাদের আঁতুরঘর। আমরা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে লাগাতার আঙুল তুলেই চলেছি দশকের পর দশক যাবৎ। কেননা ওই দেশে জামাত যোগে উগ্রপন্থী পোষ্য হয়ে উঠেছে। আর এই দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র আমাদের সার্বভৌমত্বে নাগাড়ে ছোবল মারছে তো মারছেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের মধ্যদিয়ে। একেবারে বিরামহীনভাবে। আরে এগুলোতো সরাসরি দৃশ্যতঃ। এরা আমাদের দেশে এসে তাদের কাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা যে শক্ত হাতে মোকাবিলা করছি না এসবের, এমনটাও নয়। আমরা আকাশ পথে সীমান্ত পেরিয়ে জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিচ্ছি। সড়ক পথে সীমান্তে বাণিজ্য বন্ধ করেছি। সবই তো ঠিক হ্যায় জনাব। একেবারে

চোখের সামনে।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? একটা কথা কি আমাদের মনে আসে না, সীমান্ত পেরিয়ে উগ্রবাদীরা আমাদের দেশে ঢুকছে কী করে, থাকছে কী করে এখানে? আমাদের রাজ্য শাসক তো এবিষয়ে বিএসএফকে সরাসরি দায়ী করে আসছে বরাবর। অবশ্যই বিএসএফের একাংশ জওয়ানদের মদতে সীমান্ত পেরিয়ে এসে এদেশে ভিড় করছে উগ্রবাদীরা, এনিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। তাদের চিহ্নিত করে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পাশাপাশি এটাও তো জরুরি প্রশ্ন এসে যায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে, কী করে ভিন দেশীরা পাসপোর্ট জালিয়াতি করছে? কীভাবে তারা আধার কার্ড বানাতে পারছে? কোন উপায়ে তারা ভোটার লিস্টে নাম ওঠাতে সক্ষম হচ্ছে? কোন পন্থায় তারা পঞ্চায়েতের প্রধান বা উপপ্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করতে পারে? কোন উপায়ে তারা সেনাবাহিনীর গোপন খবর সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়? কোন পন্থায় এরা এখানে এসে বসবাস করতে পারে? কীভাবে এরা কিছু কিছু মাদ্রাসায় কী করে শিক্ষাদানে ব্যস্ত হয়ে ওঠে? কেনই বা এই বিদেশীরা পুলিশের অজান্তেই এখনও এখানে বাড়ি ভাড়া পায়? এরপর পাঁচের পাতায়

বারাসাত মেডিকেল কলেজে আরজি করের ছায়া!

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাত জেলা হাসপাতাল অতি সম্প্রতি মেডিকেল কলেজের স্বীকৃতি লাভ করেছে। সদ্য জন্মলাভ করা এই বারাসাত কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে ইতিমধ্যে আরজি কর কাণ্ডের ছায়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জনৈক সৌমেন মণ্ডল একটি সিকিউরিটি গার্ড সংস্থা থেকে বারাসাত মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালে একজন সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে নিয়োগ হন। অভিযোগ, তিনি নিজেকে সরকারি অনুমোদন ছাড়াই সিকিউরিটি সুপারভাইজার পরিচয় দিতে থাকেন। জানা গিয়েছে, এই ক্ষমতা বলে মেডিকেল কলেজের কোন আধিকারিকের প্রচ্ছন্ন মদতে সোম থেকে শনি একাডেমিক বিল্ডিং–এ এসি যুক্ত ঘরে রাত্রিযাপনের ছাড়পত্র পেয়েছেন। এরই সুবাদে তিনি দিবারাত্র হাসপাতালে তার আধিপত্য কায়েম করেছেন। হাসপাতালে বিভিন্ন স্থায়ী পদে নিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ

করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে সৌমেনের বিরুদ্ধে। একটি লিখিত অভিযোগে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি স্থানীয় অভিজিৎ দাসের কাছ থেকে স্থায়ী নিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নেন সৌমেন কিন্তু প্রায় ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কোন নিয়োগ প্রাপ্তি না হওয়ায় অভিজিৎ দাস সৌমেন মণ্ডলের কাছ থেকে তার টাকা ফেরতের দাবি করলে, সে তা অস্বীকার করে। এরপর অভিজিৎ বারাসাত পুলিশ জেলার এসপি দপ্তরে ২৫ মে এই মর্মে একটি লিখিত দায়ের করেন। অভিযোগকারী বলেন, 'সৌমেন মণ্ডল আমার থেকে দেড় লক্ষ টাকা দাবি করেছিল চাকরি দেওয়ার জন্য। দরকষাকষির পরে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় রফা হয়।'

পাশাপাশি বিভিন্ন পুরুষ ও মহিলা সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে অশ্লীল ব্যবহার সহ নানা রকম ভয়ভীতি দেখানোরও অভিযোগ উঠেছে সৌমেনের বিরুদ্ধে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক মহিলা সিকিউরিটি গার্ড বলেন, 'সৌমেন মণ্ডলের মুখের ভাষা অত্যন্ত খারাপ। কথায় কথায় অশ্লীন আচরণ করে। প্রতিবাদ করতে গেলে কর্মচ্যুতি সহ বিভিন্ন ভয় দেখায়।' এরপর পাঁচের পাতায়

প্রধানমন্ত্রীর পঞ্চবাণে বিদ্ধ মমতার সরকার

বিশেষ প্রতিনিধি

২৯ মে উত্তরবঙ্গের আলিপুর দুয়ারে 'অপারেশন সিঁন্দুর'র পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসে যেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঢাকের কাঠি বাজিয়ে দিলেন। এদিন বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পঞ্চবাণে বিদ্ধ করলেন মমতা ব্যানার্জির সরকারকে। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে ৫টি সংকট ঘিরে ধরেছে। প্রথমত, সমাজে হিংসা ও অরাজকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এখানে মা–বোনেরা নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছে তাদের উপরে নেমে আসছে জঘন্য অপরাধ ও অত্যাচার। তৃতীয়ত, দিন দিন যুবকেরা বেকারত্বের শিকার হচ্ছে। চতুর্থ, এখানে

মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে দুর্নীতি। এবং পঞ্চম বান হল গরিবের যে অধিকার বা হক তা এখানকার সরকার কেড়ে নিচ্ছে।' প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির কি ইসু হবে তা ঠিক করে দিলেন। পাশাপাশি তিনি পশ্চিমবঙ্গের চাকরি হারা যুবক যুবতীদের বিষয়েও সরব হন। মমতা ব্যানার্জির সরকার যে দুর্নীতি করেছে তা স্বীকার না করে আদালতের বিরুদ্ধে কথা বলছে। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'মুর্শিদাবাদ–মালদহে যে ঘটনা ঘটেছে তা সরকারের নির্মমতার উদাহরণ। তোষামদের কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে আর পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছে।' পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত দুস্থ–গরিব মানুষদের জন্য পরিষেবা আছে, সেগুলো পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছুতেই এরাজ্যে করতে দিচ্ছে না বা লাগু হতে দিচ্ছে না। এরপর পাঁচের পাতায়

প্রমাণ করতে মরিয়া বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দিকে অভিযোগের পঞ্চবান ছুঁড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে মুখ্যমন্ত্রীর জবাবকে খাটো করে অভিযোগ প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে উঠল বাংলার প্রশাসন।

প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গকে বিঁধে বলেছেন ১) বাংলায় হিংসা ও অরাজকতা চলছে ২) সুরক্ষা নেই বাংলার মা–বোনেদের ৩) ঘোর নিরাশায় ডুবছে বাংলার যুবসমাজ ৪) বাংলায় চলছে ঘোর ভ্রষ্টাচার ৫) গরিবের অধিকারহরণ হচ্ছে বাংলায়। দেরি না করে তাঁর ডিফেন্স সিস্টেম দিয়ে এই সব অভিযোগ খণ্ডন করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই বীরভূমের শাসক দলের নেতা অনুব্রত মণ্ডলের (দলের অনেকে তাঁকে বীরভূমের বাঘ বলে অভিহিত করেন) যে অডিও ক্লিপ সামনে এসেছে তা প্রমাণ করেছে বঙ্গ সমাজের হিংসাকে। সরকারি অধিকারিককে গালাগালি দেওয়ার এবং এফআইআর হওয়ার পরেও যদি তিনি গ্রেপ্তার না হন তাহলে প্রমাণ হবে প্রশাসনের অরাজকতাও। আবার মা–বোনেদের যে ভাষায় গালিগালাজ দিয়েছেন অনুব্রত তাতে নারী সুরক্ষা প্রশ্নের মুখে পড়তে বাধ্য। এরপর পাঁচের পাতায়

শিয়ালদহ–বজবজ শাখার

সবচেয়ে ঘিঞ্জি ও দুর্গন্ধময় স্টেশন

ছবি : অরুণ লোধ

কুনাল মালিক

শিয়ালদহ–বজবজ শাখার মধ্যে অবস্থিত পার্কসার্কাস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন। কারণ এখানে নেমেই ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে অনেকে যাতায়াত করেন। তাছাড়া এই স্টেশনের উপর দিয়ে নর্থের দিকে চলে গিয়েছে আরো একটি শাখা। কিন্তু শিয়ালদহর পরের এই গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনটিকে দেখলে গা ঘিনঘিন করে উঠবেই। স্টেশনের ১ ও ২ নং প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দক্ষিণ শাখার ট্রেনগুলি যাতায়াত করে। দুটি প্লাটফর্ম চত্বরই অবৈধ দোকানদারদের দখলে চলে গিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। সেই সমস্ত দোকানে প্রকাশ্যে আগুন জ্বালিয়ে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য রান্না করা হচ্ছে। আপের দিকে যখন ট্রেন যায় তখন ১ নম্বর প্লাটফর্মে থামে, শিয়ালদহ অভিমুখে যে ট্রেনগুলি আসে সেগুলি ২ নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়ায়। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম গুলোতে দোকানদাররা এমনভাবে দখল করেছে যে যাত্রী সাধারণ ভালোভাবে দাঁড়াতেই পারে না। প্ল্যাটফর্মের সর্বত্র মাথায় যাত্রী সেডও নেই। বসার আসনগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে কিংবা দোকানদাররা দখল করে নিয়েছে। পানীয় জলের পুরাতন যে ব্যবস্থা সেটাই আছে তাও অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। প্ল্যাটফর্ম চত্বরে কোন শৌচালয় চোখে পড়ল না। অনেক যাত্রী সাধারণকে দেখা গেল রেল লাইনের উপরে দাঁড়িয়েই প্রস্রাব করছেন। রেল লাইনের দুদিকে অবৈধ প্রচুর বস্তি গড়ে উঠেছে। প্লাটফর্মে দুটি ওভার ফুটব্রিজ আছে। তারমধ্যে একটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় সেটাকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। প্ল্যাটফর্ম চত্বর এবং রেললাইন সংলগ্ন এলাকা অত্যন্ত নোংরা এবং দুর্গন্ধময়। শিয়ালদহ ও বজবজ শাখার মধ্যে যতগুলি রেলস্টেশন আছে তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্গন্ধময় এবং নোংরা স্টেশন মনে হল পার্কসার্কাস।

রেল স্টেশনের হাল–হকিকৎ/১০ পার্কসার্কাস

নিত্যযাত্রীরা অভিযোগ করছেন, অবিলম্বে রেল দপ্তরের উচিত প্ল্যাটফর্ম চত্বরগুলোকে খালি করা। কিন্তু রেল সূত্রের খবর, অনেকবার চেষ্টা করা হয়েছে অবৈধ দখলদারিদের তুলে দেবার জন্য। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কোনও সহযোগিতা করেনি। ফলে জিআরপিএফের একার পক্ষে দীর্ঘদিনের এই দখলদারিদের উচ্ছেদ করা খুবই কঠিন কাজ। তবে দিন দিন যেভাবে পার্কসার্কাস স্টেশন চত্বরটি অবৈধ দখলদারদের কবলে চলে যাচ্ছে যে কোনওদিন এখানে বড় কোনও দুর্ঘটনা বা অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যেমন ঘটেছিল সন্তোষপুর স্টেশনে।

বর্ষার আগেই জলমগ্ন মহেশতলা, বাড়ছে ডেঙ্গু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষা আসার আগেই বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের জেরে ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং শহরতলীর বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আর তাতেই দক্ষিণ শহরতলীর মহেশতলা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এই ওয়ার্ডেগুলোয় জমা জল ড্রেন দিয়ে নিষ্কাশন হতে না পারায় পচা নোংরা জল ঢুকে যাচ্ছে মানুষদের ঘরে ঘরে। এই নোংরা জলের কারণে মশা–মাছির উপদ্রব বাড়ছে সেই সঙ্গে ডেঙ্গুও থাবা বসাচ্ছে নাগরিকদের। মহেশতলা পৌরসভা লাগোয়া ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম জগতলার সরদার পাড়ার বিভিন্ন

এলাকা এখন জলমগ্ন। ওই এলাকার রতন ঘোষ, রঞ্জিত ঘোষ, রাখি ঘোষের বাড়ি জলে ডুবে আছে। এই ওয়ার্ডেরই হারাধন ঘোষ নামে এক ব্যক্তির ডেঙ্গু ধরা পড়েছে। গত ৭ দিন হল তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। মহেশতলা পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত সরকারপুলে যে ভারতীয় পোস্ট অফিস আছে তাও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এরপর পাঁচের পাতায়

ভাঙা সমুদ্র বাঁধ হুঙ্কার গ্রামবাসীদের

অমিত মণ্ডল, বকখালি : কংক্রিটের সমুদ্র বাঁধ, তাও আবার ভাঙা। গুঁড়িয়ে গিয়েছে কংক্রিটের বাঁধের অংশ! বছর বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আর বছরের পর বছর বারবার ভাঙছে বাঁধ! নিম্নচাপ ও অমাবস্যার ভরা কোটাল, জোড়া সাঁড়াশি আক্রমণে বর্ষা আসার আগেই ভাঙনের মুখে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জ। একদিকে সমুদ্র লাগোয়া হাতি কর্নার, দাস কর্নার সহ একাধিক মৎস্যজীবীদের গ্রাম। ২ বছর ধরে ভাঙা বাঁধ, নেই প্রশাসনিক নজরদারি। প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ গ্রামবাসীদের। প্রশাসন কাজ করলেই টাকা খাচ্ছে নেতারা, বারবার বাঁধ ভাঙনে অভিযোগ দুর্গতদের।

ফ্রেজারগঞ্জের এক বাসিন্দা দিলীপ সর্দার বলেন, 'কদিন আগে থেকে যদি সেচ দপ্তর এই কাজটা করত তাহলে আমাদের এই আতঙ্কে থাকতে হত না। ২বছর হয়ে গেলেও কোনও সুরাহা মেলেনি, এর আগে দুর্যোগের সময় বকখালির হোটেলে উঠতে হয়েছিল।'

বর্তমানে ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। পঞ্চায়েত প্রধান কাশীনাথ জানা বলেন, 'ঠিকাদারদের অভিযোগ, তাদের কাছে নেতারা কাটমানি খাচ্ছে, তাই কাজ করাই যাচ্ছে না।' যদিও এই বিষয়টি উড়িয়ে দিয়ে নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস জানান, 'ওই এলাকায় নদী বাঁধের জন্য মাষ্টার প্ল্যান করা আছে। সেচ দপ্তর পুরো কাজটাই তদারকি করছে। খুব শীঘ্রই কাজ শেষ হবে।'

ঘূর্ণিঝড় প্রভাব না ফেললেও নিম্নচাপের বৃষ্টিতে বেহাল বাঁধ

কুনাল মালিক ও সৌরভ নস্কর

সুন্দরবন এলাকায় ঘূর্ণিঝড় 'শক্তি' সেভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে নিম্নচাপের বৃষ্টি ও কোটালের জেরে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় নদী বাঁধে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। গত ২৭ ও ২৮ মে উপকূলবর্তী এলাকার বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। অমাবস্যার কোটালের জেরে সমুদ্রের জলস্ফীতি ও ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। যার প্রভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা, নামখানা, গঙ্গাসাগর ব্লকের বিভিন্ন নদী বাঁধে ব্যাপক প্রভাব পড়ে। পাথর প্রতিমা ব্লকের দুর্বাচটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। নামখানা ব্লকের মৌসুনি দ্বীপের বেশ কিছুটা এলাকায় নদী বাঁধ উপচে সমুদ্রের নোনা জল ঢুকতে থাকে এলাকায়। গ্রামবাসীদের তৎপরতায় কোনওরকমে রক্ষা করা হয়। অন্যদিকে পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুর জি প্লট এলাকাতেও বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে নদীর জল ঢুকে। সাগর ব্লকের বেগুয়াখালী এলাকায় ১০০ মিটার নদী বাঁধে ধস নামে। এছাড়াও এই ব্লকের দেবী মথুরাপুর কলোনিপাড়া, কষতলা, মহিষামারি, বঙ্কিমনগর এলাকাতেও কিছু কিছু জায়গায় নদী বাঁধ উপচে জল ঢুকে পড়ে জনবসতি এলাকায়। ঘোড়ামারা দ্বীপেও নদী বাঁধের বিভিন্ন অংশে ফাটল দেখা দেয়। ব্লক প্রশাসন তৎপর ছিল এই সমস্ত নদী বাঁধগুলোকে রক্ষা করার জন্য। সাগর ব্লকের ভিডিও কানাহাইয়া কুমার রাও জানিয়েছেন, নিম্নচাপের বৃষ্টি এবং কোটালের জেরে কিছু কিছু এলাকায় নদী বাঁধ উপচে জল ঢুকেছে তবে নদী বাঁধ এলাকায় জনবসতি না থাকায় বড় কোন ক্ষতি হয়নি। ব্লক প্রশাসনও প্রস্তুত আছে যদি বড় জলস্ফীতি হয় তাহলে সাধারণ নাগরিকদের অন্যত্র নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হবে। এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থনীতি

শেয়ার বাজার বড় খবরের অপেক্ষায়

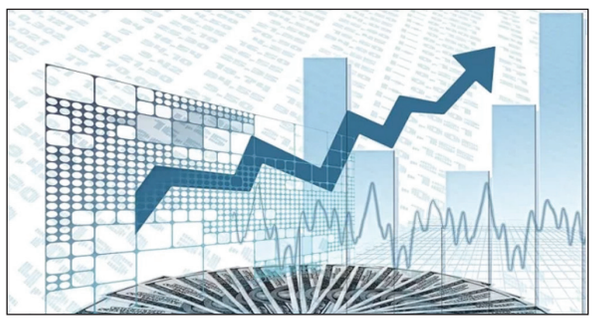

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে আমরা শেয়ার বাজারের সূচক নিফটি সম্পর্কে যে রেঞ্জ বলেছিলাম বাজার এখনো পর্যন্ত সেই রেঞ্জের মধ্যেই রয়েছে। এই লেখা যখন লিখছি বাজার তখন ২৪৮১৫, বিশ্ব বছরে নিরাপত্তাহীনতা, রাশিয়া ইউক্রেন আবার সম্মুখ সমরে যাওয়ার প্রচেষ্টা দেখা দিচ্ছে, রাশিয়াকে আমেরিকার হুঁশিয়ারি, আমেরিকার ট্যারিফ নীতি নিয়ে দীর্ঘসূত্রতা তার সঙ্গে জাপানকে টপকে বিশ্বের চতুর্থ অর্থনীতি হিসেবে ভারতের এগিয়ে আসা এই ঘটনাগুলো নেগেটিভ পজেটিভ মিলিয়ে বাজারকে একটা দীর্ঘ রেঞ্জের মধ্যে রেখে দিয়েছে। ২৫ হাজারের উপর বন্ধ হলে নিফটি ৭০০ থেকে ৮০০ পয়েন্টের উপরের দিকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অতি কম সময়ে। আর স্বল্পকালীন ভিত্তিতে ২৪৫০০ লেভেলে সাপোর্ট তৈরি হচ্ছে। এর সঙ্গে বেড়ে গেছে অদ্ভুতভাবে বাজারের ভোলাটিলিটি। বিশেষ করে সেনসেক্স এবং নিফটি এক্সপায়ারি ডেট গুলোতে। ছোট্ট কারবারিদের এই বাজারে কেন বেচা করা ঝুঁকি সাপেক্ষ হয়ে যাচ্ছে। তবে সম্প্রতি রিসার্চ সংস্থা মুডিস ঘোষণা করেছে যে ২০২৫ এর মধ্যে ভারতীয় বাজার ১ লক্ষ লেভেলকে স্পর্শ করতে পারে। সেই দিক থেকে এই অনিশ্চয়তার সময় কেনাকাটা করা দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে লাভের ইঙ্গিতবাহী।

জেনে রাখা দরকার

বিখ্যাত প্রথম

মানব ইতিহাসে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাইল-ফলক সৃষ্টি করেছে। একদিকে প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করা– তা সে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ই হোক বা অন্তরীক্ষে উড়ান– অন্যদিকে নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণ রয়েছে বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে। এখানে তারই এক ঝলক।

বৈদ্যুতিক আলো

সময়: ১৮৭৯

অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্র ধরে টমাস আলভা এডিসন প্রথম বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কার করেন।

সেলফি

সময়: ১৮৩৯

না সেলফি শুধু এই সময়েই তোলা হয় না। প্রথম সেলফি তোলা হয়েছিল ১৮৩৯ সালে, তুলেছিলেন রবার্ট কর্নেলিয়াস। ফিলাডেলফিয়ায় বাবার দোকান সামলাতেন রবার্ট আর অবসর সময়ে নতুন কিছু উদ্ভাবনের নেশা চেপে বসত

তাঁর মাথায়। তাঁর যন্ত্রের সঙ্গে অপেরা গ্লাসের একটি লেন্স যুক্ত করে তিনি প্রথম সেলফি তোলেন। তাঁর এই সেলফি তোলা বিশেষভাবে চমকপ্রদ কারণ সেই সময় ক্যামেরার এক্সপোজার-এর সময় ১৫ মিনিট পর্যন্ত হত।

টেলিফোন

সময়: ১৮৭৬

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলকে প্রথম টেলিফোন আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। আধুনিক টেলিফোনের প্রথম মডেলটি তিনিই বানিয়েছিলেন। কিন্তু টেলিফোন আবিষ্কারের পিছনে বিজ্ঞানের অন্যান্য বহু আবিষ্কারের অবদান রয়েছে। যেমন টেলিফোনের জন্য অপরিহার্য ওয়্যারলেস কোহরার প্রথম আবিষ্কার করেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। প্রসঙ্গত, ইতালীয় বিজ্ঞানী আন্তোনিও মেউচ্চিও একটি টেলিফোনের মডেল বানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তার পেটেন্ট নেননি, ফলে তাঁর মডেলটি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সফলও হয়নি।

আকাশচুম্বী অট্টালিকা

সময়: ১৮৮৫

১৮৭১ সালে শিকাগো শহরে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনার পর এই শহরে বিশ্বের প্রথম 'স্কাইস্ক্র্যাপার' বা গগনচুম্বী অট্টালিকা গড়ে ওঠে। শিকাগোয় গড়ে ওঠা অট্টালিকাগুলির প্রথম টাওয়ারটি ছিল হোম ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং। স্থপতি উইলিয়াম লে ব্যারন জেনি ১৮৮৪ সালে এই ১৩৮ ফুট লম্বা টাওয়ারটির ডিজাইন তৈরি করেন। পরের বছরই তৈরি হয়ে যায় সেটি। ১৯৩১ সালে টাওয়ারটি ভেঙে ফেলা হয়।

(চলবে)

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

৩১ মে – ৬ জুন, ২০২৫

মেষ রাশি : সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগিতা, চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সন্তানের সাফল্যের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রাস্তায় চলার পথে সাবধানতা।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ রাহবে নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। বিলাসিতার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। সঞ্চয়ে বাধা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবায় নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল এবং আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিষ্ণু সহস্রনাম প্রতিদিন জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। জ্ঞাতিশত্রু বৃদ্ধি এবং অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক হানির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ আছে। জমি বা বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার ওঁ মন্দায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা মানসিক অবসাদ আসতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধানের পথ পাওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা হলেও আগের ঋণ পরিশোধের উপায় হতে পারে।

প্রতিকার : প্রাচীন গ্রন্থ আদিত্য হৃদয়মের জপ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। জমি বা বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পত্তি সংরক্ষণে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরু জপের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। অর্থের অপচয় বৃদ্ধি। সাবধানে পথ চলা প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ বুধায় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : অন্যমনস্কতার দরুন যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তান থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। শিল্পীসত্তার বিকাশের সম্ভাবনা। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। জ্ঞাতিশত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩ বার 'ওঁ শুক্রায় নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। মানসিক অবসাদ আসতে পারে। প্রাণায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও উন্নতিতে বাধা। মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি। শেয়ার বা ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৭ বার 'ওঁ কেতবে নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। স্বজনের থেকে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সম্পত্তি বা জমি ক্রয় বিক্রয় ও বাড়ি নির্মাণের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। পুঁজি বিনিয়োগে ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি ও শিল্পীসত্তার বিকাশ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বৃহস্পতির পুজো করুন।

মকর রাশি : অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব এবং সাংসারিক অনটন থাকবে। দাম্পত্য অশান্তির জেরে মানসিক অবসাদও আসতে পারে। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন। সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির দরুন শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা। বহু জাতিক সংস্থায় কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার কোনো মূল্যবান তথ্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ হনুমতে নম' জপ করুন।

মীন রাশি : কর্ম করার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায় থেকে অর্জিত অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। সন্তানের আচরণে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। অর্জিত অর্থ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তির বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ নমো বাসুদেবায়' জপ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানিতে ৫০০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুম্বই : দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৫০০ জন লোক নিচ্ছে। যেকোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরা আবেদন করতে পারেন। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বা ডিগ্রি কোর্সে ইংরিজি বিষয় থাকতে হবে। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন, সেই রাজ্যের রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গোয়েজে জ্ঞান থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-৬-২০২৫র হিসাবে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ (তপশিলী হলে ১৫, ও.বি.সি. হলে ১৩) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ৯,০০০ টাকা। শূন্যপদ: ৫০০টি। কোন রাজ্যে কটি শূন্যপদ তা মূল বিজ্ঞপ্তিতে পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে ২০ জুন পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.newindia.co.in, https://bfsissc.com এজন্য একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। পরীক্ষা ফী বাবদ ৯৪৪ (মহিলা, তপশিলী হলে ৭০৮, প্রতিবন্ধী হলে ৪৭২) টাকা অনলাইনে দিতে হবে। সবশেষে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

২৪ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ইতার্সি: কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীন ইতার্সি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস (জেনারেল স্ট্রিম) হিসাবে ২৪ জন লোক নিচ্ছে। বি.এসসি, বি.কম., বি.সি.এ., বি.বি.এ. কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ন্যূনতম ১৮ বছর। সর্বাধিক বয়সের কোনো কড়াকড়ি নেই। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড পাবেন মাসে ৯,০০০ টাকা। মোট শূন্যপদ : ২৪টি (জেনারেল ৬, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৬)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: 1104 (2024-25)-2025/2। প্রার্থী বাছাই করা হবে মেধা তালিকার ভিত্তিতে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : https://munitionsindia.in দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন বায়োডাটা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব-প্রত্যয়িত নকল আর নিজের সই করা ২ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো। দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ১২ জুনের মধ্যে। এই ঠিকানায়: The Chief General Manager, Ordnance Factory, Itarsi, Madhya Pradesh, Pin-461 122

বনবিবির মেলায়

সুখেন্দু হীরা

(শেষাংশ)

বনবিবির পূজার মন্ত্র না থাকলেও দিব্যি এখানে মন্ত্র পড়ছে পুরোহিত ব্রাহ্মণ। এ মন্ত্র অবশ্য অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে। এখানে আছেন কালী, বিশালাক্ষী, গঙ্গা, মনসা, বনবিবি ও শা-জঙ্গলী।

আমরা আবার সোমবারের ঘাটে ফিরে আসি। এবার গন্তব্য নগেনাবাদের বোসেরঘেরি। সেখানে চলবে ৩ দিন মেলা। মেলায় ফুটবল টুর্নামেন্ট। আসার পথে একটা তোরণে পোস্টার দেখেছিলাম সার্বজনীন শ্রীশ্রীশীতলা ও বনবিবি পূজা- পরিচালনায় ভুবনেশ্বরী বসুরচক গ্রামবাসীবৃন্দ। মেলায় বিশেষ আকর্ষণ ১৬ দলের নকআউট ফুটবল খেলা। বোঝা যাচ্ছে এখানের মেলাও ফুটবল প্রতিযোগিতার জন্য জনপ্রিয়তা পেয়েছে।

শনিবারের বাজার থেকে গাড়ি আর গেল না। একটা টোটো পাকড়াও করে চললাম মেলার দিকে প্রচুর লোক হেঁটে যাচ্ছে। সংকীর্ণ লাট অঞ্চলের মাটির উপর ইট পাতা এবড়ো খেবড়ো পথ। লাইন দিয়ে টোটো, অটো, ভ্যাগো ঢুকছে। অবশেষে পৌঁছানো গেল বোসেরঘেরিতে। মেলা প্রাঙ্গণ এখনও জমেনি। তবে, রাস্তার দুধারে প্রচুর পসরা। ভুট্টাভাজা, তাল শাঁস নানা খাবারের দোকান। গাছতলাতেও বসে আছন ঘূর্ণি, বাঁশি, পুতুল, খেলনাপাতি বিক্রেতারা। তিন দিনে আনন্দের সাড়ে বত্রিশ ভাজা।

যেখানে থেকে লোকজন উঠছে সেই ঘাটে গেলাম। ভাটার জন্য অস্থায়ী ঘাট দূরে সরে গিয়েছে। কাদা থিক থিক করছে, কিন্তু একটুও গা ঘিনঘিন করছে না। অবলীয় লোকে হেঁটে যাচ্ছে। এপাড়ে জুতো রাখার ব্যবস্থা ফেঁদেছে কিছু লোক। অনেকে অনেকগুলো জুতো দড়িতে বেঁধে মালার মত নিয়ে ঘুরছে। ছেলেবুড়ো, কোলেবাচ্চা মহিলা, সকলে হাজির সেই ভিড়ে।

নদী বেয়ে সারিবদ্ধভাবে উঠে আসছে পূজা করে ফেরত আশা ভক্তবৃন্দ। কারো শরীর পুরো ভেজা, কারো অর্ধাঙ্গ। কারোর মুখে কোনও ক্লান্তি নেই, মলিনতা নেই, বিরক্তি নেই। লোকজন ঘুরে এসে এপারের পুকুরে পা ধুচ্ছে। তারপর জুতো পরে এগিয়ে যাচ্ছে টোটো অটো স্ট্যান্ডের দিকে।

আমরাও এগিয়ে গেলাম। ওপারের পুজো চলবে বিকেল ৪টে পর্যন্ত। তারপর পুলিশ ও বনবিভাগ এর লোকজন সবাইকে বার করে দেবে বৈঠাডাঙ্গা জঙ্গল থেকে। পাঁচটার সময় সবাই চলে আসবে দ্বীপ ছেড়ে। বনবিবি মায়ের মন্দির রেখে আসবে বাঘরায়ের হেফাজতে।

আচ্ছা ওই মুরগিগুলোর কী হবে? সবগুলোকে বাঘের খাদ্য হিসেবে কাজে লাগবে। নাকি গ্রামবাসীরা সুযোগ বুঝে নিয়ে আসবে মুরগিগুলোকে। চালের ওপর দেখছিলাম খুদকুঁড়োর পাত্র। সে প্রশ্নের উত্তর জানতে ইচ্ছে করেনি। বনবিবির দরবার। মায়ের যা ইচ্ছা তাই করবেন। সন্তানতুল্য ভক্তদের বিলিয়ে দেবেন, নাকি বাঘসন্তানের সন্তুষ্টি সাধন করবেন।

বনবিবি বনের অধিষ্ঠাত্রী। সুন্দরবনের যাতায়াতকারী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাউল, মৌলে, মালাসি, নৌজীবী, শিকারী প্রভৃতি বনের মধ্যে নিরাপদে থাকতে পারবে, আর জঙ্গলে তাঁদের যাত্রা শুভ হবে এই বিশ্বাসে বনবিবিকে পূজা দেয় ভক্তি করে।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর বিখ্যাত গ্রন্থ বাংলার 'লৌকিক দেবতা'-তে আরো বলা আছে-অপর লৌকিক দেবতার মত বনবিবি উগ্র বা ভয়াবহ নয়। ইনি ভক্তবৎসলা ও দয়াময়ী। এর মূর্তিও অতি সুশ্রী-পৌরাণিক দেবীদের মত লাবণ্যময়ী। বাহন মুরগি বা বাঘ। নৈবেদ্য-সাদা চিনির বাতাসা, কদমা, পাটলি, ফলমূল। মন্ত্র বলে কিছুই নেই, তবে শিক্ষিত ফকিরেরা কোনও কোনও জায়গায় কোরানের একটা আয়াৎ মনে মনে আবৃত্তি করেন। বর্ণহিন্দু ব্রাহ্মণরা বনবিবির পৌরহিত্য করেন না, তথাকথিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা লোকায়ত বিধান অনুসারে পূজা করেন। পুরোহিতরা বনবিবিকে বিবিমা বলেও ডাকে।

গবেষকদের মতে হিন্দু লৌকিক দেবী বনদূর্গা, বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী ও বিশালাক্ষী মুসলিম প্রাধান্য কালে বনবিবি হয়েছেন। কারো মতে হিন্দু-মুসলিম ধর্ম চিন্তায় মিশ্রিত অরণ্যদেবী হলেন বনবিবি।

কোনও কোনও পল্লীতে বনবিবির বার্ষিক পূজা বা জাতের সময় মেলা বসে, বনবিবির পালা গান হয়। এরকম একটি পালার নাম হল 'বোনবিবির জোহুরানামা'। তাতে বলা হয়েছে- রসুলের আদেশে মক্কা থেকে বনবিবি ও তার ভাই শা-জঙ্গলী ভারতবর্ষে এসে বাদাবন অর্থাৎ সুন্দরবন দখল করতে চায়। তারা প্রথমে ভাঙ্গড় পীরের সঙ্গে দেখা করেন। তখন সুন্দরবনের আধিপতি ছিলেন দক্ষিণরায়। দক্ষিণরায় তার দখল ছাড়বেন কেন? দুজনের যুদ্ধের উপক্রম হলে রাজমাতা নারায়ণী রণসাজে যুদ্ধ শুরু করেন বনবিবির সঙ্গে। বনবিবির যুদ্ধ জয় নিশ্চিৎ দেখা দিলে নারায়ণী বনবিবিকে সই বলে সম্মোধন করেন। তখন বনবিবি সুন্দরবনের কয়েকটি অংশ দক্ষিণরায়কে ছেড়ে দিলেন।

অপর একটি কাহিনী (ধোনা মোনা) অনুযায়ী ধোনা ও মোনা নামে দুই মৌলে ভাই দুখে নামে এক গ্রাম সম্পর্কিত ভাইপোকে নিয়ে জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যায়। ধোনা দক্ষিণরায়ের পূজা দিতে ভুলে যায়। স্বপ্নে দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হয়ে দেখা দেন। তখন ধোনা দুখেকে দক্ষিণরায়ের ভোগের জন্য গভীর জঙ্গলে রেখে চলে আসে। ব্যাঘ্ররুপী দক্ষিণরায় দুখেকে গ্রাস করতে গেলে দুখে মা বলে কেঁদে ওঠে। তখন বিবিমার আসন টলে যায়। বনবিবি এসে দুখেকে কোলে তুলে নেয়। শা-জঙ্গলী মুগুর নিয়ে বাঘটিকে তাড়া করে। দক্ষিণরায় প্রাণভয়ে ছুটে এসে গাজীসাহেবের শরণাপন্ন হল। বড় খাঁ গাজী, দরবারে বসে বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণরায়ের বিবাদ মিটিয়ে দেন। বিবিমা দক্ষিণরায়কে কড়ার (প্রতিজ্ঞা) করালেন-

'আঠার ভাটির মাঝে আমি সবার মা।/মাবলি ডাকিলে কারও বিপদ থাকে না।/বিপদে পড়ি যেবা মা বলি ডাকিবে।/কভুতারে হিংসা না করিবে।'

অর্থাৎ বিবিমায়ের স্মরণ নিলে স্বয়ং দক্ষিণরায়ও ক্ষতি করতে পারবে না। সুন্দরবনের জঙ্গল লাগোয়া আবাদভূমির প্রজাদের প্রতিনিয়ত বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়, তাদের কাছে বনবিবির থেকে আপন দেবতা আর কে হবে?

এদিকে ধোনামৌলে দেশে ফিরে বললেন দুখেকে বাঘে খেয়েছে। বনবিবির আদেশে একটা বিরাট কুমির দুখেকে প্রচুর ধনরত্ন সহ তাঁর মায়ের কাছে পৌঁছে দিল। দুখে বনবিবির দেওয়া অর্থ বলে দেশে চৌধুরী হলেন। গ্রামে বনবিবির দরগা তৈরি করলেন। ওই অঞ্চলে বনবিবির পূজা প্রচলন হল।

নগেনাবাদের বনবিবির সংঘবদ্ধ পূজার শুরু বাংলা ১৩৮৫ সনে, ইংরেজি ১৯৮৮ সাল। তার আগে গ্রামের লোকেরা জঙ্গলে গিয়ে গাছের গায়ে সিঁদুর দিয়ে পূজা করত। তারপর জেলে-বাউলেরা মিলে জঙ্গলের মধ্যে উঁচু স্থানে ঘট দিয়ে পূজা শুরু করলো। যাদের জাতিগত জীবিকা মাছ ধরা তাদের জেলে বলে। যারা জাতিতে জেলে নয়, কিন্তু পেশাগতভাবে মাছ-কাঁকড়া ধরেন, তাদের বাউলে বলে। মধু সংগ্রহকারীদের মৌলে বলে।

তারপর অ্যাসবেসটর ছাওয়া মন্দির হয়। মেলা শুরু হয় তার বছর ২ বাদে। আর চরম ভিড় হচ্ছে পাঁচ-সাত বছর। কোভিডের পর মাত্রা ছাড়িয়েছে। এসবই সোশ্যাল মিডিয়ার দান। আমিও যেমন সোশ্যাল মিডিয়াতে জানতে পেরেছি।

সুন্দরবন লাগোয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছাড়া হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর ও কলকাতা থেকেও এখন লোক আসে মেলায়। মেলা উপলক্ষে প্রথমে গীতিনাট্য পালাগান হত। এখন যাত্রা, অর্কেস্টা। এমনও হয়েছে ঝড়-বৃষ্টির জন্য দিনের বেলাতেও যাত্রা করে নিতে এসেছে। ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়। তিন দিনের মেলা, শেষ দিন পুরস্কার বিতরণ, সেই দিন রাতে বিচিত্রানুষ্ঠান।

মানত পূরণ হলে যেমন সবাই মুরগি-মোরগ উৎসর্গ করে; তেমনই অনেকে দণ্ডী কাটে মন্দিরের চারদিকে। তারপর বিকাল ৪তে ধুনো পোড়ায়। ২ হাতে ২টো সরা, মাথায় ১টা সরা রেখে ধুনো পোড়ায়। নানা অসুখ-বিসুখ, গৃহ-অশান্তি, জঙ্গলে বিপদ-আপদ সবকিছুর জন্য মানসিক করে মানুষজন। শুধু কিন্তু বনবিবির নামে মানসিক নয়, মন্দিরে উপস্থিত অন্যসব দেবদেবীদের নামেও মানত হয়।

এবারে পুজোর জন্য ৬ জন ব্রাহ্মণ এসেছেন। এরা কিন্তু কেউ বনবিবির পূজা করবেন না। বাকি ঠাকুর যেমন গঙ্গা, কালী, মনসা ও বিশালক্ষীর পূজা করবেন। ব্রাহ্মণরা যা প্রণামী পাবেন, সেটা তাঁদের। তাঁদের জন্য মেলা কমিটি কোনও ব্যয় করবেন না। কমিটির একজন ব্রতী বনবিবিকে একটা ডালা ধরে দেয়। তাতে ফল-ফুল ছাড়াও ধুপ, গামছা ও কাপড় থাকে। ব্রতী নিরামিষ খেয়ে উপোস করে শুদ্ধাচারে থাকেন। কিছু ব্রাহ্মণ অনাহুত ভাবে মেলায় এসেছেন। তারা ডোর অর্থাৎ লাল সুতো বিক্রি করেন, যা গাছে বেঁধে মানত করে সকলে।

প্রতিমাগুলো তৈরি করেছেন নগেদাবাদ গ্রামের পটিদাররা। এদের পদবী পাল। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এসেছে। তারা জল-বাতাসা বিলি করছেন। কেউ খিচুড়ি খাওয়াচ্ছেন। ছোলাসিদ্ধ মুড়ি খাওয়াচ্ছেন। কেউ কেউ বস্ত্র বিলি করছেন। খেলার মাঠের চারিদিকে অসংখ্য দোকান।

লেখক ও বিক্রেতা দুলাল জানা বলছিলেন, 'বিকেল ৪টে পর্যন্ত থাকুন খুব ভালো লাগবে।' এখনই যা ভালো লেগে গেছে, শেষ বেলা পর্যন্ত থাকলে কি হবে কে জানে! কিন্তু কালের ঘড়ি অমোঘ নিয়মে বাঁধা। চরৈবেতি চরৈবেতি।

(সমাপ্ত)

শব্দবার্তা ৩৪৫

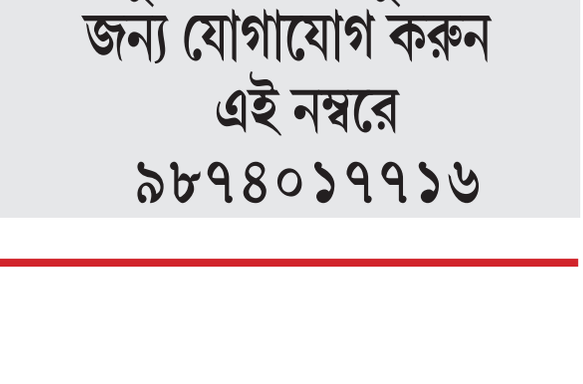

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। যাত্রা, রওনা ৪। পায়চারি ৫। মন্ত্রীরা যা চালান ৭। পায়ে হেঁটে যুদ্ধ করা সৈন্য। ৯। কথার এটা হওয়া অনুচিত। ১০। নীলোৎপল।

উপর-নীচ

১। বিশ্বাসীরা যা মাঝে মধ্যে করে থাকে ২। শ্রীকৃষ্ণ ৩। সংকীর্ণতাবিহীন নীতি ৬। এক্সরে ৭। বারংবার ৮। শরীর, দেহ।

সমাধান : ৩৪৪

পাশাপাশি : ১। অগ্নিপ্রবেশ ৪। রমেন্দ্র ৫। লতাঘর ৭। নরোত্তম ১০। কামান ১১। সংবিধান।

উপর-নীচ : ১। অনুমোদন ২। প্রতীক্ষা ৩। শরজাল ৬। রক্তনিশান ৮। মহানস ৯। পরবি।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার নিয়ে ক্ষোভের পারদ চড়ছে

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : ঘরে ঘরে স্মার্ট প্রিপেড বিদ্যুৎ মিটার বসানোকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভের পারদ চড়ছে। এই আন্দোলন সামিল রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলাও। ইতিমধ্যেই এই জেলার বিভিন্ন এলাকায় স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে একাধিকবার বিক্ষোভ–আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। ২৭ মে এই একই ইস্যুতে কাটোয়া শহরে বিশাল মিছিল সহ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করল কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটির পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখা। স্মার্ট প্রিপেড মিটার বাতিল ও সুদ সহ সিকিউরিটি ডিপোজিট মানি ফেরত সহ মোট ৬ দফা দাবি আদায়ের ভিত্তিতে সংগঠনটির পক্ষ থেকে এদিন কাটোয়া বিদ্যুৎ দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং ডেপুটেশন পেশ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দনা গোস্বামী, মোজাম্মেল হক, অনিরুদ্ধ কুণ্ডু, শেখ মোখলেসুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। আন্দোলনকারীদের মূল বক্তব্য, 'এভাবে ঘরে ঘরে স্মার্ট মিটার বসানোর উদ্যোগ নেওয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারিকরণের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সরকার। এর পরবর্তী ধাপে বিভিন্ন মোবাইল নেটওয়ার্ক কোম্পানির মতোই লাগামছাড়া মাশুল ধার্য্য করার পথে হাঁটবে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি। সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতেই সাধারণ মানুষকে বিপাকে ফেলার এক নতুন কৌশলই এই স্মার্ট বিদ্যুৎ মিটার।' যদিও রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন দপ্তরের দাবি, 'এই স্মার্ট মিটার নিয়ে কেউ কেউ ভুল ধারণা পোষণ করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রাহকদের ভুল বোঝানোও হচ্ছে। এই স্মার্ট মিটার থেকে একাধিক সুবিধা ভোগ করতে পারবেন গ্রাহকরা। এই ব্যবস্থায় যথেচ্ছভাবে বিদ্যুৎ চুরি ঠেকানো যাবে সেইসঙ্গে আরও দ্রুততার সঙ্গে উন্নততর পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে।'

ক্রাইম ডেস্ক

মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের গড়াগাছা এলাকায় মাঠ দখলকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ালো। ক্লাবের মধ্যে সঞ্জয় নস্কর নামে এক যুবককে আগ্নেয়াস্ত্র মুখে ঢুকিয়ে ভয় দেখানো ও মারধরের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। এরপর নরেন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে। পুলিশ তদন্তে নেমে ২৫ মে বাপ্পা গুছাইত ও রাজু পাইক নামে দুইজন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও সাত রাউন্ড কার্তুজ। এই ঘটনার বিষয়ে ক্লাবের সম্পাদক অমিত হালদার বলেন, 'ক্লাবের সামনে থাকা মাঠটি দখল করার উদ্দেশ্যে কিছু লোকজন মাপ জোক শুরু করে। ক্লাবের তরফে তাতে আপত্তি জানানো হলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়।'

চাকরির নামে প্রতারণা, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : এবার চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে সোনারপুর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্রার হল ২ ব্যক্তি। ধৃতরা হল, সোনারপুরের সৌরভ দে এবং টালিগঞ্জের রাজা চ্যাটার্জি। অভিযোগ, স্বাস্থ্যদপ্তর এবং বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে একাধিক মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছে এই ২ অভিযুক্ত। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নেমে তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আরও কেউ এই চক্রে জড়িত কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ধৃতরা নিজেদের প্রভাবশালী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করতো এবং স্বাস্থ্যদপ্তর বা নামী হাসপাতালের তথাকথিত নিয়োগপত্র ও দেখাত বলে অভিযোগ। প্রতারণার কৌশল হিসেবে তারা চাকরি প্রার্থীদের ফাঁকা স্ট্যাম্প পেপারে সই করিয়ে নিত এবং পরে চাকরি না হলে টাকা ফেরত দেওয়া হবে এমন আশ্বাস দিত। কিন্তু টাকা নেওয়ার পর আর যোগাযোগ রাখতো না।পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

রাতের অন্ধকারে নির্বিচারে কাটা হচ্ছে গাছ

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: ২৮ মে সকালে স্থানীয়রা দেখতে পান ডায়মন্ড হারবার পুরসভার হুগলি নদী তীরবর্তী এলাকার জাতীয় সড়কের পাশে নির্বিচারে গাছ কাটা পড়ে রয়েছে। পরে খবর দেওয়া হয় ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশকে। জানা যায়, ডায়মন্ড হারবার হুগলি নদী তীরবর্তী এলাকার জাতীয় সড়কের পাশে ভাঙ্গন রুখতে পুরসভার পক্ষ থেকে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছিল। সেই গাছগুলি রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা কেটে ফেলে। তদন্ত শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

পুলিশের উদ্যোগে লাইসেন্স মেলা

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর: প্রতিনিয়ত পথ দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। তার মধ্যে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণহানি হয়। একাধিক ক্ষেত্রে ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকার কারণে মৃতের পরিবার সরকারি পরিষেবা পায় না। ২৪ মে সকাল ১০টা থেকে সুন্দরবন পুলিশ জেলার অন্তর্গত সাগর থানার প্রশাসনের মাধ্যমে এবং কাকদ্বীপ আঞ্চলিক পরিবহন অফিসের সহযোগিতায় সাগর থানার ওসি অর্পণ নায়েকের উদ্যোগে এই মেলার আয়োজন করা হয়। এদিন ১০০ জন মোটরসাইকেল চালকদের হাতে লার্নার লাইসেন্সের কাগজ তুলে দেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র সহ একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। লার্নার লাইসেন্সে তুলে দেওয়ার পর সাগর থানার এমন এক অভিনব উদ্যোগকে ধন্যবাদ জানান মন্ত্রী।

নাবালিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, গোসাবা: ২৭ মে গোসাবা ব্লকের লাহিড়ীপুর পঞ্চায়েতের জহরকলোনি এলাকায় ষষ্ঠ শ্রেণীর এক নাবালিকা ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মৃতার নাম ফাল্গুনী মণ্ডল(১১)। সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে বুধবার ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পরিবার সুত্রের খবর, মঙ্গলবার বিকালে ফাল্গুনী ও তার ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। তারপর সন্ধ্যের সময় পরিবারের লোকজন দেখতে পায় সে ঘরে মধ্যে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্ত পাঠিয়ে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে।

বাংলাদেশি জাহাজের জন্য ভাঙছে নদীবাঁধ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দেশের অন্যতম বড় সম্পদ বৃহত্তম ব–দ্বীপ সুন্দরবন। প্রতিদিন সুন্দরবনের বুক চিরে চলছে অসংখ্য আন্তর্জাতিক পণ্যবাহী জাহাজ। যার ফলে ক্রমেই দূষিত হচ্ছে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ। শুধু তাই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুন্দরবনের অসংখ্য ছোট ও বড় নদীবাঁধও। এমনই অভিযোগে এবার সরব হয়েছেন সুন্দরবনবাসী। তাদের দাবি, সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হলে আন্তর্জাতিক এই জলপথের পরিবর্তন এবং নিয়ন্ত্রণ জরুরী। এই জলপথের উপর নজরদারি বাড়াতে হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেষ মণ্ডল এই বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, 'সুন্দরবনের বুক চিরে ভারত–বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক জলপথ দিয়ে দিনে শতাধিক বাংলাদেশি পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াত করে।

সুন্দরবনের নদীপথ পার হতে ওই জাহাজগুলোর দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে। ফলে জাহাজের জ্বালানির ধোঁয়ায় সুন্দরবনের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এছাড়াও ওই সময় নদীতে জাহাজের বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় নদীবাঁধগুলো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। বহু জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের তরফে বার বার সেই বাঁধ মেরামত করা হচ্ছে। কিন্তু স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা না করলে আগামীদিনে সুন্দরবনকে রক্ষা করা কঠিন হবে।' জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষের মতোই সুন্দরবন এলাকার দুই সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল এবং বাপি হালদার এই বিষয় নিয়ে সরব হয়েছেন। তারা দিল্লির দরবারে লোকসভা অধিবেশনে এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

খাল সংস্কারের কাজ শুরু জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : বর্ষাকালে জল যন্ত্রনা থেকে এবার মুক্তি পেতে চলেছে দেড়শো বছরের ও প্রাচীন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার পৌর নাগরিকরা। খাল সংস্কারের কাজে হাত দিলো স্থানীয় পৌর প্রশাসন। দীর্ঘ দিন ধরে এলাকার নিকাশী খাল গুলো সংস্কার না হওয়ায় নোংরা জমে নিকাশী খাল প্রায় বুজে গেছিল। এই পুর এলাকা জুড়ে একাধিক ছোট বড় নিকাশি নালা ও খাল রয়েছে। এলাকার জল এই সব নিকাশি খালের মাধ্যমেই বড় খালে গিয়ে মেশে। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই খাল সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কানেয়া খাল, ডোমপাড়া খাল, জয়চণ্ডী খাল, দেড়বেড়িয়া খাল, মিত্রপাড়া খাল, মাহিষ্যপাড়া খাল, হরিদাস দত্ত খাল, বেলে খাল,চাঁপাতলা খাল,দত্তপাড়া খাল,খোঁদার বাগানের খাল সহ আরও বেশ কিছু খালের সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, খাল সংস্কারের জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের তরফে প্রায় ৭৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্ষার আগেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার বলেন, 'তিনটি পর্যায়ে এই খাল সংস্কার করা হবে। প্রথম পর্যায়ে খালের উপর থেকে ঝোপ ঝাড় সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। কোথা ও খালের জায়গা দখল হয়ে গেলে তা দখলমুক্ত করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে খালে জমে থাকা প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্য সরিয়ে ফেলা হবে। তৃতীয় পর্যায়ে খালে জমা পলি কাটা হবে। পুরসভার ১৪টি ওয়ার্ড জুড়ে প্রায় ১২০ জন কর্মী ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছেন। মূলত কোদাল বেলচার সাহায্যেই মাটি কাটার কাজ চলছে। এই কাজ শেষ হলে পুর এলাকার মানুষ উপকৃত হবে।' পুরসভার এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ।

সোনামুখীতে সাফাই অভিযানে কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে যখন তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে তখন সোনামুখীতে ক্যামেরায় উঠে এল এক অন্যরকম ছবি। সোনামুখী পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কৃষ্ণ গোপাল রায় নিজের ওয়ার্ডকে আবর্জনা মুক্ত করতে সাফাই কর্মীদের সঙ্গে নিজেও হাতে তুলে নিয়েছেন ঝাঁটা। তবে এটা শুধু মাত্র একদিনের ছবি নয় এটাই বরাবর দেখে অভ্যস্ত ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষ। প্রতিদিন সকাল হলেই পৌরসভার সাফাই কর্মীরা যখন ৭ নম্বর ওয়ার্ডকে আবর্জনা মুক্ত করতে সাফাই অভিযান শুরু করেন তখন কাউন্সিলর কৃষ্ণ গোপাল রায় ঘরে বসে থাকতে পারেন না। প্রতিদিন তিনিও সাফাই কর্মীদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সাফাই অভিযানে নেমে পরেন। এমন কাউন্সিলর পেয়ে দারুণ খুশি ওয়ার্ডবাসি। অনিতা দত্ত, রবি ডোম, চঞ্চল চক্রবর্তী নামে সাধারণ মানুষরা বলেন, আমরা এরকমই কাউন্সিলর চাই। উনি সারাবছর আমাদের খোঁজখবর নেন। আমাদের সুবিধা অসুবিধা দেখেন। কাউন্সিলর কৃষ্ণ গোপাল রায় বলেন, এটা আমি ছোটবেলা থেকেই করে আসছি। এখন আমি কাউন্সিলর হয়েছি তাই দায়িত্ব আরও বেড়ে গিয়েছে।

থানাতে বাজি বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডায়মন্ড হারবার : ২৮ মে সন্ধ্যায় হঠাৎই বিস্ফোরণের কেঁপে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে মাধবপুর এলাকার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে ডায়মন্ড হারবার থানা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ডায়মন্ড হারবার দমকল বিভাগ থেকে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায় ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকায় বিভিন্ন জায়গা থেকে নিষিদ্ধ শব্দবাজি থানা চত্বরে যে এলাকায় মজুদ করা হয়েছিল সেই জায়গায় হঠাৎই আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে। কিভাবে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ।

সরকারি নথিতে মৃত, ভিক্ষাই ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনৈক বৃদ্ধ জ্বলজ্যান্ত বেঁচে আছে। তবু সরকারি নথিতে তিনি নাকি মৃত। এরফলে বন্ধ হয়েছে তার বার্ধক্য ভাতা। বর্তমানে তিনি ভিক্ষা করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেও তিনি মৃত থেকে অব্যাহতি পাননি এমনি অভিযোগ রামপুরহাট ১নং ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েতের কানাইপুর গ্রামের ধীরেন মালের(৭০)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তার এক ছেলে আগেই বজ্রাঘাতে মারা গিয়েছে। কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে স্ত্রী। কার্যত অনাহারে বা অর্ধাহারে দিন কাটছে ধীরেন মালের। ৭০ উর্দ্ধ ধীরেন মাল বলে, 'আমি জ্বলজ্যান্ত বেঁচে আছি অথচ সরকারি নথিতে আমি মৃত। আগে বার্ধক্য ভাতা

পেতাম। এখন মৃত হওয়ার ফলে আমার নাম কেটে গিয়েছে। আমি নারায়ণপুর পঞ্চায়েতে গিয়ে বারবার আবেদন করেছি তবু গ্রামপঞ্চায়েত বিষয়টি অবগত থাকলেও নিরুত্তাপ। আশ্বাই সার কোনো সুরাহা হয়নি।' নারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েতের সচিব বলেন, বিষটি জানা নেই। খোঁজ নিয়ে জেনে বলতে হবে। রামপুরহাট ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অঙ্কুর মিত্র বলেন, এই বিষয়টা না জেনে বলা যাবে না। দুদিন সময় দিতে হবে তদন্ত করে দেখে বলবো।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫৮ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৯ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

রেশন দোকানে চোরাকারবার

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বিধিবদ্ধ রেশেন এলাকার বহু দোকানে চোরাকারবারী, মুনাফাবাজী ও মজুতদারী চলছে। অভিযোগে প্রকাশ, অনেক সময় রেশন গ্রহীতারা তাদের প্রাপ্য গম, চাল ময়দা, সুজি প্রভৃতি পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে ছেড়ে দেন। রেশন গ্রহীতার অনুমতি না নিয়ে দোকানের মালিক টাকা জমা দিয়ে পুরোরেশন তুলে নেন। পরে কালোবাজারে ঐ সব জিনিষ বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা লাভ করেন। প্রকাশ, ওজনে কম দিয়েও প্রতি সপ্তাহে প্রচুর মাল সংগ্রহ করা হচ্ছে। জনসাধারণের বক্তব্য খাদ্য ও এনফোরসমেন্ট বিভাগের পক্ষ থেকে সারপ্রাইজ চেকিং ব্যবস্থা কঠোর করা না হলে এই চোরাকারবার বন্ধ করা যাবে না। তাঁরা আরও বলেন, রেশন দোকানের চোরাকারবার বন্ধ করতে পারলে প্রচুর খাদ্যশষ্য আংশিক রেশন এলাকায় বণ্টন করা যায় এবং এতে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

৯ম বর্ষ, ২৪ মে ১৯৭৫, শনিবার, ২৬ সংখ্যা

তৃণমূল করায় নদী বাঁধের মেরামত হচ্ছে না দূর্বাচটি গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : ২৭ মে দক্ষিণ ২৪ পরগণার পাথরপ্রতিমা ব্লকের দূর্বাচটি গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যানার্জি ঘেরি এলাকায় নদী বাঁধ ভেঙে জল ঢোকার ফলে রাস্তায় বেশ কিছু পরিবার। এলাকার বেশ কিছু ফিশারী এবং ঘরবাড়ি জলের তলায়। স্থানীয় মানুষ এবং শাসক দলের অভিযোগ, 'দূর্বাচটি গ্রাম পঞ্চায়েত সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের দখলে যার ফলে এই ব্যানার্জির ঘেরীর মানুষ তৃণমূল করায় তাদের এলাকায় কোন নদীবাঁধের সংস্কার, রাস্তা এবং নলকূপ হচ্ছে না। অন্যদিকে, জোট দলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের দাবি পাথরপ্রতিমার ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৪টি শাসক দলের দখলে, পঞ্চায়েত সমিতি ও শাসক দলের। দূর্বাচটিতে জোট দল থাকায় শাসক দল কোনওভাবে তাদের সুযোগ–সুবিধা দিচ্ছে না। তাদের ফান্ড না থাকায় তারা কাজ করতে পারছে না। এলাকার লোকের দাবি রাজনীতি যাই করুক না কেন কাজটা যেন হোক।

ঘোড়ামারা দ্বীপ পরিদর্শনে জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাগর: একটু একটু করে নদী ভাঙনে নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে রাজ্যের একেবারে দক্ষিণের ঘোড়ামারা দ্বীপ। ইতিমধ্যে ভাঙন আতঙ্কে নিজেদের বসতবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে এই দ্বীপের বহু মানুষ। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ–সুবিধা সঠিকভাবে দ্বীপবাসী পাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে ঘোড়ামারা দ্বীপে পৌঁছান দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা। এমনকী ঘোড়ামারা গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আবেদনকারীরা সঠিকভাবে বাংলার বাড়ি পাচ্ছে কিনা, বাড়ি বাড়ি বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রকল্পের পাইপলাইনের কাজ, গ্রীন ক্লিন দ্বীপ করার জন্য রাজ্য সরকার যে প্রকল্প নিয়েছে সেই প্রকল্প সহ আরো প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখেন জেলাশাসক। এছাড়াও উপকূলবর্তী এলাকায় চারাগাছ লাগানো এবং বিতরণ করেন। তিনি বলেন, 'ক্রমাগত ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে এই দ্বীপ। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ভাঙন রোধ করার জন্য সেচ দপ্তরের একাধিক বৈঠক করেছে। ঘোড়ামারা দ্বীপে এলাকাবাসীদের কাছে সরকারি প্রকল্পে সুযোগ সুবিধা সঠিক ভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খতিয়ে দেখতে আমরা এই প্রত্যন্ত দ্বীপে পৌঁছাই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলি আমরা। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ এবং অগ্রগতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখছি। ঘোড়ামারা দ্বীপের মানুষজনের জীবন জীবিকা আরো উন্নতশীল করার জন্য রাজ্য সরকার ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হবে আগামী দিন।'

জঙ্গির সঙ্গে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) সন্দেহে ধৃত আব্বাসউদ্দিন মোল্লার সঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, ২৩ মে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে এই তথ্য জানিয়েছে স্পেশাল ট্যাক্স ফোর্স। ধৃত তিনজনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। সরকারি আইনজীবী সৈকত হাতি বলেন, 'এরসঙ্গে আরো জড়িত থাকার সম্ভবনা রয়েছে বলে তদন্তকারী অফিসার আদালতকে জানিয়েছে।' বীরভূম জেলার মুরারই থানার চাতরা ও নলহাটি থানার চন্ডীপুর গ্রাম থেকে দুই জঙ্গি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ডহারবার এলাকার পাতরা গ্রাম থেকে এক জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: রাস্তাই আস্থা,সেই রাস্তাই বেহাল! সংস্কারের কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার বেতবেড়িয়া থেকে জয়নগর থানার ধোসা ব্রিজ পর্যন্ত ১৪ কিমি রাস্তা অবস্থা বেহাল। ব্যস্ততম রাস্তাটি বারুইপুর পূর্ব, ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজার হাজার মানুষজন যাতায়াত করেন। রাস্তা সংস্কারের জন্য বিভিন্ন জায়গায় দরবার করেছেন স্থানীয়রা। হয়নি সংস্কারের

কাজ। মুমূর্ষু রোগীদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল ও অপরদিকে বারুইপুর থানার অন্তর্গত বারুইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়তে হয়। অভিযোগ,প্রতিনিয়ত ছোট ছোট দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে, এছাড়াও যে কোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড় ধরণের দূর্ঘটনা। স্থানীয়দের অভিযোগ এমন জঘন্য রাস্তা কারণে ঠিক মতো গাড়ি চলাচল করে না। নজর নেই প্রশাসনের, জনপ্রতিনিধিরা ভোট আসলে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেন, কাজের কাজ কিছুই হয় না। প্রশাসনের কাছে দাবি দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হোক।

ভাগীরথীর ভাঙন ঠেকাতে জোর তৎপরতা দাঁইহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে উথাল–পাথাল ভাগীরথী নদী। সেই কারণে নদীর পাড়ে ভাঙন তীব্র হতেই ২৯ মে সকাল থেকে জোর তৎপরতা দেখা দিল পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে। নদী তীরের ভাঙন ঠেকাতে প্রচুর সংখ্যায় বালি বোঝাই বস্তা ফেলা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দাঁইহাট শহরের সীমান্তবর্তী চৌধুরীপাড়া সংলগ্ন এলাকায় বেশ কয়েকদিন আগেই নদীপাড়ে ফাটল দেখা দেয়। সেইমতো দিন তিনেক আগেই ভাঙন প্রতিরোধের কাজও শুরু হয়। বালি বোঝাই বস্তা নৌকায় করে নিয়ে এসে সেখানে ফেলে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বৃহস্পতিবার ভোর থেকেই ঝোড়ো

হাওয়ার দাপট বৃদ্ধি পেতেই ওই স্থানের ভাঙন তীব্রতর হতে থাকে। এমনতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও অবশ্য দিনভর নৌচলাচল স্বাভাবিক ছিল বলে দাঁইহাট ফেরীঘাট কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে। এই ফেরীঘাটের মাধ্যমে পূর্ব বর্ধমান এবং নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য মানুষ নিয়মিত যাতায়াত করে। সেইসঙ্গে অসংখ্য মানুষ ভাগীরথীতে স্নান করতে আসে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ফেরীঘাট কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি সিভিক ভলান্টিয়ারদের পক্ষ থেকে সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়েছে এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। দাঁইহাট শহরের গণেশজননীতলা এলাকার বাসিন্দা অভিষেক মণ্ডল নদী ভাঙন স্থলে দাঁড়িয়ে বলেন, 'তীব্র হাওয়ায় নদীর জলে সাংঘাতিক ঢেউ। হাওয়ার কারণে নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকাটা বেশ কষ্টকর। এদিকে, ভাগীরথী নদীতে একটি কুমির ভেসে ওঠাকে কেন্দ্র করে বুধবার সকাল থেকেই পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ফেরীঘাট সংলগ্ন এলাকায় সাধারণের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। আতঙ্কের চোটে এদিন অনেকেই নদীতে স্নান করতে নামেনি। কুমিরের খবর পাওয়ার পরপরই কালনা পুরসভার পাশাপাশি, বনদপ্তর, ফেরীঘাট কর্তৃপক্ষ, পুলিশ–প্রশাসনের তরফে সকলকে সতর্ক করার জন্য একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।'

বেহাল অবস্থায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহম্মদবাজার ব্লকের রূপগঞ্জ গ্রামের একমাত্র অঙ্গনওয়াড়ি(২২৩ নং) কেন্দ্র বর্তমানে বেহাল দশা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। একাধিক সমস্যায় জড়জড়িত এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটি। কেন্দ্রের ৪টি দরজা জানালা থাকলেও তার কোনও পাল্লা নেই। মেঝে ও দেওয়ালে প্লাস্টারের ছেড়ে গিয়েছে। সেফটি ট্যাংকের প্লেয়ার বসলেও আজও ট্যাংক বসেনি। জল জীবন মিশন প্রকল্পের কল বসিয়ে গেলেও সেখানে এখনো জল আসেনি। দীর্ঘদিন ধরে এরকম সমস্যা থাকার ফলে দ্রুত তার সমাধানের দাবি জানিয়েছে ওই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী থেকে অভিভাবকরা।

রাস্তা সারাইয়ের কাজে গরমিল, অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এলাকার মানুষের দাবি ছিল মুরারই–কনকপুর বেহাল রাস্তা নতুন করে পীচ করতে হবে পিডব্লুডিকে। কিন্তু সেটা না করে রাস্তার মাঝে কয়েকটি জায়গায় পাথর বিছিয়ে রিপিয়ারিংয়ের কাজ শুরু করলে ১৫ মে সকালে গ্রামবাসীরা সেখানে গিয়ে কাজ বন্ধ করার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে কাজ বন্ধ করতে বলে ঠিকাদারকে। ফলে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। অবরোধ চলে সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত। ফলে রাস্তার দুইধারে পাথরবোঝাই ট্রাক্টর, টোটো সহ বিডিন্ন যানবাহন আটকে পড়ে দূর্ভোগে পড়ে পথচারিরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মুরারই ১নং ব্লকের মুরারই বেগুন মোড় থেকে কনকপুর ঝাড়খণ্ড বর্ডার পর্যন্ত ৭ কিমি রাস্তাটি বাম আমলে ১৯৯৬ সালে নির্মিত হয়। বর্তমানে রাস্তাটিতে পিচ উঠে গিয়ে খানাখন্দে ভরে গেছে। ঝাড়খণ্ড থেকে ওভারলোড পাথর ও বালির ট্রাক্টর ডাম্পার চলাচলের ফলে রাস্তাটি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বাস, টোটো, অটো সহ বিভিন্ন যানবাহন জীবনের ঝুকি নিয়ে চলে। হাসপাতালের রোগী, স্কুল

কলেজের ছাত্রছাত্রী ও দৈন্দিক কাজে যারা মুরারই যায় তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি মুরারই হাসপাতালের নিকট পাথরের গাড়ির ধাক্কায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এক ছাত্রী ও তার বাবা বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছিল। কনকপুর গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য আহম্মদ হোসেন,গাজু কোনাই,প্রাক্তন সদস্য আনোয়ার আলি,প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ রবিদাস এবং নইমুর রহমান বলে, 'আমাদের দাবি অবিলম্বে রাস্তার রিপিয়ারিং বন্ধ করে নতুন ভাবে রাস্তাটি নির্মান করতে হবে। মুরারই ১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, মুরারই থানার ওসি সহ ডিএম, এসডিওকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩১ সংখ্যা, ৩১ মে – ৬ জুন, ২০২৫

‘রিল’ নির্মাণে অনুশাসন আসুক

সমাজ মাধ্যমে সাম্প্রতিককালে অর্থ উপার্জনের একটি বিকল্প পথ তৈরি করেছে রিল। সারা বিশ্বজুড়ে ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি বার্তা প্রসারিত হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে সমাজ মাধ্যমে এগুলি আপলোডও হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে অর্থের আগমন ঘটছে কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের। কনটেন্টে কিছু আপত্তি থাকলে প্রতিবাদ করার জায়গাও আছে। কিন্তু এই আপাত স্বচ্ছতার আড়ালে চলছে চূড়ান্ত দেশবিরোধী এক প্রচার পর্ব।

সম্প্রতি অপারেশন সিঁদুর নিয়ে একদিকে যেমন রাজনৈতিক তরজার দরজা খুলে গেছে তেমনি প্রতিবেশী কোন কোন দেশের ভারতবিদ্বেষী মনোভাবকে উসকে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের বেশকিছু রিলে চূড়ান্ত ভারতবিদ্বেষী, সনাতন ধর্মবিদ্বেষী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নারীদের ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক রিল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওইসব রিলের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার রিভিউ করার পর জানানো হচ্ছে রিল সরানো হবে না। এছাড়াও বহু রিলে অত্যন্ত কুৎসিত অশালীন জিনিস ছড়িয়ে দেওয়া চলছে।

পাকিস্তানি গুপ্তচর ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রার খবরটি সামনে আসার পর আরো বেশি সাবধানতা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক গত প্রায় এক বছরে যে শত্রুতার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে এ ব্যাপারে আরো বেশি সতর্ক থাকা দরকার। বহুদিন থেকেই ভারতের বিরুদ্ধে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে, এমনকী হিন্দু দেব–দেবীদের বিরুদ্ধেও নানা বিদ্বেষমূলক রিল দিনের পর দিন ছড়িয়ে যাচ্ছে ভারতের সমাজ মাধ্যমে। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ হিংসা ছড়িয়ে দেবার তাগিদে শত্রু দেশ গুলি এমন পথ বেছে নিয়েছে।

এছাড়াও সমাজ মাধ্যম থেকে অর্থ পেতে ছাত্র ছাত্রী, গৃহবধূ, চাকরিজীবী, পেশাজীবী লোকজন বহু ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল কাজের পরিবর্তে খুবই কুরুচিকর বিষয়বস্তু সমাজ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সিনেমা ও সংবাদপত্রে যে সেন্সরসীপ আছে এক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করার জন্য আইনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কারণ সমাজের মাধ্যম নিয়েও ভারত সরকারের আইন আছে। দেশের ঐক্য, অখন্ডতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে দেশবিরোধী সমস্ত পোস্টেই রিপোর্ট করা প্রয়োজন, যদিও সে রিপোর্টের খুব সামান্যই মর্যাদা রক্ষা হয়।

বহু ইউটিউবার, ইনফ্লেন্সার অনেক সৃষ্টিশীল কাজ করেন এবং বহু মানুষ তাতে নিত্যদিন উপকৃত হন। দায়িত্বশীল সমাজ মাধ্যমের অবশ্যই সমাজ, দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও নিরাপত্তা দিকে নজর দিতে হবে। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে এই প্রচার আজ অত্যন্ত জরুরি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

অবিদ্যা, চিত্ত, মন, বাসনা, কর্ম, জীব প্রভৃতি শব্দে তত্ত্বজ্ঞগণ যাকে অভিহিত করেন, সেই অপ্রবুদ্ধ দেহীই ভোগকর্তা। অজ্ঞানই হল সুখ–দুঃখ ভোগের কারণ। বিচারশূন্যতা গভীর অজ্ঞতারই নামান্তর। অবিবেকের প্রভাবে মন গমন–ভোজন–আস্ফালন ইত্যাদি কর্ম করে। এই শরীর হল মনের আবাস, জড় শরীরের পক্ষে কর্ম করা বা সেই কর্মের ফলভোগ করা আদৌ সম্ভবই নয়। ঘরে গৃহস্থ নানা কর্ম করে, কর্মের ফলফল ভোগ করে। কিন্তু গৃহ কিছুই করতে পারে না, ফলাফলও গৃহ ভোগ করে না। সুতরাং মন কর্ম করে, মনই কর্ম অনুযায়ী ফল ভোগ করে। এখন লবণ রাজার প্রসঙ্গে বলি। লবণ রাজার স্মরণে ছিল, তাঁর পিতামহ এক মহা রাজসূয় যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁরও ইচ্ছা হয় তেমন এক যজ্ঞ করার। মনে মনে রাজসূয় যজ্ঞের যাবতীয় উপকরণ জোগাড় ক'রে ঋত্বিক, ঋষি, মুনি, সাধু, দ্বিজ, বিজ্ঞজনদের আহ্বান ক'রলেন। মনে মনে যজ্ঞ দেবতার অভিষেক ক'রেন। মনে মনেই অগ্নি স্থাপন, যজ্ঞসম্পাদন, যজ্ঞান্তে দান–দক্ষিণার ব্যবস্থা করেন। বৎসর কাল ব্যাপী সেই যজ্ঞ সম্পন্ন করার পর তিনি বাহ্য জগতে জাগ্রত হলেন। এই মানস যজ্ঞে তাঁর মনোসন্তোষ হয় এবং এমন ধরণের যজ্ঞের অনিষ্ট ফলও লাভ করেছেন। রাম বললেন,– ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে লবণ রাজার চণ্ডাল দশাপ্রাপ্তি যে ঐ মানস রাজসূয় যজ্ঞের অনিষ্ট ফল তার প্রমাণ কি? বশিষ্ঠ বললেন, সেই সময়ে আমি রাজসভায় উপস্থিত ছিলাম। ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি অন্তর্হিত হলে সভাসদগণ আমাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় আমি ধ্যানযোগে ইতিবৃত্ত জানার প্রচেষ্টা করি এবং জানতে পারি যে, রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত নানা আপদ–বিপদ–দুঃখের সম্মুখীন হয়ে থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র সেই নিয়ম পালন করতেই ইন্দ্রলোক হতে যাদুকরের বেশে দূত পাঠিয়ে লবণ রাজাকে তাঁর প্রাপ্য দুর্ভোগ করিয়েছেন দূত নিজ কর্ম সম্পন্ন ক'রে যথাস্থানে চলে গিয়েছিলেন। আমি প্রত্যক্ষ ভাবে এই ঘটনার সাক্ষী। বোঝা গেল, মনই হল কর্মকর্তা এবং ফলভোক্তা। সুতরাং সেই মনকে সংশোধন করা প্রথম কর্তব্য, পরে সংস্কৃত মনকে বিবেক সহায়ে বিলীন করা উচিৎ। তাহলেই পরম মঙ্গল লাভ হবে। রাম বললেন, মনের ক্ষয় সাধন কিভাবে করা যায়?

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

এটি দুঃখের বিষয় !

সবাই এখন আই পি এল আর প্লে অফ নিয়ে ব্যস্ত, এদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসী সৈনিক শৈলেন্দ্র শুক্লা Mr. India ও Mr. Asia-র পদক জিতেছেন, অথচ কারও শুভেচ্ছা পান নি

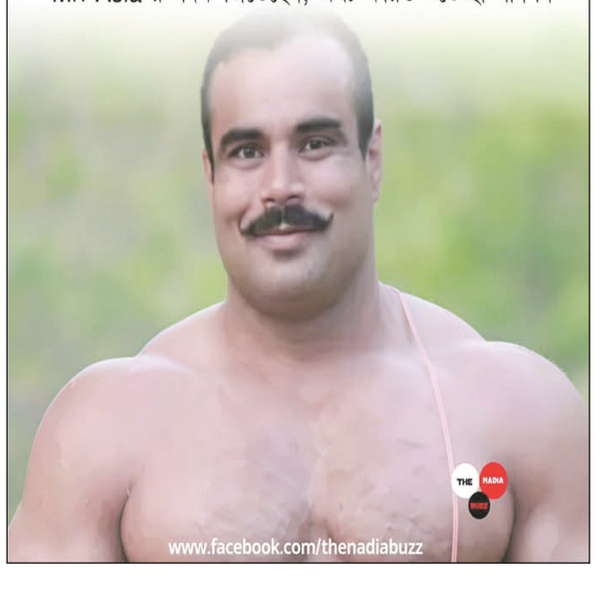

মার্কিন অস্থিরতায় পাখির চোখ মধ্যপ্রাচ্য

সুবীর পাল

দক্ষিণ এশিয়ার এক অনস্বীকার্য অথচ একছত্র সম্মিলিত ভূ–মানচিত্রের নাম ভারতীয় উপমহাদেশ। সেখানেই ভারত সীমান্ত ঘেঁষা ত্রিফলার ন্যায় তিনটি দেশ। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমার। এই তিনটি দেশের অধুনা আদর্শগত চারিত্রিক দিকটা অনেকটাই এক সুতোয় বাঁধা। নাটের গুরু চীনের নাছোড় সৌজন্যে, আমেরিকার বাণিয়া উস্কানিতে মহীরুহ শক্তিধর সম ভারতকে বিব্রত করার অভিপ্রায়ে। অনেকটা বনরাজ সিংহের দুর্ভেদ্য শরীরে ইঁদুরের চোরাগোপ্তা খোঁচাখুঁচির অনুকরণে। পাকিস্তানের জঙ্গি তোষণের মনস্কতায়। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু নির্যাতনের উন্মাদনায়। মায়ানমারের খেদানো রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ বদান্যতায়।

কিন্তু সবকিছুরই একটা শেষের শেষ আছে। ভারত আজ অপারেশন সিঁদুর আপাতত স্থগিত রেখেছে কিছুকাল ওয়েট এন্ড সি'র প্যারামিটারে। বরাবরের শান্তিতে বিশ্বাসী এই মহাদেশের এমনতর আত্মরক্ষার বলিষ্ঠ পদক্ষেপে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো নির্ঘাত বুঝে গিয়েছে সংযমী ভারতের যুঝে নেওয়ার অভিঘাত কতটা তীব্রতর হতে পারে।

একই সঙ্গে বাংলায় এক প্রবাদ আছে। অন্যের ক্ষতি করতে চাইলে নিজের ক্ষতি হবেই। এই সরল বাক্যটি কি অদ্ভুত ভাবে একেবারে খাপে খাপে প্রযোজ্য হয়ে গিয়েছে প্রতিবেশী ত্রয়ী দেশের ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ আজ নিজস্ব সরকারের অস্তিত্ব নিয়েই দিনে ভূত দেখছে মৌলবাদীদের অঙ্গুলি হেলনে। অন্যদিকে, পাকিস্তান সেনা বেধড়ক পিটুনি খাচ্ছে বেলুচিস্তানে। আবার আরাকান আর্মির হাতে প্রায় পর্য্যুদস্ত মায়ানমারের সামরিক বাহিনী। সুতরাং ভারতকে বিব্রত করতে গিয়ে এই তিনটি দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই ক্রমশ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে নিজস্ব সেমসাইড ফাউল প্লেতে। অথচ ভারত আজ তো নিজস্ব গৃহীত নীতিতে বৈশ্বিক মঞ্চে সাফল্যের ডার্ক হর্স। সামরিক দিকে সেই কবে থেকেই চতুর্থ স্থানে রয়ে গিয়েছে। আর আর্থিক দিক থেকে জাপানের মুকুট আজ ভারতের মাথাতে শোভা পাচ্ছে চতুর্থ গরিমার দেশ হিসেবে।

এই কথাগুলো হঠাৎ কেনই বা এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলো? এই প্রশ্নের উত্তরটা এসেছে মায়ানমারে নিযুক্ত প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কথাতেই। তিনি বলেন, মায়ানমার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে অরুনাচল প্রদেশ, মনিপুর, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামে ব্যাপক হারে রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। যা আজ ভারতের পক্ষে চক্ষুশূলের বড় কারণ। এরমধ্যে মায়ানমারের জুন্টা সরকারের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। আরাকান সেনাদের হাতে গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটির ভাগ্য এখন সুতোয় ঝুলছে। মায়ানমারের এই বিদীর্ণ অবস্থার পাশাপাশি বেলুচিস্তান ইস্যুতে পাকিস্তান যে আজ অনেকটাই কোনঠাসা হয়ে পড়েছে, সেটা অবশ্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন দেশের প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপ–অধিকর্তা পঙ্কজ সিং। তাঁর বক্তব্য, 'পাকিস্তান নিজের জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের কাঁটা হয়ে উঠেছে। জঙ্গিবাদ হল সেই দেশের হৃদপিণ্ড। মজার কথা হল এই দেশ বরাবর ভারতের মধ্যে জঙ্গি আক্রমণের পৃষ্টপোষকতা করে গিয়েছে। অথচ নিজের দেশের সেনা

আজকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ হচ্ছে বেলুচিস্তানের স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের কাছে। এই দৃশ্য আজ সারা পৃথিবী তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে।'

আবার বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ জটিলতা নিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মুখ খুলেছেন চীনে একদা কর্মরত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত অশোক কাঁথা। দেশের তথাকথিত এই প্রাক্তন বিদেশ সচিব বলেন, 'মূলত চীনের প্রশ্রয় পেয়ে দেশের চিকেন নেক নিয়ে বাংলাদেশ এখন দিনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। মনে রাখতে হবে শি জিনপিংয়ের দেশ এখনই কোনও যুদ্ধে সরাসরি জড়াতে আগ্রহী নয়। বাংলাদেশকে ভারত সম্পর্কে গাছে উঠিয়ে দিতে চাইছে অন্তরাল থেকে। যাতে চীন ঝোপ বুঝে কোপ মেরে সড়ক ব্যবস্থা ওই অঞ্চলে প্রসারিত করতে পারে চৈনিক ব্যবসার তাগিদে। বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে এক অপরিপক্ক সরকারের শাসন ব্যবস্থা। এরা নিজের দেশের মৌলবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে ইতিমধ্যে। চীনের কাপে চা খেতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। এদের কাছে বৈদেশিক কূটনীতি তো আদতে অজানা জগৎ। ফলে প্রত্যাশিত ভাবেই সেনা ও সরকারের মধ্যে সমন্বয় তলানিতে এসে ঠেকেছে। যে কোনও মুহূর্তে অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক ঘটনা বাংলাদেশে ঘটতে পারে।'

আক্ষরিক অর্থেই এই তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিষয়ে আশু আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছেন ভারতের উক্ত তিন প্রাক্তন আমলা। যাঁদের বৈদেশিক অভিজ্ঞতা অতি সাম্প্রতিককালেও অতি মাত্রায় প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি কলকাতায় আয়োজিত হয়েছিল অতি স্পর্শকাতর বিষয় ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। একটি সর্বভারতীয় বণিকসভা আয়োজিত এই আলোচনা চক্র আদতে হয়ে উঠেছিল এক ঝাঁক ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতির প্রকৃত চাঁদের হাট। সেখানেই আলোচনা প্রসঙ্গে উঠে এসেছিল দক্ষিণ এশিয়ার মায়ানমার, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান বিষয়ক এহেন সতর্কবার্তা।

বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ভৌগলিক রাজনীতিতে সুরক্ষা এবং আর্থিক প্রভাব বিষয়ক এই আলোচনায় বক্তব্য রাখেন কংগ্রেসের প্রবীণ সাংসদ মনীশ তিওয়ারি। তিনি বলেন, 'সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু। আজও ইউক্রেন, গাজা, ইরাককে বিধ্বস্ত হতে হয় যুদ্ধের কারণে। কি লাভ হয় এতে? শক্তিক্ষয় হচ্ছে। প্রাণহানি ঘটছে। বিপন্ন হচ্ছে পৃথিবীর সম্পদ। আর্থিক অপচয় ঘটছে। এতে মানবতার কি লাভ হচ্ছে? রাজনৈতিক বিভেদ পৃথিবীকে কোন পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে তার জলন্ত উদাহরণ তো আফগানিস্তান। সেখানে নারীর নৈতিক অস্তিত্ব আজ সংকটের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা কি এই বিশ্ব চেয়েছিলাম?'

বিপক্ষ শিবিরের এই দুঁদে আইনজীবী তথা চণ্ডিগড়ের সাংসদ আলোচনাক্রমে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে ভারত সরকারের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তিনি সাফ বলেন, 'ভারত বরাবর শান্তিকামী দেশ। আমরা কখনই অন্যের সীমান্ত দখলদারিতে বিশ্বাস করি না। আমরা আসলে বহু রাজনৈতিক মাত্রিক দেশ। আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আমাদের বিরোধ আছে ও থাকবে। কিন্তু বৈদেশিক কূটনীতিতে আমরা ঐক্যবদ্ধ বরাবর। আমরা যুদ্ধ চাই না। কিন্তু পাকিস্তান জঙ্গিদের দোসর হয়ে অপারেশন সিঁদুর আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। আসলে পাকিস্তান ভারতের সংযমটা উপলব্ধি করতে পারে না কখনই।'

মনীশ তিওয়ারির মতো প্রায় একই কথা শোনা গেল রাজ্যসভায় প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ পদ্মশ্রী স্বপন দাশগুপ্তের ভাষণে। অপারেশন সিঁদুর বিষয়ক বৈদেশিক দৃষ্টিকোন থেকে বিজেপি ও কংগ্রেসের মনোভাব যে একসূত্রে গাঁথা তা আরও একবার দিনের আলোর মতো স্পষ্ট করে দিল এই আলোচ্য মঞ্চ। তাঁর মন্তব্য, মনীশবাবু যথার্থ বলেছেন। আমরা বিদেশ নীতিতে ধারাবাহিক পর্যায়ে এক থেকেছি। এটাই হলো বহুত্ব ভারতের একাত্মের অন্তরাত্মা। এই দেশীয় বৈচিত্র্য বিশ্ব রাজনীতিতে প্রকৃতই শুধু বিরল নয়, অন্য দেশগুলোর কাছে সত্যিই বিস্ময়কর। অপারেশন সিঁদুর আমাদের দেশের কাছে আত্মমর্যাদার সাতনরী হার। পাকিস্তান আমাদের প্রতিবেশী দেশ। আমরা খামোখা সেখানে জঙ্গিঘাঁটি গুড়িয়ে দিতে যাব কেন? এই বাস্তবতা পাকিস্তানকে উপলব্ধি করতে হবেই। আমাদের শরীরে রক্ত ঝরালে তা মুছে নেওয়ার অধিকার তো ভারতের আছেই। সারা বিশ্ব এটা বুঝলেও পাকিস্তান এব্যাপারটি বুঝেও বুঝতে চাইছে না। অগত্যা অপারেশন সিঁদুরও পুরোপুরি পাততাড়ি গোটাতে এখনও অসম্মত রয়েছে। সবটাই পাকিস্তানের উপর নির্ভর করছে ও করবে।

এছাড়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রসঙ্গ টেনে স্বপনবাবুর অভিমত, আর্থিক স্থিতাবস্থার প্রশ্নে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমেরিকা আজ অনেকটা ফুটো নৌকার মতো অস্থিরতায় টালমাটাল হয়ে আছে। অথচ আমাদের দেশ চূড়ান্ত ভাবে আগুয়ান। পচা শামুকে পা কাটার মতো আমাদের দেশ এখন আর মার্কিন আজ্ঞাবহতাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাছাড়া পাকিস্তানকে কোলে বসিয়ে ভারতের কাছে ত্রিপাক্ষিক স্তরে সমস্যা মেটানোর প্রস্তাব দেওয়া এই আমেরিকাকে তোয়াক্কা করতে আমরা এখন আর অভ্যস্ত নই। ভারত নিজের রাস্তা নিজে তৈরি করতে জানে। তাই ভারতের এখন নয়া আর্থিক মিশন হল মধ্যপ্রাচ্য। সুতরাং ইজরায়েল ও সৌদি আরব এখন ভারতের নয়া দোস্ত।

পরিশেষে ৯১ বছরের অশীতিপর রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল এম কে নারায়ণন পাকিস্তানকে নিজের সীমারেখাটা স্মরণ করিয়ে দেন তীক্ষ্ণ বলিষ্ঠতায়। তিনি বলেন, আমার এই প্রবীণ বয়সে খুব একটা কম কিছু দেখিনি। ডান ও বাঁয়ে আমেরিকা এবং চীন জুজু দেখিয়ে ভারতকে স্বঘোষিত দাদাগিরি দেখানোটা পাকিস্তানের পক্ষে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হয়ে উঠবে। অপারেশন সিঁদুরের প্রত্যাঘাত নিশ্চয়ই অনেক দিন মনে রাখবে পাকিস্তান। একইসঙ্গে এটাও পাকিস্তানের মনে রাখা দরকার বাণিজ্যিক স্বার্থে দুই বৃহদাকার মদতদাতা উস্কাবে ঠিকই, কিন্তু তার হয়ে যুদ্ধে কোনদিন ভারতের সঙ্গে ওই দুই রাষ্ট্র সরাসরি জড়াবে না। কারণ তারা আধুনিক ভারতকে যেমন চেনে তেমন সমীহও করে। কই হংকং বা তাইওয়ান নিয়ে চীনের গর্জন তো বারবার শুনতে পাই? আসলে সামরিক শক্তি প্রয়োগে চীন বর্তমানে এক পা এগোতে চাইলে আগেই দশ পা পিছিয়ে যাচ্ছে। তার কারণ একটাই। আজকের ভারত হলো সাম্প্রতিক এশিয়ার সবচেয়ে বড় নির্ভরযোগ্য নৈশ্য প্রহরী। আমি নিশ্চিত পাকিস্তান যদি জঙ্গি পালনের ঠিকাদারিত্ব থেকে সরে আসতে না চায় ভারত তবে অবশ্যই জঙ্গি দমনের আরও বড়মাপের দরপত্র ফের ঘোষণা করবেই বরং আরও বদ্ধমূল হয়ে।

দেশ দেশান্তরে

স্বাধীন ইউরোপ গড়ার লক্ষ

সুমন্ত ভৌমিক

গত বৃহস্পতিবার জার্মানির আখেন শহরে আন্তর্জাতিক কার্ল দ্য গ্রেট পুরস্কার গ্রহণকালে ইউরোপীয় কমিশনের উরসুলা ভন ডার লেন বৈশ্বিক মঞ্চে গভীর পরিবর্তনের এ সময়ে একটি স্বাধীন ইউরোপ গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান রাশিয়ার ইউক্রেন আগ্রাসনের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোটের কারণে যে নিশ্চিত ব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, তা ভেঙে গেছে। তিনি আরও বলেন, ভেবেছিলাম শান্তির সুবিধাভোগী হয়ে থাকতে পারব। কিন্তু সেই সময় শেষ হয়ে গেছে। আখেনের আন্তর্জাতিক শার্লেমেন পুরস্কার ১৯৫০ সাল থেকে এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হয়ে আসছে, যারা ইউরোপ এবং ইউরোপীয় ঐক্যের জন্য অসাধারণ অবদান রেখেছেন। ইইউ প্রধান বলেন, আমাদের উন্মুক্ত গণতান্ত্রিক

সমাজের প্রতিপক্ষরা আবার নিজেদের সজ্জিত করেছে ও সংগঠিত হয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের নির্মম ও নিষ্ঠুর যুদ্ধের চেয়ে বড় উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না। ভন ডার লেন বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলো শত শত বিলিয়ন ইউরো প্রতিরক্ষা ব্যয়ে বিনিয়োগ করছে, যা সময়ের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। আমরা এটি করছি শান্তিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চটা দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই দশকে একটি নতুন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। যদি আমরা শুধু এর ফলাফল মেনে নিতে না চাই, তাহলে আমাদেরকেই এই নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আরও বলেন, ইতিহাস কখন দ্বিধা বা বিলম্বকে ক্ষমা করে না। আমাদের মিশন হচ্ছে ইউরোপীয় স্বাধীনতা। আমরা যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ওপর একসময় নির্ভর করতাম, তা খুব দ্রুতই বিশৃঙ্খলায় পরিণত হয়েছে। বার্লিন ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত দিয়েছে, তারা জিডিপির সাড়ে ৩ শতাংশ প্রতিরক্ষা ব্যয়ে এবং ১.৫ শতাংশ নিরাপত্তা–সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় বৃদ্ধির পরিকল্পনাকে সমর্থন করে। এর আগে প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিস এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ আন্তর্জাতিক শার্লেমেন পুরস্কার পেয়েছেন। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মৎর্সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, জার্মানি এই শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ফ্রিডরিখ মৎর্সে বলেন, আমরা শুধু দর্শক হয়ে থাকব না, আমাদের মহাদেশে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং মানব মর্যাদাকে রক্ষা ও শক্তিশালী করার ব্যাপারে জার্মানি সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। জার্মানির চ্যান্সেলর আরও বলেন, আগামী জুনে ন্যাটো সম্মেলনে জার্মানি এমন সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত, যা ইউরোপের নিজস্ব নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনে তার অবস্থানকে যথাযথভাবে তুলে ধরবে।

পাঠকের কলমে

স্কুলে প্রেয়ার লাইনেই পড়ুয়াদের নীতিকথার পাঠ দিন

বর্তমানে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ ব্যবস্থা। তার মধ্য দিয়ে সকলকে চলতে গিয়ে প্রায়শই ছন্দপতন হচ্ছে। উচ্ছৃঙ্খলদের জন্য তথাকথিত সভ্য সমাজে হানাহানি, গোষ্ঠী সংঘর্ষ, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, নাশকতা এসব বেড়েই চলেছে। কিন্তু, এরা তো আর সমাজবিরোধী হয়ে জন্মায়নি। যথোপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই এরা বিপথগামী হয়েছে। কেউ দিনরাত ভয়ঙ্কর নেশার ঘোরে ডুবে রয়েছে; অন্যদিকে, কেউ কেউ বেআইনী অস্ত্র হাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এমনতর পরিস্থিতিতে তারা এতটাই একরোখা এবং বেপরোয়া যে কোনওরকম মৃত্যুভয়ও তাদের দমাতে পারে না। তবে, এখনও বোধ হয় নবীন প্রজন্মের সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। প্রাথমিক স্কুলশিক্ষা ব্যবস্থা থেকেই যদি সর্বত্র গুরুত্বের সঙ্গে শিশুদের চরিত্র গঠনের নিয়মিত পাঠ দেওয়া যায় তাহলে নবীন প্রজন্মের অনেককেই এই সর্বনাশের কবল থেকে রক্ষা করা যাবে। আমার মতে, স্কুলে পড়ুয়াদের প্রত্যহ প্রেয়ার লাইনে নীতিকথার পাঠ দেওয়া হোক। দিনের শুরুতে এই প্রেয়ার লাইনেই পড়ুয়াদের সংযত মনোভাব এবং শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠিক এই সময়েই মনীষীদের বাণী, দেশের সংবিধানসম্মত অধিকার, দেশাত্মবোধক কিংবা আত্মোপলব্ধিমূলক বার্তা পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। একটি শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বীজবপণের প্রক্রিয়া বাড়ি থেকে শুরু হয় ঠিকই তবে, সেইসঙ্গে স্কুলশিক্ষার পাঠে চরিত্র গঠনের বিষয়টার অন্তর্ভুক্তিকরণের যথাযথ প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই মনে করি।

রেশমা চৌধুরী, মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সাংবাদিকের রোজনামচা

শ্রীতীরন্দাজ

উদ্যোগ কৃতি সম্মান

সারাবছর ধরে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে নিবেদিত সোনারপুর উদ্যোগের এবারের রবীন্দ্র জয়ন্তীটা ছিল অন্যরকম। 'উদ্যোগ কৃতি' সম্মান দেওয়া হল পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের আইকন বাগনান মহিলা বিকাশ–এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোপাল ঘোষ মহাশয়কে। আর এক প্রতিষ্ঠাতা মাধুরী ঘোষ অসুস্থ থাকায় আসতে না পারলেও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক আশুতোষ মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ ড. দীপক কুমার বড়পণ্ডা, ড. পার্থসারথি গাঙ্গুলি, ড. সঞ্জিত জোতদার, কৃষ্ণপদ মণ্ডলের মত ব্যক্তিত্বরা। অভিনন্দন উদ্যোগের সদস্যদের।

ভাষা উদ্যান

চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে ভাষা শহীদ স্মারক স্তম্ভ প্রাঙ্গনে ১৯ মে পালিত হল শীলচর ভাষা শহীদ দিবস। ১৯৬১ সালের এই দিনেই আসামের শিলচরে বাংলা ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে প্রাণ দিয়েছিলেন ১১ জন। উদযাপন সভায় উপস্থিত হয়ে হুগলি–চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায় বলেন, 'এই ভাষা শহীদ স্মারককে একটি ভাষা উদ্যান হিসাবে গড়ে তোলা হবে। টেন্ডার ডাকা হয়েছে, কাজ শীঘ্রই শুরু হবে।' কমলাকান্ত দাশগুপ্তের সঞ্চালনায় কবিতা পাঠের মাধ্যমে শহীদদের স্মরণ করেন উপস্থিত শিল্পীরা। বক্তব্য রাখেন প্রণব হালদার, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সব্যসাচী সেনগুপ্ত।

জাদুঘরের ভবিষৎ

১৮ মে আন্তর্জাতিক সংগ্রহশালা দিবসে সোনারপুর নোয়াপাড়ার অনুষ্ঠান ভবনে পশ্চিমবঙ্গ সংগ্রহালয় সমিতি ও সুন্দরবন বইমেলা সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অলোচনা সভার বিষয় ছিল দ্রুত পরিবর্তনশীল সম্প্রদায়গুলিতে জাদুঘরের ভবিষ্যৎ ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টে সুন্দরবন বইমেলার ভূমিকা। আলোচনায় অংশ নেন শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ড. খোকন রাউত, ড. ধৃতি রায়, ড. লক্ষ্মী নারায়ণ শতপতি, গৌরাঙ্গ দেব পাল, ডাঃ মানস বল্লভ, পূর্ণেন্দু ঘোষ, ড. দীপক বড়পণ্ডা ও বইমেলার সম্পাদক সঞ্জিত জোতদার।

সেতুবন্ধন

সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা বিষ্ণু অবতার মহামুনি কপিল তাঁর আশ্রম তৈরি করলেন নির্জন সাগরদ্বীপে। এরপর কপিলের কোপ থেকে নিজের বংশধরদের বাঁচাতে রাজা ভগীরথ ধরায় গঙ্গা এনে মকর সংক্রান্তির দিন মিশিয়ে দিলেন সাগরের সঙ্গে। সাগর হল পাপনাশিনী গঙ্গাসাগর। কপিলের কৃপায় দুর্গম দ্বীপ হয়ে উঠল সনাতনী ভারতীয়দের বাৎসরিক তীর্থক্ষেত্র। অনেক সুগম হয়েছে পথ। যতটুকু দুর্গমতা আছে তাও মুছে যেতে চলেছে মুড়িগঙ্গায় সেতুবন্ধনের মাধ্যমে। জমি অধিগ্রহণের পর রাজ্য সরকারের তরফে শুরু হয়েছে ক্ষতিপূরণের চেক বিলি। এই অর্থ অনর্থের বাংলায় নির্বিঘ্ন হোক সেতুবন্ধন।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

ছাদ বাগানে হিমাচলের আপেল

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি : 'পরিবেশ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে বিনিময় আমাদেরও কিছু ফিরিয়ে দেওয়া উচিত' এই বার্তা নিয়ে ছাদ বাগানে আপেলের চাষ করছেন বড়দাকান্ত স্কুলের শিক্ষক পুলক জোয়ারদার। নিজের ছাদেই তৈরি করেছেন এক অপূর্ব সুন্দর বাগান। যে বাগানে রয়েছে গোলাপ–পদ্ম থেকে শুরু করে আরও অনেক ফুল। পাশাপাশি তিনি চাষ করছেন আপেলের। পুলকবাবু জানান, তার ছাদ বাগানে মোট ৩টে আপেলের গাছ রয়েছে। যার মধ্যে দুটি গাছ হিমাচল প্রদেশের। শিলিগুড়িতে দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে তিনি ছাদ বাগান করেছেন। ছোট থেকেই তিনি গাছ খুব ভালোবাসেন। পুলকবাবু জানান, 'অসহ্য এই গরমের থেকে একমাত্র উদ্ধার করতে পারে গাছ। যত বেশি সম্ভব গাছ লাগানো যাবে ততই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভবকর হবে। এখন গাছ লাগানোর জায়গার অভাব রয়েছে। তবে বাড়ির ব্যালকনি কিংবা ছাদে অনায়াসে গাছ লাগানো যেতেই পারে।'

রায়দীঘিতে আখ চাষে ভালো ফলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : রায়দিঘী বিধানসভার মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের উত্তর কুমরাপাড়া এলাকার কৃষকদের মুখে এবার হাসি ফুটেছে আখ চাষ করে। অন্যান্য ফসলের তুলনায় কম খরচে বেশি লাভের সুযোগ পাওয়ায় এই এলাকার বহু কৃষক এখন আখ চাষের দিকে ঝুঁকেছেন। এলাকার কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, আখ চাষ এই অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। আগে ধান বা অন্যান্য প্রচলিত ফসল চাষ করে যে লাভ হত তার থেকে অনেক বেশি আয় হচ্ছে আখ চাষে। একদিকে যেমন উৎপাদন খরচ কম, তেমনই বাজারে আখের চাহিদা থাকায় বিক্রি করতেও কোনো সমস্যা হয় না। প্রতি বিঘা জমিতে আখ চাষ করে কৃষকরা লক্ষাধিক টাকা পর্যন্ত আয় করছেন তারা। উত্তর কুমরাপাড়ার সৌরভ মণ্ডল জানান, 'আগে আমরা অন্য ফসল ফলাতাম, তাতে অনেক সময় লোকসানও গুনতে হতো। কিন্তু যখন থেকে আখ চাষ শুরু করেছি, তখন থেকে আমাদের আর্থিক কষ্টের অনেকটা সমাধান হয়েছে।' আরেক কৃষক অশোক

মণ্ডল বলেন, 'আখ চাষে পরিশ্রম একটু বেশি হলেও লাভ অনেক বেশি। সরকার যদি আমাদের আরও সহযোগিতা করে, যেমন উন্নত মানের বীজ সরবরাহ এবং ন্যায্য দামে আখ কেনার ব্যবস্থা করে, তাহলে এই এলাকার আরও অনেক কৃষক আখ চাষের দিকে ঝুঁকবে।' এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ আখ ক্ষেত, কোথাও কৃষকরা আখ কাটছেন, আবার কোথাও আঁটি বাঁধছেন। কৃষকদের মুখে তৃপ্তির হাসি স্পষ্ট।

সার্টিফাইড বীজ প্রদান চাষিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সামনে বর্ষাকাল। তার আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার চাষিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সার্টিফাইড বীজ। ৪০ টাকা কেজি দরে সর্বাধিক ৩০ কেজি পর্যন্ত উন্নতমানের ধানের বীজ দেওয়া হচ্ছে। সামনের বর্ষার মরশুমের জন্য কিছুদিন পর থেকেই চাষিরা বীজতলা তৈরির কাজ শুরু করবে। বাইরে থেকে বীজ কিনে চাষিরা অনেক সময় প্রতারিত হয়ে ক্ষতির মুখে পড়ে। কিন্তু, সরকারি খামার থেকে বীজ কিনলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। ১৯ থেকে ২৪ মে পর্যন্ত কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের খামার থেকে এই বীজ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়। কৃষকদের দাবি সরকারি বীজের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। তা নির্দিষ্ট একটি জায়গা থেকে দেওয়া হয়। চাষিদের স্বার্থের কথা ভেবে তা প্রতিটি পঞ্চায়েত এলাকায় দেওয়া হলে খুবই ভাল হয়।

নিমপীঠে জৈব চাষের প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে ২৩ থেকে ২৫ মে ৩ দিন ধরে জৈব চাষের উপরে এক প্রশিক্ষণ শিবির হল। শিবিরে দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরের কাস্টমহল, ঠাকুরের চক, গড়দেওয়ানি, হানারবাটি এলাকা থেকে ৩০ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। জৈব চাষের গুরুত্ব, কিভাবে মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখা যায় ও তার ভূমিকা সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এছাড়াও চাষিরা বাড়িতেই কিভাবে কত সহজে নিমাস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, জীবন্মৃত তৈরি করতে পারবে সে সম্পর্কেও বিশদে হাতেকলমে শেখানো হয়। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞানী ড: অরিত্র সরকার। মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় জৈব সারের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন কৃষি বিজ্ঞানী ড: দীপক কুমার রায়। প্রাকৃতিক চাষ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন শস্য বিজ্ঞান বিভাগের বিশেষজ্ঞ সোমনাথ সরদার। প্রশিক্ষণের শেষদিনে কৃষকদের হাতে জৈব কীটনাশক তৈরির ড্রাম, জৈব ছত্রাক নাশক, জৈব ব্যাকটেরিয়া নাশক, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশ সমৃদ্ধ সার তুলে দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড: চন্দন কুমার মণ্ডল বলেন, 'চাষী ভাইরা যদি রাসায়নিক সারের পরিবর্তে যত বেশি জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে পারবেন তত মাটির স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার হবে ও পরিবেশ রক্ষা পাবে।'

কলকাতা পৌরসংস্থার সহায়তায় শকুন্তলা পার্কের ঝিলে দেশি মাছ চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা পৌরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডে ছোটও বড়ো মিলিয়ে সর্বমোট জলাশয় রয়েছে ৮,০৫২টি, তার মধ্যে ৩২০টি কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব তদারকিতে রয়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিজেদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা এই ৩২০টি জলাশয়ে মাছ চাষ করবে। 'ওয়াটার বডি ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেমে'র নিয়মের আওতায় প্রথমত, জলাশয় গুলিকে নজরদারির আওতায় আনা যাবে মাছ চাষ মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় বাসিন্দাদের কর্মসংস্থান ও পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানো এবং রাজ্যে মিষ্টি জলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, 'ছোটও বড়ো মিলিয়ে প্রথম দফায় ৩২০টি পুকুর বা ঝিলকে মাছ চাষের আওতায় আনা হবে। ৫৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত ১০একরের (৩০বিঘা ৬০ছটাক) উকিলের ভেড়ি, গল্ফগ্রীণ এলাকার বিশালাকৃতি বিক্রমগড় ঝিল, বেহালার শকুন্তলা পার্কের সরসুনা স্যাটেলাইট টাউনশিপস্থিত ৩টি ১২–১৫ বিঘার বৃহদায়তন পুনরুদ্ধার ও সৌন্দর্যায়ন করা ঝিলকে এবার মাছ চাষের আওতায় আনা হচ্ছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঁচ কাঠা বা তার বেশি জমিতে একটানা ৬মাস জল থাকলে স্বাভাবিক নিয়মে সেটি জলা জমি হিসাবে গ্রাহ্য হয়।

চলতি সপ্তাহে পৌর পরিবেশ দপ্তর থেকে কলকাতার ১৬টি বরো কার্যালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে যে, স্থানীয় বাসিন্দা বা কোনও ক্লাব সংগঠন অথবা জলাশয় দেখভালের সঙ্গে কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর পরিচালকদের মাছ চাষের জন্য লিজ দেওয়া হবে। ওয়াটার বডি ম্যানেজমেন্টে'র সঙ্গে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধি যুক্ত থাকবেন। রাজ্যের মৎস্য দফতরের নিয়ম মেনে মাছ চাষ হবে এবং ওই দফতরের নিয়মানুযায়ী একটি সংগঠনকে ৩ বছরের মেয়াদে লিজ দেওয়া হবে।

কী ধরনের মাছ চাষ হবে? রাজ্যের মৎস্য দফতর থেকে স্থির হয়েছে রুই, কাতলা, মৃগেল মাছের সঙ্গে তেলাপিয়া, দেশি ট্যাংরা, বড়ো জাতের কই মাছের চাষ করলে তিন মাস অন্তর অন্তর মাছ পাওয়া যাবে। পাশাপাশি জলাশয়ের জলও রক্ষা পাবে। আবার কলকাতার বাসিন্দারা বিভিন্ন স্বাদের মাছ কলকাতার বাজারে পাবে। একই সঙ্গে ঝিল বা জলাশয়ের উন্নয়নে হুইল দিয়ে মাছ ধরার 'অ্যাংগ্লার' সংগঠন গুলিকেও যুক্ত করার ভাবনাচিন্তা রয়েছে। তারা কলকাতা পৌরসংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

টিউলিপ উদ্যানে নজর রূপেশের

দেবাশিস রায় : মাত্র দেড় কাঠার শখের বাগান। সেই ছোট্ট 'নন্দনকানন'–এ আপেল, পিচ, আঙুর, আনারকলি, স্ট্রবেরী ফলিয়ে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছেন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙা শহরের বাসিন্দা রূপেশ দাস। পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রূপেশবাবু তার কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এবারে এলাকায় একটি টিউলিপ উদ্যান গড়ে তুলতে আগ্রহী। ভিনরাজ্য তথা শীতপ্রধান এলাকার হরেক প্রকার ফুল, ফল সহ মশলাপাতির গাছ লাগানোর কৌশল রপ্ত করেন। গাছ লাগানো এবং পরিচর্যার পরামর্শ গ্রহণ সহ দেশ–বিদেশের নানান প্রজাতির বীজ, চারা সংগ্রহ প্রভৃতি যাবতীয় কাজ সবই অনলাইনে সম্পন্ন করতেন তিনি। এই মুহূর্তে তার বাগানে তিন প্রজাতির ৬টি আপেল গাছ সহ ভিন্ন স্বাদের একাধিক সবেদা, পিচ, আনারকলি, আঙুর, চেরি, ব্ল্যাকবেরি, স্ট্রবেরি, লুপ্তপ্রায় ফলসা প্রভৃতি ফলের গাছ রয়েছে। গাছের বাড়বৃদ্ধির জন্য মাটিতে তিনি কোনও রাসায়নিক

সার প্রয়োগ করেন না। পরিবর্তে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার গাছের পাতায় স্প্রে করেন তিনি। এই যত্নআত্তির ফলও হাতেনাতে পাচ্ছেন। রূপেশবাবুর শখের বাগানটি এই মুহূর্তে মুর্শিদাবাদ সহ পার্শ্ববর্তী জেলাজুড়ে অন্যতম চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে তার সাড়াজাগানো বাগান দেখার জন্য উৎসাহীদের আগমনও অব্যাহত। তিনি বলেন, 'আমার বাগানে হিমাচল প্রদেশের আপেল চারা লাগিয়ে রং এবং স্বাদের বিচারে অবিশ্বাস্য সাফল্য পেয়েছি। জাফরান এবং টিউলিপ ফুলের বেশ কিছু চারাও পরীক্ষামূলকভাবে লাগিয়ে আশানুরূপ ফল পেয়েছি। আমার এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটা টিউলিপ উদ্যান তৈরি করার ইচ্ছে রয়েছে। টিউলিপ উদ্যানের প্রস্তাব নিয়ে হর্টিকালচার দপ্তরেও যোগাযোগ করেছি। এধরনের উদ্যান তৈরিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় এবং সেই অর্থের সংস্থান করাটা ব্যক্তিগতভাবে আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, কেউ সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এলে এখানেও টিউলিপ গার্ডেন তৈরি হতে পারে।'

পরপর বৃষ্টিতে বেজায় খুশি পাটচাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান : বঙ্গদেশের অর্থকরী ফসলগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল পাট। গ্রীষ্মকালীন এই ফসলের বারবৃদ্ধির জন্য যথাযথ তাপমাত্রার সঙ্গে পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন হয়। এককথায় তাপমাত্রা এবং জলের মধ্যে সর্বদাই একটা সামঞ্জস্য থাকলে পাটের বৃদ্ধি তরান্বিত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ভালো ফলন হবে। কিন্তু, আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় কয়েক বছর ধরে পাটচাষিরা বেশ হতাশ হয়েছিলেন। পাট চাষের প্রথম থেকেই স্বাভাবিক তাপমাত্রা সেইসঙ্গে পরপর মুষলধারে বৃষ্টিপাত এবং বিধ্বংসী কালবৈশাখীর তাণ্ডবসহ শিলাবৃষ্টির কবলমুক্ত হওয়া প্রভৃতি কারণে বেজায় খুশি বঙ্গের পাট চাষিরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাষিরা এখন জমিতে নিড়ানি দিয়ে অপুষ্ট পাটচারা সহ আগাছা মুক্ত করছেন। এই কাজগুলি পাটের চারা যথাযথভাবে বেড়ে উঠতে সহায়ক হবে এবং ভালো ফলন সহ আঁশের গুনগতমানও বজায় থাকবে। কার্তিক মণ্ডল বলেন, 'এবারে আমি মোট ৮ বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছি। বিগত কয়েক বছর ধরে অনুকূল আবহাওয়া না থাকায় পাটের ফলন ভালো ছিল না। এবারে পরপর বৃষ্টি আর শিলাবৃষ্টি না হওয়ায় পাটগাছের যথেষ্টই বৃদ্ধি হয়েছে।'

নিম্নচাপের বৃষ্টিতে বেহাল বাঁধ

প্রথম পাতার পর

তবে এবার এই ঘূর্ণিঝড়ের অনেক আগে থেকেই আবহাওয়া দপ্তর যেভাবে পূর্বাভাস দিয়েছিল সে জন্য জেলা প্রশাসন অনেক আগে থেকেই তৎপর ছিল ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার জন্য। অভিজ্ঞ মহল জানাচ্ছেন, প্রায় মাস দুয়েক আগে থেকেই সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন নদী বাঁধ সংস্কারে হাত দিয়েছিল সেচ দপ্তর তাই এবারের এই সাময়িক দুর্যোগে সেভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি সুন্দরবনের নদী বাঁধ। তবে বর্ষা প্রায় আসন্ন এখন যে কদিন হাতে পাওয়া যায় তাতে করে আবারো যে সমস্ত জায়গায় নদী বাঁধ ভেঙেছে সেই সমস্ত জায়গায় সেচ দপ্তরকে আরো তৎপর হতে হবে তা না হলে বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরো খারাপ ও জটিল হতে পারে। তবে ইতিমধ্যেই জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্রতিটি উপকূলবর্তী এলাকার যে সমস্ত ব্লক আছে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সামগ্রী, ওষুধপত্র মজুত রাখা হয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবকরাও বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকায় টহলদারি করছে। যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলা প্রতিরোধের জন্য দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তর প্রস্তুত আছে।

প্রমাণ করতে মরিয়া বাংলা

প্রথম পাতার পর

পাশাপাশি শহরের পথে পুলিশের অসহিষ্ণুতায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে নামা বাংলার যোগ্য শিক্ষকদের যে অবস্থা হল তা প্রমাণ করে যুব সম্প্রদায়ের নিরাশাকেই। আবার আদালতের নির্দেশ মত এদিনই যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। কিন্তু প্রকাশিত হয়নি অযোগ্যদের চাকরি বাতিলের বিজ্ঞপ্তি। একে দুর্নীতি ও ভ্রষ্টাচারকে প্রশ্রয় বলেই মনে করছে শিক্ষামহল। অতএব, মুখ্যমন্ত্রী যতই অভিযোগের মোকাবিলা করার চেষ্টা করুন বাংলাকে প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগের জবাব দিতে হবে হাতেকলমে। তবেই গর্বিত হবে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা।

বর্ষার আগেই জলমগ্ন মহেশতলা

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও ২৪ নম্বর ২৯ নম্বর ১৫ নম্বর এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় এখন জল জমে আছে। দীর্ঘদিন ধরে মহেশতলা পৌর এলাকার মেমানপুরের যে মেন খাল তা সংস্কার হয়নি। এছাড়া মনিখাল দীর্ঘদিন পর ঘটা করে সংস্কার শুরু হলেও মানুষের প্রশ্ন ঠিক বর্ষার মুখে সংস্কার শুরু হল কেন? আগে কি করা যেত না? সাধারণ নাগরিকদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে দাবি করা সত্ত্বেও মহেশতলা পৌরসভার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডের ড্রেনগুলির সংস্কার করা হয়নি।। সেই সঙ্গে বড় খালগুলি সংস্কার না হওয়ার কারণে জমা জল ঠিকভাবে নির্গত হতে পারছে না। প্রতিবছর বর্ষার সময় মহেশতলা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের করুন অবস্থা হয়। সাধারণ নাগরিকরা জানাচ্ছেন যে বর্ষা আসার আগেই যদি মহেশতলা পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের এই হাল হয় তাহলে বর্ষার সময় কি হবে ভেবে তারা অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে আছে।

আরজি করের ছায়া!

প্রথম পাতার পর

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুরুষ সিকিউরিটি গার্ড বলেন, 'ওনার মর্জির মত কাজ না করলেই চাকরি থেকে বহিষ্কারের হুমকি দেয়।' এ ব্যাপারে অভিযুক্ত সৌমেন মণ্ডল বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগই মিথ্যা। আমাদের তো একটা সিকিউরিটি এজেন্সি সংস্থা রয়েছে। আমি তো তারই অধীনস্থ একজন কর্মী। আপনার যা জিজ্ঞাসা তা সেই এজেন্সির থেকেই জেনে নিতে পারেন।'

এ প্রসঙ্গে বারাসাত মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের এমএসডিপি ডক্টর অভিজিৎ সাহা বলেন, 'সৌমেন মণ্ডল আমাদের হাসপাতালের টেন্ডারপ্রাপ্ত এক সিকিউরিটি এজেন্সি সংস্থার একজন গার্ড, সেই সুবাদে আমি তাকে জানি। কিন্তু তিনি কি অবৈধ কাজ করছেন তার দায়িত্ব আমার নয়। তিনি যদি কোন বেআইনি কাজ করে থাকেন তার জন্য আইন, প্রশাসন আছে। এ ব্যাপারে প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।'

এ প্রসঙ্গে বারাসাত মেডিকেল কলেজের সুপার সুব্রত মণ্ডল বলেন, 'হ্যাঁ আমি বিষয়টা জেনেছি অভিযোগকারীকে বলেছি সৌমেন মণ্ডলের বিরুদ্ধে একটা এফআইআর করতে। কারণ এফআইআর করলে পুলিশ গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে মূল বিষয়টি সামনে আসবে। কেন না সৌমেন মণ্ডলের একার পক্ষে অপরাধ সংঘটিত করা সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই এর পেছনে কেউ আছে, সামনে আনতে হবে তাকে। কারণ এই হাসপাতালকে অনেক ঘাম রক্ত দিয়ে আজ একটা জায়গায় এনেছি। সুতরাং সেই তৈরি করা জমিতে দাঁড়িয়ে আজ এই হাসপাতালের সুনাম নষ্ট হবে এটা হতে দেওয়া যায় না। এখানে আরজিকরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক সেটা আমি চাই না।'

বারাসাত নাগরিক সমাজের সম্পাদক লুৎফর রহমান বলেন, 'হাসপাতালের কর্মচারীরাই যেখানে সুরক্ষিত নন সেখানে রোগী ও তাদের পরিবারের একজন কীভাবে সুরক্ষিত হবেন। এই আশঙ্কায় আমি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি।'

ভূত তাড়াবার আগে সর্ষে চেনা জরুরি

প্রথম পাতার পর

কোন চাতুর্যে এরা ভাড়া ঘরে বোমা বানানোর ইন্ডাস্ট্রি গড়তে পারে? কার প্রশ্রয়ে এরা পরিচিত সমাজে ঘুরেফিরে স্লিপার সেলে যুক্ত হতে পারে? এসবেতেও কি বিএসএফ দায়ি? প্রশ্ন কিন্তু অনেক অনেক। আর উত্তরও সহজ থেকে অতি সহজতর। সেই বাম আমল থেকে তৃণমূলের যুগ। ভিন দেশের আগত দুধেল গাই যে বড়ই ভোট বৎসল। সুতরাং দাও ঢালাও আধার কার্ড। ভোটার কার্ড প্রয়োজন? আরে অমুকদা তো রয়েছেন, পার্টির প্রান্তিক দিদিই তো নিদান দেন এনিয়ে। পাসপোর্ট দরকার অনেকগুলো। আরে বাবা এতে আবার চিন্তা কীসের! টোপ খাওয়া পুলিশ আধিকারিক তো রয়ে গেছে থানায় থানায়। সুতরাং পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন! নো প্রব্লেম। বি কুল। সব সেটিং হ্যায় ইয়ার।

কোন এক ভুলে যাওয়া ফসিলীয় যুগে কোনও এক জ্যোতির্ময় সেই যে বলেছিলেন না, তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের এনে দেব স্বাধীনতা। এসব ঐতিহাসিক হলেও এখনকার যুগে এই ডায়লগ বড়ই বাতুলতার কথা। তাই তো এই সুবিধাবাদী ভারতে নেতাজী নামক নস্টালজিক চরিত্রটি চির অন্তরালেই থেকে গেলেন। তবে মেক ইন ইন্ডিয়া আমলে ডায়লগটা এটাই হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, তোমরা আমাকে তোলা দাও ভোট দাও, আমি তোমাদের জন্য বেচে দিতে রাজি দেশটা।

সম্প্রতি হরিয়ানা থেকে গ্রেপ্তার জ্যোতি মালহোত্রা। অপারেশন ঘোস্ট সিমে আসামে ৯৪৮ টি জাল সিম আটক হয়েছে। কলকাতায় বসে পাসপোর্ট চক্র চলছে। প্রশ্ন হল, এসব অপারেট হয়ে চলেছে কী করে আমাদের দেশে দিনের পর দিন, অবিচ্ছিন্ন পর্যায়ে? শ্রেয়া ধরা পড়ছে। অবশ্যই এটা সাফল্যের বিগ চাঙ্ক। কিন্তু এটাই বা শেষ কী করে হয়? এতো শেষের শুরু। এক লাস্য যুবতী মেয়ে সেনাবাহিনীর গোপন তথ্য পায় কী করে? তথ্য সাপ্লায়ার গ্রেপ্তার হচ্ছে কই? পাসপোর্ট জালিয়াত পাকড়াও হচ্ছে। কিং ফিশ জালে তো আটকালো। কিন্তু কলকাতার সন্দেহের তালিকায় থাকা পাসপোর্ট দপ্তরের আধিকারিকেরা পার পেয়ে যাচ্ছে কীভাবে? বাংলাদেশী মহিলা পঞ্চায়েত প্রধান হলেন এই রাজ্যে। জানাজানি হতেই পার্টির তরফে স্টেপ ডাউন করা হল। ব্যাস সব হয়ে গেল? কেন আইনি পর্যায়ে তাকে লকআপে ঢোকানো হবে না? অন্য দেশের নাগরিকদের জাল নথি সরবরাহ করে যারা আধার কার্ড তৈরি করতে সহায়তা করে থাকে, দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত করে কেন তাদের বিচারব্যবস্থার অধীনে আনা হবে না?

আচ্ছা ভেবে দেখুন তো, একজন অচেনা অজানা ব্যক্তি পাড়ায় এসে বাস করতে শুরু করল। অথচ কেউ টের পেল না। পাড়ায় যে নেতাটি আছে বা থানার ইনফরমার সকলের চোখ এড়িয়ে চলল ভারতবিরোধী কাজকর্ম? নিদেন পক্ষে যে বাড়িতে এসে উঠল সেই বাড়ির বাসিন্দারা চোখ কান বুজে রইল। এমনটা হওয়া কি আদৌ সম্ভব!

মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, অচেনা কাউকে কোনও তথ্য দেবেন না। তাঁর কাছে নিশ্চয়ই খবর আছে কেউ আসছে, খবর নিচ্ছে। অথচ তাকে ধরা যাচ্ছে না! ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না? তাহলে এটা জলের মতো পরিষ্কার যে পাড়ায়, মহল্লায় কেউ এমন আছে যার মদতে আসছে ভারত বিরোধী চরের দল। চিহ্নিত করতে না পারলে ভূত কিন্তু থেকে যাবে। অবশ্য দাদা, দিদি আর পুলিশ ঘুমিয়ে থাকলে ভূত তাড়াবে কে। আসলে আমরা একজন শ্রেয়াকে অ্যারেস্ট করে যতটা সাফল্যের ঢোল বাজাই ঠিক ততটা নীরব থেকে যাই শ্রেয়ার মধুখোরদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে। কারণ সেটিং। কারণ অর্থ। কারণ ভোট। আমরা প্রকাশ্যে গলা ফাটিয়ে বলি তো ঠিকই, জয় হিন্দ। কিন্তু মনে মনে আওড়াই, মারো গোলি দেশ, পকেট ভরুক অক্লেশ।

সুতরাং আবার হয়তো একজন শ্রেয়া ধরা পড়বে। হয়তো অন্য পরিচয়ে। স্লিপার সেলের নামে বা চরের নামে। মিডিয়ার টিআরপি আবার বাড়বে। রাজনৈতিক দল পুনরায় ভোটে জিতবে। কিন্তু শেষতম বিন্দুতে গিয়ে তদন্ত? কদাপি নেহি! অনেকটা রোঁয়া বাছার কপিবুকে অর্ধ কম্বলকে গুটিয়ে রাখার অনুকরণে। এটাই আমাদের দেশের ট্র্যাজিক ক্যারিস্মা। পুলওয়ামা চ্যাপ্টার শেষ। পহেলগাঁও ইস্যুও প্রায় খতম হওয়ার অপেক্ষায়। ফির মিলেঙ্গে চলতে চলতে! রাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা যে বড় বালাই।

প্রধানমন্ত্রীর পঞ্চবাণে বিদ্ধ মমতার সরকার

প্রথম পাতার পর

বিশেষ করে আয়ুষ্মান প্রকল্পে যেখানে একটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারে সেই পরিষেবাও পশ্চিমবঙ্গে চালু হতে দিচ্ছে না।'

এমনকী আদিবাসী ভাই বোনেদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা মমতা ব্যানার্জির সরকার আদিবাসীদের সহ্য করতে পারে না। যখন একজন আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল তখন তার প্রধান বিরোধিতা করেছিল তৃণমূল সরকার।' এদিন নরেন্দ্র মোদী অপারেশন সিন্দুর প্রসঙ্গে বলেন, 'এখনো অপারেশন সিন্দুর শেষ হয়নি। আগেও তিনবার পাকিস্তানের ঢুকে মেরে এসেছি, প্রয়োজন হলে আবার মারবো।' এদিনের বিশাল জনসভায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক অর্থাৎ বিজেপি দলের কি স্লোগান হবে সেটাও যেন ঠিক করে দেন প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন, 'বাংলার মাটির চিৎকার আর লাগবে না নির্মমতার সরকার।'

অন্ধকারের গ্রাসে স্টেশন থেকে ফেরার রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চিনপাই স্টেশন থেকে ফেরার রাস্তা পথবাতি থাকলেও অধিকাংশ বিকল। ফলে সমস্যায় পড়ে নিত্যযাত্রীরা। সন্ধ্যা হলেই দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই স্টেশন থেকে বেরিয়ে বেশ কিছু রাস্তা থাকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নেই কোনো পথবাতি, থাকলেও জ্বলে না। শুধু স্টেশন থেকে ফেরার রাস্তা নয়, দুবরাজপুর ও সিউড়ি দিকের রাস্তাতেও থাকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অন্ডাল থেকে আসার ট্রেন সন্ধ্যা ৭:৫৮, ময়ূরাক্ষী এক্সপ্রেস রাত ৮:৪৮ এবং সাইথিয়া থেকে আসার ট্রেন রাত ৮:৩২ চিনপাই স্টেশনে। সেইসব ট্রেনে নেমে চিনপাই স্টেশনে বাড়ি ফিরতে রীতিমত আঁতকে উঠে যাত্রীরা। কারণ স্টেশন থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরার রাস্তার কিছুটা ঘুটঘুটে অন্ধকার নেই কোনো পথবাতি। তারমধ্যে আবার হনুমান মন্দিরের সামনে রাস্তায় বৃষ্টি হলে জল জমে পুকুরের আকার ধারণ করে ফলে প্রচন্ড বেকায়দায় পড়ে ট্রেনের যাত্রীরা।

উচ্ছেদের নোটিশ, প্রতিবাদে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রেলের জায়গা থেকে অস্থায়ী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। তারই প্রতিবাদে ২৮ মে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায় রেলস্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন সহ স্মারকলিপি প্রদান করল সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন। সিআইটিইউ অনুমোদিত কাটোয়া মহকুমা হকার্স ইউনিয়নের তরফে পেশ করা এই স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে কাটোয়া স্টেশন সংলগ্ন মালগুদাম এলাকায় পাঁচ শতাধিক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কাঁচামাল সহ নানাবিধ ব্যবসায়ের কাজে যুক্ত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হাজার দুয়েক মানুষের অন্ন সংস্থান হয়ে থাকে এখান থেকে। সিটুর অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ীদের কোনওরকম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই রেলদপ্তর নোটিশ জারি করে জোরপূর্বক উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এরই প্রতিবাদে এদিনের বিক্ষোভ মিছিল সহ ডেপুটেশন কর্মসূচি। কাটোয়া রেলস্টেশন ম্যানেজার এদিন স্মারকলিপি গ্রহণ করে সেটি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেবেন বলে আন্দোলনকারীদের জানিয়েছেন।

পুকুরে কুমির উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৯ মে সকালে গোসাবা ব্লকের বালি বিরাজনগর তালতলা গ্রামে বিদ্যাধরী নদী থেকে লোকালয় পুকুরে ঢুকে পড়েছিল একটি বিশালাকৃতির কুমির। জানা গিয়েছে, এলাকার জনৈক ভোলা শিকদারের পুকুরে বিশালাকৃতির একটি কুমির ভাসতে দেখে স্থানীয় মানুষজন বনদপ্তরে খবর দেয়। খবর পেয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা এসে জাল দিয়ে কুমিরটি ধরে ফেলেন।

বৃষ্টির মধ্যেও ম্যানগ্রোভ রোপণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হওয়ার মুখে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের নদীর চরে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু করল প্রশাসন। পাথরপ্রতিমা ব্লকের বকচোরা নদীর চরে নন্দকুমারপুর সবুজ সংঘ ও কাজলা জনকল্যাণ সংঘের শতাধিক মহিলাদের দিয়ে বিভিন্ন প্রান্তে ম্যানগ্রোভ লাগানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। প্রবল বৃষ্টিতে ভাটা থাকায় এই গাছ লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দিনে গাছ বড় হয়ে ভূমিক্ষয় রক্ষা করবে।

রাস্তা সারানোর দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর : রাস্তা সারানোর দাবিতে ২৭ মে সোনারপুর থানার প্রতাপনগর বাজারে রাস্তা অবরোধ করে এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সোনারপুর থানার পুলিশ অবরোধ তুলতে চাইলে আন্দোলনকারীদের সাথে বচসা বাধে। চম্পাহাটি ভোজেরহাট রোডের প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। বহুবার একাধিক জায়গায় জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। স্বল্প বৃষ্টিতেই দুর্ভোগে পড়তে হয় সকলকে। সামনেই বর্ষাকাল, এর ফলে আরও বেশী দুর্ভোগ আরও বাড়বে বলে দাবি এলাকাবাসীদের। বেশ কয়েকঘণ্টা পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

‘ব্ল্যাক স্পট’ চিনতে হোয়াটসঅ্যাপ

বরুণ মণ্ডল : মূল কলকাতা বা সংযুক্ত কলকাতাবাসীর অনেকেরই অভিযোগ পাড়ার রাস্তার দৈনন্দিন জঞ্জাল–আবর্জনা ঠিক মতো পরিষ্কার হচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার পাশে পুকুর পাড়ে ময়লা পড়ে থাকছে। পথকুকুরেরা পলিথিনে বাধা কটুগন্ধযুক্ত ময়লা তুলে এনে রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখছে। ফলে পথচারীদের যাতায়াতে রোজই ভোগান্তি পোহাতে হয়। কিংবা জমা আবর্জনা পচা দুর্গন্ধে এলাকায় কার্যত টেকা দায় হচ্ছে। কলকাতা শহরের বাসিন্দাদের সমস্যার সমাধান হবে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

নিজেদের ব্যবহৃত ফোন থেকে কলকাতা পৌর এলাকার যত্রতত্র পড়ে থাকা ময়লা–আবর্জনা, জঞ্জাল প্রভৃতির ছবি–সহ লোকেশন মেনশনে হোয়াটসঅ্যাপে তথ্য পাঠালে মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে মিলবে সমাধান। খুব শীঘ্রই ৯০৭৩৩৬৭৮৮৩ এই নম্বরে নয়া হোয়াটসঅ্যাপ চালু করছে কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষ। কলকাতা পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, ‘আগামী ২৮ মে বুধবার থেকে ৩ জুন মঙ্গলবার এই ৭ দিন হোয়াইটঅ্যাপ নম্বরটি চালু থাকবে। সেখানে কলকাতাবাসীরা বিশেষ সাফাই সম্পর্কে সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টার মধ্যে অভিযোগ জানাতে পারবেন। যেসব জায়গায় জঞ্জাল পাওয়া যাবে, সেগুলিকে ‘ব্ল্যাক স্পট’ হিসাবে চিহ্নিত করা হবে। পুকুর পাড়ে, পলিথিনে বাঁধা জঞ্জাল ফেলতে নিষেধ করা হবে।’ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, ‘সারা বছর কলকাতা পৌর এলাকা নিয়মিতভাবে অলি–গলি–তস্য গলি থেকে প্রধান সড়ক পথ পরিষ্কারের কাজ চলে। এবার বিশেষ সাফাই অভিযানে নাগরিকরা হোয়াটসঅ্যাপে সাফাই সম্পর্কিত কাজের সমস্যার তুলে ধরতে পারবেন। এই বিশেষ অভিযানটি এক সপ্তাহ জারি থাকবে। মূল কলকাতাবাসীদের অনেক চেষ্টা করে জঞ্জাল অপসারণ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা গিয়েছে। কিন্তু উত্তর–পূর্ব কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ড এবং বেহালা–ঠাকুরপুকুর, গার্ডেনরিচ–মেটিয়াবুরুজের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে ময়লা পরিষ্কারের পরেও রাস্তায় আবর্জনা পড়ে থাকে। সাধারণত বিশেষ করে বড়ো বড়ো হাউজিং এলাকা পরিষ্কার রাখার চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী তারা অনেক সময় হাউজিংয়ের জঞ্জাল রাস্তার ধারে কোনওরকমে রেখে দিয়ে চলে যায়। এই গুলিকে আমরা ‘ব্ল্যাক স্পট’ হিসাবে গণ্য করছি। বর্ষা আসছে দোকানদাররা রাস্তায় প্লাস্টিক ফেলা বন্ধ করুন। বিনে গিয়ে প্লাস্টিক ফেলুন। তবে ৩ জুনের পর এই হোয়াইটঅ্যাপ নম্বরটি চালু থাকবে কিনা সেটা পরে জানানো হবে। আগে এই বিশেষ সাফাই অভিযান দেখে নেওয়া হবে কোথায় কী কী পাওয়া গেল।’

শহরে চলছে বিদ্যুতের অপচয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার অধীনস্থ ১৪৪ ওয়ার্ডের সমস্ত রাস্তায় ‘ম্যানুয়ালি এবং ‘অটো টাইমার’ দেওয়া বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে। এই বাতিগুলির মধ্যে কিছু বাতি ‘অটো টাইমার দেওয়া থাকে, যা নির্দিষ্ট সময়ে জ্বলে এবং নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ হয়। আবার আরও কিছু ল্যাম্প থাকে, যা কলকাতা পৌরসংস্থার কর্মীরা জ্বালানো এবং নেভানোর কাজ করে। বর্তমানে সাধারণত বিকেল ৫টা বা তার পরে এই বাতিগুলি জ্বালানো হয়। সমস্যাটা হল যেগুলিতে ‘অটো টাইমার সেট করা থাকে, সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু যেগুলি ‘ম্যানুয়ালি বন্ধ করা বা জ্বালানো হয়, তা অনেক জায়গাতেই নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধ করা হয় না। ফলত, সেগুলি দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলতে থাকে এবং বিদ্যুতের অপচয় হয়।

কলকাতা পৌরসংস্থার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি রাজেশ কুমার সিনহার বক্তব্য, গ্রীষ্মকালে সব জায়গাতেই বিদ্যুতের চাহিদা যথেষ্ট বেশি থাকে। তারপর বিদ্যুতের এই অপচয় বন্ধ করার জন্য গ্রীষ্মকালে বিকেল ৫টার পরিবর্তে এই আলোগুলি বিকেল ৬টায় জ্বালানো হলে ওই ১ ঘণ্টার জন্য হলেও অনেক বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে এবং ‘ম্যানুয়ালি চালিত বৈদ্যুতিক ল্যাম্পগুলিতে যদি অটো টাইমার সেট করা হয়, তাহলে বিদ্যুতের এই অপব্যবহার বন্ধ হবে।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দপ্তরের মেয়র পারিষদ সন্দীপ রঞ্জন বক্সি বলেন, ‘কলকাতা পৌরসংস্থার আলোকায়ন দপ্তর বিদ্যুতের যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা করে থাকে। হর বছর শহরের আলো জ্বালানো সময়সীমা পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। ইতিমধ্যেই সিইএসসিকে আলো জ্বালানোর সময় পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া আছে। এখন বিকেলে আলো জ্বালানো হয় কমবেশি ৫:৪৫ মিনিটে আর নেভানোর সময় সকালে কমবেশি ৫:১৫ মিনিটে। এছাড়াও যেসব জায়গায় ম্যানুয়ালি অন–অফ করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখছি।

বার্তা

দু’কূল: খানা খন্দে ভরা মুরারই এলাকার রাস্তা। ছবি : অভীক মিত্র

দায়সারা : বৃষ্টির জমা জলে, হুড়োহুড়ি করে,হাতে তুলিতে মিশেই হয়ে যাচ্ছে নীল সাদা রং, ডায়মন্ড হারবারে। ছবি : অভিজিৎ কর

কারিগরি : কাটোয়ার ফল বিক্রেতা মেহের আলীর হাতের ছোঁয়ায় তরমুজের খোসার উপরে ফুটে উঠেছে আইপিএল ট্রফি।

মনরোগ : বর্তমানে বাড়ছে মানসিক রোগ। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করে অনন্ত। কীভাবে মানুষকে ভালো রাখা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা মাধুরী সরদা এবং বিন্দি বানসাল বলেন তাদের লক্ষ্য হচ্ছে কীভাবে মানসিক রোগ দূর করা এবং কীভাবে আরো ভালোভাবে সুস্থ করে তোলা যায় বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে। মানুষের ভাবনাকে সঠিক চিন্তার মাধ্যমে হৃষ্টপুষ্ট করে তোলবার পদ্ধতি উঠে আসে এই আলোচনায়। ছবি : নিজস্ব

টানা ১ ঘণ্টা বৃষ্টিতেও জল জমবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : ‘চলতি বছরের বর্ষায় টানা ১ ঘণ্টার বৃষ্টিতেও কলকাতা পৌর এলাকার দু–একটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও বৃষ্টির জল জমে থাকবে না’ আশ্বাস দিলেন মহানাগরিক। বর্ষার জমা জল মুক্তি থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ। ৪ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় ধরে অতি ভারী মাত্রায় ও চরম ভারী মাত্রায় বৃষ্টি হলে জল জমলেও দ্রুত বেরিয়ে যাবে। মহানাগরিক জানান, ২০১৯ থেকে গত সাড়ে ৬ বছরে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন পলি নিকাশিনালা থেকে তোলা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘সাধারণ বৃষ্টিপাত হলে কলকাতার কোথাও ১ মিনিটের জন্যেও জল জমবে না। অতি ভারীমাত্রায়ও চরম ভারীমাত্রায় বৃষ্টি হলে ৪–৫ ঘণ্টা জল জমে থাকবে। উত্তর কলকাতার ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি, দক্ষিণ কলকাতার খিদিরপুর আর বেহালার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ডের গোটাটা, ১২৫ ও ১২৬ নম্বর ওয়ার্ডের আংশিক এলাকায় বর্ষার জল জমে থাকে। এটা হল বর্ষার জল জমার হটস্পট। নীচু এলাকায় বর্ষার জল জমতে পারে। যেমন বেহালার সরসুনার ১২৭ নম্বর ওয়ার্ড। গোটা খিদিরপুরের কোথায়ও আর বর্ষার জল জমে না। ওখানে ৪ টি পাম্পিং স্টেশন তৈরি হয়েছে। ওখানের হৃষীকেশ পার্কে একটি পাম্পিং স্টেশনে তৈরি হচ্ছে। আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি অঞ্চলে বর্ষার জল জমার অনেকটা কমে গিয়েছে। চড়িয়াল খাল ছাড়া বাকি প্রায় সব নিকাশি খালের পলি তোলা হয়েছে।

আর হুগলি নদীতে জোয়ারের সময় শহরের নিকাশি পাম্পিং স্টেশনগুলি সব বন্ধ থাকে। আর ভাটা শুরু হলে ২ ঘণ্টার মধ্যে বর্ষার সব জল বের করা হয়। আর কেইআইআইপি’র পুরনো যা কাজ নিকাশি থেকে রাস্তা সারাই কলকাতা শহরে এখনও চলছে, সেগুলি ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে শেষ হবে। ১ আগস্ট যদি দেখি কলকাতার একটাও রাস্তা খারাপ আছে, সড়ক দপ্তরের ডিজি সাসপেন্ডের মুখে পড়বে। তবে কলকাতায় বর্ষার জল জমার অন্যতম প্রধান কারণ হল প্লাস্টিক ব্যাগ। এই একবার ব্যবহৃত প্ল্যাস্টিকের ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।’ কলকাতায় প্লাস্টিকের মূল কেন্দ্র অর্থাৎ হাব বলে যাকে বলা হয়, সেটি হল বাগড়ি মার্কেট ও তার সংলগ্ন এলাকায় নেপালসহ এদেশের অন্যান্য রাজ্য থেকে প্লাস্টিক আসছে।

পর্যটন মেলায় ভ্রমণ পিপাসুদের ভিড়

প্রিয়ম গুহ: বাঙালির পায়ে সর্ষে তাই ভ্রমণের জন্য কোনও সময় লাগে না। ছুটি পেলেই এদিক ওদিক বেড়িয়ে পড়লেই হল। সোশাল মিডিয়া ভ্রমণ পিপাসুদের বাড়তি ইন্ধন জোগাচ্ছে। বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে এবার কলকাতায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ব্লু আই ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে ৩০ মে থেকে ১ জুন আয়োজন করা হয়েছে পর্যটন মেলা। উদ্বোধনে অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী, ছত্তিশগড় পর্যটন বোর্ডের অতিরিক্ত প্রধান সন্দীপ ঠাকুর, ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি প্রশান্ত মাঝি, অ্যাসোসিয়েট অফ বুদ্ধিস্ট ট্যুর অপারেটরের সম্পাদক কৌলেশ কুমার সহ অন্যান্যরা। এই মেলার পাশে রয়েছে ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর সহ পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তর ও ছত্তিশগড় পর্যটন দপ্তর। সকলেই বলেন, ভ্রমন পিপাসুদের কাছে তাদের তুলে ধরতে এবং পর্যটনকে আরো প্রসারিত করতে এই উদ্যোগ। বাবা লোকনাথ ট্যুরিস্ট সেন্টারের প্রধান বলেন, ৪২ বছর অতিক্রান্ত এই ব্যবসায় ইদানিং অনেক বেশি মানুষ শামিল হচ্ছে। আগে ব্যাগ গুছিয়ে বেড়িয়ে পড়ত সকলে কিন্তু সব চিন্তা মুক্তভাবে ঘোরবার মজা উপভোগ করতে এখন

সকলেই ভরসা করে চলেছে সংস্থাগুলিকে। এনারা মূলত সুন্দরবনের ইলিশ উৎসবকে নিয়েও পর্যটনে পাল তুলেছে, এখন সুন্দরবন বর্ষাকালেও পর্যটকে ভরপুর থাকে শুধু বাঘ নয় ইলিশের টানে। দক্ষিণ কলকাতার শুভ্রা দে নিজের ঘোরার নেশা পরবর্তীকালে পেশায় পরিণত করেছেন। তিনি বলেন, দেশে কিছু ঘটলেই, প্রভাব পড়ে পর্যটনে। কোভিডের সময়ও তাই ছিল অনেকটা এখন পুষিয়ে গিয়েছিল কিন্তু অপারেশন সিঁদুর কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল, পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজস্থান ও হরিয়ানার পর্যটনে প্রভাব ফেলেছে। যদিও পুজোর পরের কাশ্মীর ট্যুর এখনো বাতিল হয়নি তবে মে–জুনের ট্যুর সহ অমরনাথ ট্যুরও বাতিল হয়েছে। হিমাচল যেন এখন বাঙালির ঘোরার অন্যতম ডেস্টিনেশন। ছবি : প্রীতম দাস

কলকাতায় পচনশীল পণ্য প্রবেশে শিথিলতা আছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার যথেষ্টরকম প্রাইভেট বাজার আছে। এই বাজারগুলিতে পণ্যবাহী গাড়ি কখন আসবে, তার একটিতেও নির্দিষ্ট সময়সূচি নেই। প্রতিটি বাজারের ‘নেচার ভিন্নরকম। ফলে পণ্যবাহী লরি দাঁড়াবার সময়ও আলাদারকম। ১২নং ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, আমার ওয়ার্ডের শ্যামবাজার এলাকা, মোহনলাল স্ট্রিট বা ক্যানেল ওয়েস্ট রোডের অনেক বাজারে দেখতে পাওয়া যায় যে, পণ্যবাহী লরিতে রাস্তা আটকে থাকে। ফলে স্থানীয় এলাকাবাসীদের পক্ষে পথে হাঁটা চলাচল করা, নিজেদের গাড়ি বাড়ি থেকে বের করা বা রাস্তায় গাড়ি চলাচল ব্যাহত হয়। তাই কলকাতার প্রতিটি প্রাইভেট বাজারের বাইরে নির্দেশিকা টাঙিয়ে দিলে শুধুমাত্র সেই সময় লরি রাস্তায় দাঁড়ালে স্থানীয় বাসিন্দাদের চলাচলের সুবিধা হবে। রাস্তা দিয়ে প্রাইভেট গাড়িও সেইভাবে চলাচল করতে পারবে। ব্যবসায়ীরাও সেই সময় তাদের পণ্য তুলবেন। পণ্যবাহী গাড়ির ব্যবহার ও প্রাইভেট বাজারের সঠিক পরিচলন এলাকাবাসীকে স্বস্তি দিতে পারবে। এবিষয়ে মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, ‘প্রস্তাবটি একটি যথোপযুক্ত প্রস্তাব। পণ্যবাহী লরি কলকাতা শহরে প্রবেশ–প্রস্থানের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে। আর সময়সীমাটা নির্ধারণ করে দিয়েছে কলকাতা শহরের কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক গার্ড। তাই প্রাইভেট বাজারগুলির সামনে পণ্যবাহী গাড়ি দাঁড়ানোর কোনও নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হলে, তা কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক গার্ডকেই করতে হবে। কলকাতা পৌরসংস্থা কোনও ট্রাফিক নিয়ম আনতে পারে না। যদি এই ধরনের কিছু করা যায়, সত্যিই খুব ভালো হবে।

মাতৃভাষা

বৈতানিকের ‘হে মোর দেবতা’

সুকুমার মণ্ডল : বৈতানিক রবীন্দ্রসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। কবিগুরুর প্রয়াণের পর তার অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ৭ আগস্ট ১৯৪৮ সালে বৈতানিক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে সৌমেন ঠাকুর ও শ্রীমতি ঠাকুরের ৪এ এলগিন রোডস্থ ভবনে স্থানান্তরিত হয় বৈতানিক। ১৯৪৯ সালে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম সর্বসমক্ষে আলোচনা সহযোগে রবীন্দ্রগানের প্রচলন করেছিলেন যা সুদীর্ঘ ৭৭ বছর ধরে আজও ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে বৈতানিক। বৈতানিকের ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পর থেকেই যোগ হয়েছে শত কণ্ঠে রবীন্দ্র প্রণাম। ঐতিহ্য অনুসারে এই বছরও সেই ধারা অব্যাহত রাখা হল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি ভবনে ‘হে মোর দেবতা’ শীর্ষক সংগীতালেখ্যটি বৈতানিকের

শতাধিক সদস্যের পরিবেশিত সংগীতের মাধ্যমে। ২৫ বৈশাখের অপরাহ্ণে আয়োজিত এদিনের অনুষ্ঠানটি কল্যাণী ঘোষ ও সব্যসাচী হাজরার দ্বৈত কণ্ঠে গীত ‘হে মোর দেবতা’ গানটি দিয়ে সূচনা হয়। এরপর সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় মোট ২০টি গান ‘সুন্দর বটে তব’ ‘উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে’ ‘প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী’ তন্দ্রা ঘোষ ও রাজশ্রী পাইনের দ্বৈত কণ্ঠে ‘আমার হিয়ার মাঝে’ কচি কাঁচাদের কণ্ঠে ‘আজ ধানের ক্ষেতে’ ইত্যাদি আরো গান পরিবেশিত হয়। একক গানে রাজদীপ বসাকের গাওয়া ‘তোমার সোনার থালায়’ ও ড. বনানী দে’র অনিন্দ্য কণ্ঠে গাওয়া ‘কে বসিলে আজি’ অপূর্ব। অনুষ্ঠানটিতে কর্ণধার বিপ্লব বসুর তথ্য সহযোগে আলোচনা শ্রোতাদের পরম প্রাপ্তি। যন্ত্রসঙ্গীতে সহযোগিতা করেন এসরাজে প্রীতম চক্রবর্তী, তালবাদ্যে বাসুদেব চক্রবর্তী ও পিন্টু হালদার। সমগ্র সংগীত অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালনা করেন ড. বনানী দে।

নন্দন (৩)এ প্রদর্শিত হল স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি ‘দায়ী কে?’

শ্রেয়সী ঘোষ : ১৯ থেকে ২২ মে ১:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত নন্দন প্রেক্ষাগৃহে উদযাপিত হল বি.এফ.টি.সি.সি. আয়োজিত ১০ম বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভাল। ২২ মে বিকেলে দেখানো হল শিল্পী চক্রবর্তী পরিচালিত ছবি ‘দায়ী কে?’ শিল্পী ক্রিয়েশন্স নিবেদিত এই ছবির প্রধান দুই শিল্পী হলেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী ও ড. শঙ্কর ঘোষ। আজকাল বাবা মায়েরা শিশুর হাতে মোবাইল দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। কিন্তু এর ফল যে কি ভয়ংকর হতে পারে, সেই ঘটনা নিয়েই শিল্পী চক্রবর্তী তার নিজের কাহিনী নিয়ে তৈরি

করলেন দায়ী কে? ছবিটি। এদিন নন্দন প্রাঙ্গনে ছবির সঙ্গে যুক্ত শিল্পী ও কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ অভিনেতা তমাল রায়চৌধুরী।

সংস্কৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কবি প্রণাম

দীপংকর মান্না : ২৪ মে হাওড়া আমতার চাকপোতা সংস্কৃতি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে অভিনব আঙ্গিকে কবি প্রণাম দেখা গেল। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় একেবারে অন্য ঘরানায়। আলাদা কোন মঞ্চ নয়। নয় মাইকের দাপাদাপি। গ্রন্থাগারের সুসজ্জিত বইয়ের আলমারি ঘেরা অঙ্গনে পরিচ্ছন্ন টেবিল চেয়ার। ফুল দিয়ে সাজানো এক টেবিলে কবির প্রতিকৃতি। অন্য টেবিলে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো রবীন্দ্রনাথের সহজপাঠ, গীতাঞ্জলি, গীতবিতান সহ নানান বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ। এদিন সঙ্গীত পরিবেশন করে আরষি ঘোষ, নীপা বসু, সোমা মান্না, অনীশ মান্না ও সৈকত ঘোষ। আবৃত্তি পরিবেশন করে অদ্রীশ মাজী, উপমা মণ্ডল, দেবাশ্রিতা মাজী, কৃষ্ণেন্দু হাজরা ও অন্যান্যরা। অপূর্ব সুন্দর নৃত্য পরিবেশন করেন ইশা পাত্র। উপস্থিত ছিলেন আমতা পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক সাবিনা খাতুন ও সম্পাদক সৈকত ঘোষ, পানপুর চিত্তরঞ্জন সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের সম্পাদক

নীপা বসু, বনমালী পাত্র, হিমাদ্রী বসু, আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ রঞ্জন রীত, শিক্ষিকা জাহানারা বেগম, সুনীল কুমার পাখিরা, উজ্জ্বল মাজী, উদয়ন মান্না সহ অর্ধ শতাধিক রবীন্দ্রপ্রেমী। গ্রন্থাগারের সভাপতি রাজকুমার খাঁড়া ও সম্পাদক অজয় মান্না জনমুখী গ্রন্থাগারের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান গ্রন্থাগারিক পরেশ পাঠক।

কবিপ্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ মে বাওয়ালীর যশোদা গার্ডেনে ‘কবিপ্রণাম’ আয়োজন করেছিল দূরের খেয়া। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রামচন্দ্র খাঁড়া ও সম্প্রদায়, পারভী দাস, শ্রেয়া চক্রবর্তী, কিশোর মোহন পাড়ুই ও

কৃষ্ণা পাড়ুই। আবৃত্তি করেন অনন্যা দাস, ভাগ্যবর মণ্ডল, সুকুমার হাজরা, শ্যামসুন্দর গাঙ্গুলী। পীযূষ মালিক ও মৌ মালিকের আবৃত্তি কবিগুরুর দুই পাখী কবিতাটি ছন্দময় হয়ে ওঠে। আগামী শিশু সংগঠন ও পৃথা নস্করের ‘সৃজনী ডান্স গ্রুপ’–এর কলা কুশলীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। স্বদেশ ব্যান্ডের সমবেত সঙ্গীত মহুয়া মালিকের পরিচালনায় পরিবেশিত হয়।

‘কবিতায় সুন্দরবন’ বিষয়ক গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে গত ১৮ মে ২০২৫, রবিবার সারাদিন ধরে ‘কবিতায় সুন্দরবন’, ‘কবিতা পাঠ ও গ্রন্থপ্রকাশ অনুষ্ঠান’ শিরোনামে সুন্দরবনের কবিদের এক জমাটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে গেল। ‘সুন্দরবনের বর্ণপরিচয়’, ‘কবিতায় সুন্দরবন’, ‘নোনা মাটির কবিতা’, ‘ছড়ায় ছড়ায় সুন্দরবন’, ‘সুন্দরবনের কবি ও কবিতা’, ‘সুন্দরবনের ছড়া’

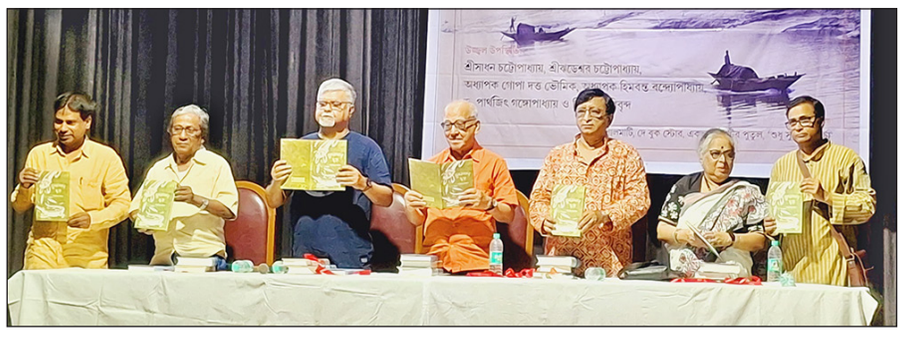

প্রভৃতি গ্রন্থগুলির প্রকাশ ঘটল এই অনুষ্ঠানেই। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার, অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক গোপা দত্ত ভৌমিক ও সাহিত্যিক ড. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শুরু হয় সঠিক সকাল ১১টায়, তারপর সারাদিন ধরেই সুন্দরবন নিয়ে রচিত ছড়া, কবিতা, ভাটিয়ালি গানে ভরপুর হয়ে ওঠে এই অনুষ্ঠান। উল্লেখ্য, সমগ্র অনুষ্ঠানের মধ্যেই পাঠ প্রতিক্রিয়া বিভাগে একটি মনোজ্ঞ আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। এই বিভাগে আলোচক ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল কাফি, অধ্যাপক সুবর্ণ দাস, অধ্যাপক সুজিত কুমার মণ্ডল, অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিনহা, উত্তম পুরকাইত প্রমুখেরা। এই আলোচনায় সুন্দরবনের কবিতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন সামনে উঠে এলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের আয়োজক অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল একান্ত সাক্ষাৎকারে জানালেন, ‘সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষের সাহিত্যচর্চা মহানগরের বুকে মূল স্রোতে হাজির করাতেই এই উদ্যোগ। একটি নির্দিষ্ট ভূ–বৈশিষ্টের অঞ্চল নিয়ে একইসাথে এতগুলি আকর্ষণীয় বই প্রকাশের অনুষ্ঠান দুর্লভ। এই সুযোগেই প্রান্তিক এই অঞ্চলের কবিদেরকে হাজির করানোর একটি প্রচেষ্টা এই অনুষ্ঠান।’ এই অনুষ্ঠানে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই হাজির ছিলেন সাহিত্যিকরা। উল্লেখ্য মাটির পুতুল প্রকাশনী থেকে অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডলের ‘সুন্দরবনের বর্ণপরিচয়’ শিরোনামে যে শিশুপাঠ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তা এক দৃষ্টান্তকারী বলা যায়। বর্ণে বর্ণে বা অক্ষরে অক্ষরে একজন সুন্দরবনের সাথে নতুনভাবে পরিচিত হতে পারেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে।

চন্দননগরে রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ মে চন্দননগর সার্কাস মাঠের কাছে নব দিগন্ত মিউজিক একাডেমী আয়োজিত ১৬৫ তম বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ১২৬ তম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্থার কর্ণধার তথা মাউথ অর্গান শিক্ষক বিশ্বজিৎ মণ্ডল মাউথ অর্গান বাজিয়ে রবি ঠাকুরের গান শোনান ‘আমি তোমার প্রেমে হবো সবার’। স্বরবিতান সংগীত শিক্ষণ কেন্দ্রের শিল্পীরা সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করেন ‘আমি তার নুপুরের ও ছন্দ’ ও ‘আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে’। একক সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন শ্রীপর্ণা ভাদুড়ি। এমন কিছু মেলবন্ধনে গানগুলি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল বেশ কয়েকজন যন্ত্র সংগীত শিল্পীকে সঙ্গী করে কবি প্রণাম। ‘আলো আমার আলো’ ও ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে’। যন্ত্র সঙ্গীতে ছিল তানিশা ঘোষ, সুভাষ মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, বিশ্বজিত ঘোষ ও দেবজ্যোতি ব্যানার্জি। দ্বিতীয় পর্বে চুঁচুড়ার কলাবতী সংগীত শিক্ষায়তন সমবেতভাবে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন ‘মধুরও ধ্বনি বাজে’ ও ‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে’। এরপর নজরুল সংগীত ‘গরজে গম্ভীর গগনে কুম্ভ’। অনবদ্য গানে দর্শকদের মন ছুঁয়ে গেল।

‘হোয়াইট লাই’

সুবীর পাল

আচ্ছা মিথ্যা কি কখনও সত্যও হয়?

বিতর্কটা যেমন জটিল, তেমন তাত্ত্বিকও।

সত্য হল এমন একটা উপলব্ধিগত দর্শন যেখানে কোনও বক্তব্য, ধারণা, ঘটনা, বিশ্বাসের মতো জীবন ভিত্তিক উপাদানগুলো পরিপূর্ণ রূপে বাস্তব নির্ভর ও ইতিবাচক ভিত্তিশীল।

তাহলে মিথ্যাটাই বা কি? মিথ্যা সেটাই যেটা হল একটি কর্ম বা বক্তব্য পেশ করা যেখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হোক বা ভুলবশতঃ হোক অথবা অনিচ্ছাকৃত হোক কিম্বা পরিকল্পিত অবস্থাতেই হোক তা আসলে কিন্তু সত্যের পূর্ণ পরিপন্থী। যার উদ্দেশ্য নিহিত থাকে ভুল বোঝানোয়, ক্ষতি সাধনে, ঠকানোয়, প্রতারণার মতো বহুবিধ নেতিবাসনায়।

জার্মানির তাণ্ডবে ইহুদি নিধন নামক হলোকাস্টের সময় কি ব্যাপক হারে মিথ্যাচার প্রচার চালিয়ে ছিলেন হিটলারের মনপছন্দের ডান হাত গোয়েবলস। সেই সময়ে বিশ্বের একাংশ মানুষ তো তাঁর বক্তব্যকে বিশ্বাসও করেছিলেন। এ নিয়ে স্বয়ং গোয়েবলস বলেছিলেন, আপনি যদি একটা মিথ্যা কথা বলতে শুরু করেন এবং তা বারেবারে নিয়ত বলতে থাকেন, তখন অবশ্যই কিছু মানুষ আপনার বক্তব্যকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করবেন। সুতরাং একটা মিথ্যাচার যে কতখানি সত্য হয়ে জনমানসে তার প্রভাব ফেলতে পারে তা কিন্তু গোয়েবলস সারা বিশ্বকে এক সময়ে চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন। আবার সত্যও যে মিথ্যায় বশবর্তী হতে পারে তা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির মহাভারতে সাক্ষী রেখে গেছেন। অশ্বত্থামা হত ইতি গজ, উপাখ্যানটি আমাদের কমবেশি সকলের জানা। স্রেফ ধাপ্পা নির্ভর বাচনভঙ্গি প্রয়োগ করে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যকে হাতি মৃত্যুর সত্যতাকে কি অদ্ভুতভাবে চালিয়ে দিলেন অস্ত্রগুরুর পুত্র নিধনের মিথ্যা সমাচারে। তাইতো প্রখ্যাত সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন, মিথ্যারও মহত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্যে সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা। অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দ সত্য প্রসঙ্গে তীব্র দৃঢ়তা প্রকাশের সঙ্গে আমাদের শেখানোর চেষ্টা করে গেছেন, সত্যকে হাজার আলাদা আলাদা উপায়ে বলা যেতে পারে, তারপরেও সব কিছু সত্যই থাকে। সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোনও কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।

সত্য ও মিথ্যার এমন দ্বৈত উপাচারের অমিল উপকরণ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বহু উমপায় বিদ্যমান এমন বৈসাদৃশ্যগত নানান অধ্যায়। এহেন উদাহরণ তো আমরা হাসপাতাল প্রায়শই লক্ষ্য করি। কোনও হাসপাতালে যখন কোনও মৃত্যু পথযাত্রী রোগী চিকিৎসালয়ে ভর্তি হোন একবারে জীবনের শেষ মুহূর্তে, তখন চিকিৎসকও হয়তো নিশ্চিত হয়ে যান ওই রোগী আর বেশিক্ষণ বাঁচবেন না। অতি কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ ওষ্ঠাগত রোগী চিকিৎসককে সামনে পেয়ে অশক্ত শরীরে ক্ষীণ স্বরে পরম আর্তির সহকারে যদি আচমকা বলে ওঠেন, ডাক্তারবাবু আমি বাঁচবো তো এ যাত্রায়? তখন কি বলবেন সেই চিকিৎসক? ছোটবেলা থেকে শিখে আসা সদা সত্য কথা বলিবে অনুকরণে তিনি কি তবে বলবেন সেই রোগীকে, না না, আপনি আর বাঁচবেন না অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে। আপনার মৃত্যু শুধু সময়ের অপেক্ষা। এটা কি কোনও ডাক্তার বলতে পারেন তাঁর চিকিৎসাধীন রোগীকে? হ্যাঁ এটা ঠিক রোগীর পরিজনদের তিনি এমন সম্ভবনার কথা জানিয়ে রাখতেই পারেন আলাদাভাবে। কিন্তু তাই বলে কি এমন সত্য ভাষণ কোনও মুমুর্ষ রোগীকে কি কোনও ডাক্তারের পক্ষে বলাটা উচিত? সত্যের খাতিরে সেই বাল্যকাল থেকে শিখে আসা উচিতটা বাস্তবায়িত হয়ে উঠলে অবশ্যই সে সত্য নিশ্চিত পর্যায়ে পরিণত হবে একটা অমানবিকতার প্রতীকে। কিন্তু চিকিৎসককে তখন বলতে শোনা যায় একটা ছোট্ট মিথ্যা কথা, চিকিৎসা তো চলছে। চিন্তা একদম করবেন না। আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। সেই শুনে রোগীও একটু আশ্বস্ত হোন। কখনও মুচকি হাসার চেষ্টাও করেন প্রায় অন্তিম শয্যায় শুয়ে থেকে। এটাই তো হোয়াইট লাই বা সাদা মিথ্যার এক সুন্দরতম বিন্যাস।

হোয়াইট লাই প্রয়োগ কখনই ক্ষতিসাধন করা বা প্ররোচিত করা প্রতারণার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে না। অপরের মঙ্গলের জন্য, খুশির জন্য, উপকারের জন্য, সুখের জন্য, হিতের জন্য হোয়াইট লাই যে জীবন মাধুর্যে সত্যের অপরূপ মহিমা হিসাবেই আত্ম জাগরণ নিশ্চিত করে। হোয়াইট লাইয়ের প্রধান শর্তই হল, নির্মম নিষ্ঠুর সত্যের পরিবর্তে কিছুটা মিথ্যা পরিবেশন করা শুভ উদ্দেশ্য সহকারে। আসলে সততার সঙ্গে সততার মনস্কে বিবেকের ডাকে মানবিক সততার প্রয়োজনে মিথ্যা বলাটাই যে প্রকৃতপক্ষে হোয়াইট লাই।

যতদূর জানা গেছে, ৯০০ সালে এই হোয়াইট লাই বিশ্বে প্রথম প্রচলিত হয়। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতেও এই শব্দের সর্বপ্রথম প্রকাশ পায় একটি চিঠির উপর ভিত্তি করে ১৫৬৭ সালে। সেই ঐতিহাসিক চিঠিটি রাল্ফ অ্যাডারলি লিখেছিলেন স্যার নিকোলাস ব্যাগনালকে।

কচ্ছপ দিবস

সুভাষ চন্দ্র দাশ, সুন্দরবন: ২৩ মে সুন্দরবনের দুলকিতে বন দপ্তরের উদ্যোগে পালিত হল আন্তর্জাতিক কচ্ছপ দিবস। স্থানীয় স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে এক সচেতনতার প্রচার অভিযানে শামিল হন বনকর্মীরা। ছিলেন ইকো ট্যুরিজম রেঞ্জার শিলাদিত্য আচার্য্য, সুরাজ ভুইয়া সহ অন্যান্য বনকর্মীরা। উল্লেখ্য গাঙ্গেয় উপকূল ও সুন্দরবনের নদ–নদীতে লুপ্তপ্রায় বাটাগুড বাস্কা বা সোনাকাঠা কচ্ছপের সংখ্যা বাড়াতে ১০ বছর ধরে পাইলট প্রজেক্ট চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এবং টার্টেল সারভাইভাল অ্যালায়েন্স। ইতিমধ্যেই ডিম ফুটে বাচ্ছাও তৈরি করা হয়েছে। আগামীদিনে আরও অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য সুন্দরবনের নদীতে বাটাগুড বাস্কা কচ্ছপের সংখ্যা ৬০০'র অধিক ও সোনাকাঠা কচ্ছপের সংখ্যা বাড়ছে তা প্রকাশ্যে এনেছেন বন দপ্তরের আধিকারীকরা।

নতুন কৃমি

পিআইবি, কলকাতা: প্রবীণ বিজ্ঞানী ড. আনজুম রিজভির নেতৃত্বে জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (জেডএসআই)–এর গবেষক কুমারী রীতীকা দত্ত তামিলনাড়ুর সমুদ্রতটে একটি নতুন প্রজাতির সামুদ্রিক কৃমি খুঁজে পেয়েছেন।

এই নতুন প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে ফেরোনাস জয়রাজপুরি

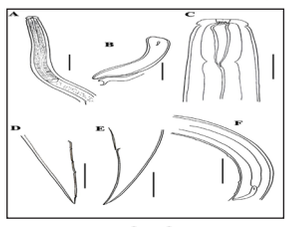

দত্ত অ্যান্ড রিজভি, ২০২৫। এটি একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সামুদ্রিক নেমাটোড বা কৃমি, যেটি নিজের মতো করে সমুদ্রের তলায় বসবাস করে। এর বৈশিষ্ট্য হল, এটি ফেরোনাস নামক এক অত্যন্ত বিরল প্রজাতির প্রাণী। এই প্রজাতিটির এখন পর্যন্ত মাত্র ৩টি নমুনা পাওয়া গিয়েছে। ১টি দক্ষিণ আফ্রিকায় (১৯৬৬), ১টি চিনে (২০১৫), সেই একই প্রজাতি ২০২৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়াতেও দেখা গিয়েছে। এবারে ভারতের উপকূলে নতুন এই প্রজাতির খোঁজ মেলায় গোটা বিশ্বে এই গোত্রের বিস্তারের নতুন ধারণার সৃষ্টি হল। এই কৃমিটির নামকরণ করা হয়েছে প্রয়াত অধ্যাপক এম.এস. জয়রাজপুরির স্মরণে। তিনি ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট নেমাটোড বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

জেডএসআই–এর অধিকর্তা ডঃ ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, ‘ফেরোনাস জয়রাজপুরি নামে নতুন এই কৃমির আবিষ্কার দেখিয়ে দিল, ভারতের উপকূলে কীরকম গোপন অথচ মূল্যবান জীববৈচিত্র্য লুকিয়ে রয়েছে।

শাকম্ভরী দেবী ও শাকের সাত কাহন

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আজীবন সদস্য

প্রথমে জগতের মাতা শ্রী শ্রী চন্ডীকা দেবীর বা শাকম্ভরী দেবীকে স্মরণ করে লেখাটা আরম্ভ করছি।

‘ততোমহসিলং লোকম–আত্মা–দেহ সমুদ্ভবৈঃ।/ভবিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরা বৃষ্টেঃ প্রাণধারমকিঃ।। /শাকাম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা খাস্যাম্যহং ভবি।’

হে দেবদাগণ আবার যদি একশোবছর বৃষ্টি না হয় পৃথিবীতে, আমাকে ডাকলেই (স্তব করলে) আমি আবির্ভূত হব। আমি নিজ দেহ থেকে তৈরি ‘প্রাণরক্ষক’ শাক দিয়ে সমস্ত জীবকে পালন করবো যতদিন না আবার বৃষ্টি হয়। আমি শাকম্ভরী হিসেবেই বিখ্যাত হব।

তাই চাতক পাখির মত তাকিয়ে থাকি অনাবৃষ্টি, ফসলহীন জমির দিকে তুমিই রাশি রাশি শাক দিয়ে আমাদের খিদে নিবৃত কর মা–শাকম্ভরী দেবী।

‘একি! পাতে রাখা শাক একটুকুও মুখে দিসনি! যেরকম ছিল, ওমনি রয়ে গেছে!’ ‘এখন শুধু শুধু চিকেন দাও’– সব মায়েদেরই এখন এ ধরনের স্বগোতোক্তি।

আর আমাদের ছোটবেলার দিকে যদি পিছু ফিরে তাকাই, প্রথমেই তেতো বা শাক না খেলে কোনও লোভনীয় খাবারই মিলবে না ঠাম্মার ছিল পরিষ্কার এই বিধান। প্রথম গ্রাসে শাক বা তেতো মাস্ট! আমরা মাঠে খেলতে গিয়ে ধুলোকাদা মেখে একশা হয়ে যেতাম, তাই ফেরার পথে বেশিরভাগ সময়ই একেবারে পুকুর স্নান করে ফিরতাম। পাড়াপড়শিরা অতিষ্ঠ হয়ে থাকতো আমাদের অত্যাচারে। আম, জাম, কাঁঠাল কোন ও কিছুই আস্ত থাকতো না আমাদের দৌলতে। আদাড় বাদাড়ে ঘুরে, এর গাছের ওর গাছের ফল পেড়ে আমাদের গায়ে ও যেন কিরকম একটা গাঁছ গাঁছ গন্ধ হয়ে যেত। এখন তো কাঠা দুয়েক আর কয়েক ছটাক জমি পেলেই প্রোমোটারের লোলুপ নজরে পড়ে যাবে তারপর তা হাতাতে কতক্ষণ! থাক না সে সব কথা, আপনি বলবেন। অপ্রিয় কথার বক্তা ও নেই, নেই শ্রোতাও। আমরা কিন্তু গাছপালা লতাপাতা শাকসবজির স্পর্শ থেকে অনেক অনেক দূরে চলে এসেছি, অজান্তেই– ইটকাঠের সভ্যতা আমাদের অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। শাকসবজির বর্ণ গন্ধ রঙ রস রূপ আর দেখতে চাই না– শুধু কৃত্রিম বার্গারের মধ্যে এক টুকরো চিকেন দু"একপিস শশা, টমেটো থাকলেই চলবে হে!

না সেই তখন থেকেই আদ্যিকালের বদ্দিবুড়োর মতো কানের সমানে ক্রমাগত প্যাক প্যাক করে যাচ্ছি ‘শাক’ ‘শাক’ করে। আমাকে যে বলতেই হবে আমার লেখনি তো থামবে না হে জেননেক্সট। তা সামান্য এক শাকের কাহিনী লিখতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সংস্কৃত পুঁথি ও সব পড়ার কি দরকার? আমি বাবা অতসত বুঝি নে। তা যাই হোক শাক বলতে লতা বা গাছের পাতাকে বোঝায় না পাতা, ফুল, ফল, মায়কন্দ ও শাক। গাছের মূল যেমন মূলো শাক, পলতা পাতা, বেতের ডগা, ফলের মধ্যে কুমড়ো শাক, রক্তকাঞ্চনের ফুল, বকফুল শাক, শাক বৃক্ষলতে সেগুন গাছকে ধরা হয়।

ওলভাতে, লাউ–কুমড়োর ডাটা সবই শাকের মধ্যে পড়ে।

‘শাকে বৃদ্ধি মল’– মানে শাক খেলে মল বাড়ে: রাফেজ হিসেবে অন্ত্রকে একেবারে সাফসুতরো করে বর্জ্যপদার্থ বাইরে বের করে দেয়। পাতে শাকপাতা না থাকায় কোলোন ক্যান্সারও বেড়ে গিয়েছে। যে সব শাক আমাদের

সমাজে কলকে পেয়েছে তাদের কথাতে প্রথমে আসি। ১৬টি কুলিন শাক– ‘কলম্বী পোতকী লোনী পালঙ্ক্যা হিলমোচিকা। বাস্তু কং রোচনী শিখী শালীঞ্চ তন্ডুলেরকঃ।। চণকপাঞ্চ, যাবনী, মূলপত্রকম। কলায় পট্টশকঞ্চ, ষোড়শং শাকমুত্তমম।’ বেশ দুর্বোধ্য করতে পেরেছি বটে! এবার বাংলায় ফিরে আসা যাক। বাংলা করলে কিন্তু জলবৎ তরলং। কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তাহলে দেখুন–

কলনী হচ্ছে কলমী শাক, পোতকী হচ্ছে পুঁইশাক, লোনি হচ্ছে লুনেশাক, পনস্ক্যা মানে পালং শাক, হিলমেচিকা হচ্ছে হিঞ্চে, হাসতুর্ক– বেতো শাক, রোটনী হলো গিয়ে পুদিনা, শলীঞ্চ– শাঞ্চে শাক, তন্ডুলেরক–নটেশাক, চণক– মানে ছোনা, পটলপত্র–পলতা পাতা, যবনী– জোয়ান শাক, মূলপত্র এবং মূলোশাক, কলায়– কলাইশাক আর পট্টশাক–পাটপাতা বা নালতে। কিছুঠা বোধহয় বোঝানো গেল। এছাড়া চোদ্দশাক চোদ্দ পিদিমের কথা আমি আরেক জায়গায় লিখেছি আগে। ‘ওল, কচু, সরিষা, হিঞ্চে/নিম নিশিন্দে, ওলফা, সাঞ্চে বেতো, ভাটি, কেউ, জয়ন্তীশাক/গুনতে পলতা করগে পাক তা হোক গোনা।’ আমরা দেখে ও দেখব না, শুনেও শুনবো না। আমাদের পূর্বপুরুষের কিভাবে সুস্থ জীবনযাপন করেছে অক্লেশে, তাদের প্রকৃতির সাথে ওঠা বসা, তাদের জীবন থেকে নেওয়া শিক্ষা মোটেই ফ্যালনা নয়।

সজনে ডাটা চিবোলে মানে মুখের মধ্যে পাচক রস সমাহার টয়ালিন ও মিউসিনির উপস্থিতিতে সজনে এখন সুপার ফুডের মধ্যে পরে, সারা পৃথিবী জুড়ে এর চাহিদা। সজনে পাতায় অনেক প্রয়োজনীয় এ্যামাইনো এ্যামাই অ্যাসিড রয়েছে, আর আমরা জানিনে বলেই তো পিৎজা বার্গার আর কেএফসি চিকেন–এর এত রমরমা।

আচ্ছা কবি কঙ্কন চন্ডীদাসের লেখায়–খুল্লনার রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখা যাক না– ‘ঘৃতে নলিতার শাক, তৈলতে বেথুয়া শাক, বোদালি হিলঞ্চ শাক কাটিয়া করিল পাক...’ আবার সেই চাঁদ সওদাগরের পত্নী সনকা কি কি শাক রাধিতেন শুনবেন সে কথা! তাহলে শুনুন– ‘পাটায় ছেচিয়া নেন পলতার পাতা, রান্ধেন বেগুন দিয়া ধনিয়া পলতা... জবানী পুড়িয়া ঘৃত দিয়া রান্ধে গিমা তিতা শাক। কোমল বেথুয়া শাক করিয়া কেচা কেচা নাড়িয়া চারিয়া রান্ধে দিয়া আদা ছেঁচা। নারিকেল দিয়া রান্ধে কুমড়ার শাক একে একে দশ শাক করিলেন পাক।’ চৈতন্য ভাগবতেও দেখি, ‘আই (শচীমাতা) জানে প্রভুর সন্তোষ বাড়ে শাকে। বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিলে এতেকে (২০ রকম শাক রান্না করেন তার মা)। প্রভুর বলে এই যে অচ্যুতা (কচু) নামে শাক ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণ অনুরাগ। পটল বাস্তক কালশাকের ভোজনে। জনম জনম বিহুরায় বৈষ্ণবের সনে।। সালঞ্চ হেলঞ্চ শাক ভোজন করিলে আরোগ্য থাকয়ে আর কৃষ্ণ ভক্তি মিলে।। এই মত শাকের মহিমা সবে কহি। ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হইয়ি।।’ চৈতন্যভগবৎ (চতুর্থ অধ্যায়) আগেরকার দিনে লোকে যারা উপোস করে থাকতো ও নিয়মিত যোগাভ্যাস করতো তারা সব তেতো শাক খেত যেমন কচি নিম পাতা, হিঞ্চে শাক, পলতা, নালতে বা পাটশাক, পিড়িংশাক, লুনিয়া শাক, ব্রাহ্মী শাক ইত্যাদি। একজন বিখ্যাত ডাক্তার Dr.L. Salzer এর মতে ‘The habitual consumption of animal food by man tends to infuse in him sub consciousness tainted with animalism that is to say with all those sub consciousness animal life’ বা মোদ্দা কথা মাছ মাংস খেলে আমাদের মন ও পাশবিক প্রবৃত্তি দ্বারা কলুষিত হয়। সাত্তিক আহার তো মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। অনেক শাকই অধরা রয়ে গেল। যতজানি যতজানিনে। আমাদের শুকনো ভাতে শাকের ব্যবস্থা হোক। ভিটামিন, মিনারেলস ও রাফেজ পাবো, শরীররকে ডি–টক্সিফাই করবে অনেক মাইক্রো এলিমেন্টস আছে এতে। আমারা মাছে ভাতে না থাকলেও অনায়াসে শাকে ভাতে থাকতে পারি। জানিনা নটে গাছটি মুড়োতে পারলাম কি না!

বর্ষা আগমনে খনা’র বচন

দীপংকর মান্না

আল্লা মেঘ দে, পানি দে–র কাতর আহ্বানে বাংলা জুড়ে এখন বর্ষার রিমছিম মধুর শব্দ। উত্তর ভারতে ময়ূরের পেখম মেলা ও ছোটাছুটি দেখে আজও মানুষ বুঝতে পারে ঝড়–বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। পূর্ব ভারতে আদিবাসীরা বৃষ্টির আহ্বান করে ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে। হাওড়া–হুগলির বেশ কিছু গ্রামে বর্ষার জন্য বট ও পাকুড় গাছের বিয়ে দেওয়ার রীতি চালু আছে।

রামায়ণ ও মহাভারত যুগে যুদ্ধের সময় প্রচলিত ছিল বর্ষাবাণ। যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে রথী মহারথীগণ বর্ষাবাণ ব্যবহার করে একে ওপরের সৈন্য–সামন্তদের বিপর্যস্ত করতেন। রামের লঙ্কা আক্রমণের সময় হোক বা কৌরব–পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এই বর্ষাবাণের ব্যবহার দেখা গিয়েছে।

ইতিহাসে দেখা গিয়েছে, বর্ষা শুধু সৃজনের প্রতীক নয়। বর্ষায় বানভাসি হওয়া জীবনের ছবি সেই অতীত থেকে আজও বহমান। জানা যায়, ১৮১৮ সালে অতিবর্ষণ ও ভূমিকম্পের জেরে সিন্ধুনদের জল উল্টো দিকে বয়ে গিয়ে একটি বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। সেই সময় মানুষ ঝড়–বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেতে ছিল অসহায়। ফলে বিভিন্ন দেশে ঝড়–বৃষ্টির থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা শুরু করে। মিশরের ঝড়–বৃষ্টির দেবতা এয়াস, ভারতে ইন্দ্র, আফগানিস্তানের বাগিসি, ফিনল্যান্ডের উক্কো, ও জার্মানের দেবতা দুনর কথা জানা যায়। গ্রিক পুরানে বর্ষার দেবতা ছিল জিউস। আমাদের বাংলায় বর্ষা আগমনে খনা'র বচন খুবই জনপ্রিয়।

কে এই খনা, কি তার পরিচয়?

খনা বা ক্ষণা ছিলেন জ্যোর্তিবিদ্যায় পারদর্শী বিদুষী এক মহিলা। খনা শব্দের অর্থ সাহায্যকারী বা কর্ণ। হিন্দু ধর্মে কর্ণ সূর্য দেবতা। জনশ্রুতি আছে খনার আসল নাম লীলাবতী, নিবাস ছিল অধুনা বাংলার উত্তর ২৪ পরগণার বারাসতের দেউলিয়া গ্রাম (বর্তমানে চন্দ্রকেতুগড় প্রত্নস্থল)। এলাকাটি খনা মিহিরের ঢিবি নামে প্রচলিত। খনা–র বচন অধিক বিখ্যাত। যুগ–যুগান্তর ধরে খনা–র অজস্র বচন গ্রাম বাংলার জনজীবনে আষ্টেপৃষ্ঠে গেঁথে আছে। খনা মূলত কৃষিতত্ত্ব ভিত্তিক ছড়া বা বচন রচনা করে গেছেন। আনুমানিক ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে বচনগুলো রচিত। এই বিদুষী নারীর বচন নিয়ে আছে নানা মতভেদ। তা সত্ত্বেও খনা–র বচন বাংলা সাহিত্যের পরম সম্পদ।

এই আধুনিক ও ডিজিটাল যুগেও খনা–র কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক ছড়া বা বচন কিছুক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। আজও গ্রাম বাংলার কৃষকবন্ধু রোদ–ঝড়–বৃষ্টির জন্য খনা–র বচনের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাই যুগ যুগ ধরে খনা–র বচন এর রহস্য গেঁথে থাকে কৃষকের মনে ও মননে।

- কোদালে কুড়ালে মেঘের গা/মাঝে মাঝে দিচ্ছে বা/ বলগে চাষায় বাঁধতে আল/জল হবে আজ বা কাল।
- ব্যাঙ বাঁকে ঘনঘন/ শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো।
- মাদুরের মেঘ বিপরীত বায়/ সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়।
- জৈষ্ঠ্যতে তারা ফোটে/ তবে জানবে বৃষ্টি হয়।
- মাঘ মাসে বর্ষে দেবা,/ রাজ্য জুড়ে প্রজার সেবা।
- ভাদ্র আশ্বিনে বসে ঈশান/ কাঁধে কোদালে নাচে কৃষাণ।
- পশ্চিমের ধনু নিত্র খরা,/ পূর্বের ধনু বর্ষে ঝরা।
- পাঁচ রবি মাসে পায়,/ ঝড়া কিংবা খরায় যায়।
- কি করো শ্বশুড় লেখাজোকা/ মেঘেই বুঝবে জলের রেখা।
- পৌষে গর্মি বৈশাখে জাড়া/ প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া।
- পূর্বেতে উঠিল কাঁড়/ ভাঙা ডোবা একাকার।
- চাঁদের সভায় মধ্যে তারা/ বরষে পানি মুষলধারা।
- শনির সাত মঙ্গলের তিন/ বাকি সব দিন দিন।
- পৌষের কুয়া বৈশাখের ফল/ যতদিন কুয়া ততদিন জল।
- যদি বর্ষা আখনে/ রাজা যান মাগনে।
- যদি বর্ষা পৌনে/ কড়ি হয় তুষে।
- যদি বর্ষা মাঘের শেষ/ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
- যদি বর্ষা ফাগুনে/ চিনা কাউন দ্বিগুনে।
- জৈষ্ঠ্যে শুকনো আষাঢ়ে ধারা/ শস্যের ভারে না সাজে ধরা।
- মাঘ মাসে বর্ষে দেবা/ রাজা ছেড়ে প্রজায় সেবা।
- যদি বর্ষা মকরে/ ধান হবে টেকরে।
- যদি হয় চৈত্রে বৃষ্টি/ তবে হবে ধানের সৃষ্টি।
- গাছে গাছে আগুন জ্বলে/ বৃষ্টি হবে খনার বলে।
- পূর্ব আষাঢ়ে দক্ষিণা বায়,/ সেই বৎসর বন্যা হয়।

এক সুটকেস পাণ্ডুলিপি

সিদ্ধার্থ সিংহ

জার্মানির লুবেক শহরের বিখ্যাত মান পরিবারের টমাস যখন রোম থেকে মিউনিকে ফিরে এলেন, তখন মাঝারি সাইজের একটি সুটকেস নিয়ে প্রায় সব সময়ই তাঁকে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেল। এতে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন, আরও অবাক হলেন যখন সবাই জানতে পারলেন যে, ওই স্যুটকেসে কোনও জামা কাপড় নয়, রয়েছে কাগজের বিশাল একটা বান্ডিল। সেটা এতটাই মোটা যে, স্যুটকেসটা আটকাতে গেলে বেশবেগ পেতে হয়। পরে জানা গেল ওটা আসলে একটি পাণ্ডুলিপি।

এত মোটা পাণ্ডুলিপি? আয়তন নিয়ে যখনই কেউ কিছু বলতে শুরু করতেন, তখনই আত্মরক্ষার জন্য টমাস বেশ একটু তৈরি হয়েই বলতেন, খুব বেশি মনে হচ্ছে কি? কাগজের এক পিঠে লেখা তো! তাও বড় বড় অক্ষরে। মাত্র ১৮৭০ খানা স্লিপ। তারও পরে টমাস একটু ইনিয়ে–বিনিয়ে বোঝাতে চাইতেন যে, তাঁর লেখা প্রথম বই ‘লিটলহার ফ্রিডেমান’ বেশ জনপ্রিয় হওয়ায় বার্লিনের যে প্রকাশক তাঁকে লেখার জন্য বারবার করে তাগাদা দিচ্ছিলেন, তাঁদের জন্যই তিনি এটা লিখেছেন।

কিন্তু লেখা তৈরি হলেও, ক্ষুদে ক্ষুদে হস্তাক্ষরে লেখা ওই বিশাল পাণ্ডুলিপিটা ছাপা হলে যে বিপুল পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়াবে, সেকথা ভেবেই প্রকাশক নড়েচড়ে বসলেন। লেখককে বললেন, পাণ্ডুলিপিটার অন্তত দুই–তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিতে হবে। না হলে আমার পক্ষে এই বই করা সম্ভব নয়।

লেখক বেঁকে বসলেন। প্রকাশকও। অবশেষে এই নিয়ে লেখক আর প্রকাশকের মধ্যে অনেক বাগবিতণ্ডার পর শেষ পর্যন্ত একটা

ছত্রও বাদ না দিয়ে, পুরো অ্যান্টিক কাগজে মোটা মোটা দুটো খণ্ডে প্রকাশক বের করলেন লেখকের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘বাডেন ব্রুকস’।

এটা বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচকেরা বইয়ের আয়তন দেখেই ভীষণ চটে গেলেন। এত বড় বইয়ের পুরোটা পড়ে তারপর সমালোচনা করতে হবে! ক্রেতারাও চটে গেলেন দাম শুনে। কারণ, নেহাত অনিচ্ছায় ছাপা এই বইয়ের একটাও কপি বিক্রি হবে কি না আশঙ্কা প্রকাশ করে, প্রকাশক এমন দাম করেছিলেন, যাতে কোনও রকমে একটা বই বিক্রি হলেই অন্তত তিনটে বইয়ের খরচ উঠে আসে। লাভের আশা তো দূরের কথা, পনেরো কি বিশ বছরেও এই খরচটা আদৌ উঠবে কি না তা নিয়ে প্রকাশকের যথেষ্ট সংশয় ছিল।

কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ দুঁদে প্রকাশকের সমস্ত হিসেব–নিকেশ ভুল প্রমাণিত করে, বছর ঘুরতে না ঘুরতেইতিন হাজার কপির প্রথম মুদ্রণ নিঃশেষিত হয়ে গেল।

তারপরে সেই বইটির কতগুলো সংস্করণ যে বেরিয়েছে এবং কতগুলো ভাষায় যে অনুদিত হয়েছে, তার আর কোনও হিসেব নেই।

এই হচ্ছেন ১৮৭৫ সালের ৬ জুন জন্মগ্রহণ করা দুনিয়া কাঁপানো লেখক টমাস মান। যিনি ১৮৫৫ সালের ১২ই আগস্ট সুইজারল্যান্ডের জুরিখ থেকে এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চিরদিনের জন্য চলে যান। যিনি শুধু লেখালিখির জন্যই ১৯২৯ সালে পেয়েছিলেন সাহিত্যের সেরা পুরস্কার নোবেল প্রাইজ।

আতশ কাচে

ক্যাপ্টেন শুভমন

শুভমন গিল ভারতের টেস্ট ক্রিকেট দলের নতুন অধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। মুম্বইতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য দল নির্বাচনী বৈঠকের পর নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান অজিত আগরকার সাংবাদিক বৈঠকে শুভমন গিলের নাম নতুন অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করেন। গিল হলেন ভারতের ৩৭ তম টেস্ট অধিনায়ক। উইকেট রক্ষক ব্যাটার ঋষভ পন্থকে সহ অধিনায়ক করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ডিভিশন

সাবার্বান ক্লাব সিএবি দ্বিতীয় ডিভিশন ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে। ইডেন গার্ডেনে বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে ৯৭ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে সাবার্বান ক্লাব। প্রথমে ব্যাট করে সাবার্বান ক্লাব ৪৯ ওভারে ৫ উইকেটে ২৮৪ রান করে। বেহালা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে মাত্র ১৩৫ রান করেছে।

বিপদ স্নেহাশিসের

পুরীতে বেড়াতে গিয়ে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গাঙ্গুলী ও তার স্ত্রী দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। সমুদ্রে স্পিড বোট ভ্রমণের সময় উত্তাল ঢেউয়ে বেশ কয়েকজন যাত্রীসহ সেটি উল্টে যায়। সমুদ্রের ধারে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীরা তাদেরকে উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় স্নেহাশিস এবং তার স্ত্রী সহ সব যাত্রীরাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।

নার্সারি ডিভিশন

রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব স্কুল অব এক্সসিলেন্সকে ৪–২ গোলে হারিয়ে অনূর্ধ্ব ১২, নার্সারি ডিভিশনের গ্রুপ বি'এর খেতাব জয় করেছে বিষ্ণুপুর ফুটবল কোচিং সেন্টার। বিজয়গড়ে ফাইনাল ম্যাচটি নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকায় টাইব্রেকারে নিষ্পত্তি হয়।

ক্রীড়ামন্ত্রীর ঘোষণা

কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, ভবিষ্যতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের উদীয়মান ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশের জন্য খেলো ইন্ডিয়া নর্থইস্ট গেমস শুরু করা হবে। নতুন দিল্লিতে রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টরস সামিট ২০২৫–এর এক অধিবেশনে ডঃ মান্ডভিয়া বলেন, এই গেমস প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে কেবল অলিম্পিক খেলাধুলোই নয়, ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলোও থাকবে।

নীরজের থ্রো

ভারতের নীরজ চোপড়া পোল্যান্ডের জানুস কুসোসিনস্কি মেমোরিয়াল ২০২৫–এ রুপো পেয়েছে। নীরজ চোপড়া ৮৪.১৪ মিটার থ্রো করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। এই ইভেন্টে জুলিয়ান ওয়েবার সোনা এবং অ্যান্ডারসন পিটার্স ব্রোঞ্জ পেয়েছে।

মহমেডান জয়ী

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব সিএবি উইমেন্স ক্লাব ক্রিকেট লিগ টি–টোয়েন্টি প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত ফাইনালে এরিয়ান ক্লাবকে ৪৬ রানের ব্যবধানে হারিয়ে সিএবি উইমেন্স ক্লাব ক্রিকেট লিগ জিতেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। প্রথমে ব্যাট করে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৭ রান করে। এরিয়ান ক্লাব ১৫.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ৯১ রান করে এবং বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ হয়ে যায়। আবহাওয়ার কোনও উন্নতির না হওয়ায়, রান রেটের কারণে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়।

দলে যুধাজিৎ

বাংলার যুধাজিৎ গুহ ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতের অনূর্ধ্ব–১৯ ক্রিকেট দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সফরে ১৬ সদস্যের ভারতীয় দল আজ ঘোষণা করা হয়েছে। এই সফরে ৫০ ওভারের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ ছাড়াও, ৫টি একদিনের ম্যাচের সিরিজ এবং ২টি মাল্টি ডেজ ম্যাচ রয়েছে।

২২ জুলাই ডুরান্ড কাপ দিয়ে মরশুম শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২২ জুলাই থেকে শুরু হতে চলেছে ১৩৪তম ডুরান্ড কাপ। যা দিয়েই আসন্ন ফুটবল মরশুমের ঢাকে কাঠি পড়ছে। ডুরান্ড কাপ প্রথমবারের জন্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দেশের মোট ৬টি শহরে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ঝাড়খণ্ড, অসম, মেঘালয় এবং মণিপুরের ইম্ফলে হবে এশিয়ার প্রাচীনতম টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলি। কলকাতায় বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন ছাড়াও কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচ। অন্যান্য ম্যাচগুলি হবে ইম্ফলের খুমান লম্পক স্টেডিয়াম, রাঁচি মোরহাবাদি স্টেডিয়াম, জামশেদপুরের জেআরডি টাটা স্পোর্টস কমপ্লেক্স, শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এবং কোকরাঝাড় সাই স্টেডিয়ামে। ডুরান্ড কাপকে দেশব্যাপী আরও ছড়িয়ে দিতেই এই উদ্যোগ। টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ২৩ অগস্ট। প্রসঙ্গত ডুরান্ড কাপ কবে থেকে হবে তা নিয়ে সংশয় ছিল। কারণ, ফেডারেশন ভারতীয় ফুটবলের ক্যালেন্ডারে বেশ কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছে। জল্পনার মধ্যেই সামনে চলে এল ডুরান্ডের বল গড়ানোর দিনক্ষণ। ২২ জুলাই থেকে গত কয়েক বছরের মতই সিজন ওপেনার হিসেবে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ডুরান্ড। যা এশিয়ার প্রাচীনতম বটেই, বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন টুর্নামেন্টও বটে। নর্থ–ইস্ট ইউনাইটেড এফসি গতবছরের ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন। যা ছিল তাদের প্রথম সর্বভারতীয় ট্রফি। ফাইনালে তারা হারিয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। ২বছর পর ইম্ফলে ফের বসতে চলেছে টুর্নামেন্টের আসর। কোকরাঝাড় টানা তৃতীয়বারের মতো আয়োজন করতে চলেছে মেগা এই টুর্নামেন্ট। গতবছর ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর এবং মেঘালয়ের শিলংকে আয়োজক হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে এবছরও। শতাব্দী প্রাচীন এই টুর্নামেন্টটি ২০১৯ সালে দিল্লি থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এরপর ডুরান্ড কাপে দলের সংখ্যা ১৬ থেকে বেড়ে ২৪ হয়েছে। বর্তমানে দেশের টপ টিয়ার লিগে (ইন্ডিয়ান সুপার লিগ) অংশগ্রহণকারী সমস্ত দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। যেটিকে মরশুমের প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট হিসেবে ধরা হয়। শোনা গিয়েছিল ফেডারেশন কাপ ফিরিয়ে নিয়ে উদ্যোগী হয়েছে ফেডারেশন। ডুরান্ড কাপের দিনক্ষণ ঘোষণায় সেই ভাবনা বড়সড় ধাক্কা খেল। কারণ, সুপার কাপের বদলে ফেডারেশন কাপ মরশুমের শুরুতে আয়োজন করতে চায় ফেডারেশন। এমন খবর সামনে এসেছিল। কিন্তু ফেডারেশন কাপ যদি মরশুমের শেষে আয়োজন করতে হয় তাহলে ক্লাবগুলো তা কতটা গুরুত্ব সহকারে খেলবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

দলে বাংলার দুই ক্রিকেটার, ঠাঁই নেই সামি, শ্রেয়স, সরফরাজের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোহিতের ব্যাটন শুভমনের হাতে, কিন্তু বিরাট কোহলির ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলাবেন কে? এটাই ছিল দ্বিতীয় কৌতূহল। শুভমনকে নেতা বাছাইয়ের পর ইংল্যান্ড সফরের দলও বেছে নিয়েছে ভারতীয় নির্বাচকরা। ১৮ জনের স্কোয়াড বেছে নিয়েছে অজিত আগারকরের প্যানেল। অজিত আগরকর বলেন, 'কেউ অবসর নিলে দলে বড় গ্যাপ তৈরি হয়। অশ্বিনও অবসর নিয়েছে। ওই তিনজন ভারতীয় ক্রিকেটের বড় ব্যক্তিত্ব। ওদের জায়গা পূরণ করা সবসময়ই কঠিন। তবে অন্যদিক থেকে দেখলে, এটা নতুনদের কাছে সুযোগ।' কেমন হল দল? কারা পেলেন সুযোগ? প্রথমবার ভারতের টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন সাই সুদর্শন ও অর্শদীপ সিং। দীর্ঘ ৮ বছর পর ডাক পেয়েছেন করুন নায়ার। আর দেড় বছর পর টেস্ট স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত হলেন শার্দুল ঠাকুর। এখনও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক না হওয়া বাংলার ক্রিকেটার অভিমন্যু ঈশ্বরনও আছেন ভারতের স্কোয়াডে। এর আগেও অবশ্য তিনি জাতীয় দলে ডাক পেয়েছিলেন। কিন্তু খেলার সুযোগ পাননি। ব্যাটারদের তালিকায় রয়েছেন যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, অভিমন্যু ঈশ্বরন, গিল, সুদর্শন, নায়ার ও ধ্রুব জুরেল। আর অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন দুটি করে স্পিন ও পেস অপশন রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ও নীতিশ কুমার রেড্ডি। একমাত্র বিশেষজ্ঞ স্পিনার কুলদীপ যাদব। আর পেস বিভাগ সাজানো হয়েছে ৫জনকে নিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, অর্শদীপ ও বাংলার ক্রিকেটার আকাশ দীপ। জায়গা হয়নি অভিজ্ঞ বাংলার পেসার মহম্মদ সামির। ফিটনেস ইস্যুতে বাদ পড়েছেন ভারতের অন্যতম সেরা পেসার সামি। অজিত আগারকর বলেন, 'সামির ওয়ার্কলোড (কাজের চাপ) এখনো যেখানে থাকা উচিত, সেখানে নেই। আমরা আশা করছিলাম সে প্রস্তুত থাকবে, কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক।' বর্ডার–গাভাসকর সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন সরফরাজ খান ও হর্ষিত রানা। শ্রেয়স আইয়ারকেও রাখা হয়নি দলে। দু'জনকে নিয়ে আগারকর বলেন, 'সরফরাজকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এবার অন্যদেরও সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। করুণ নায়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো খেলেছে।' পাশাপাশি শ্রেয়স প্রসঙ্গে বলেন, 'দেশের হয়ে ওয়ান ডে–তে এবং ঘরোয়া ক্রিকেটে ও দুর্দান্ত খেলছে। ও সেটা চালিয়ে যাক। সবাইকে তো আর স্কোয়াডে জায়গা দেওয়া সম্ভব নয়'। পাঁচ টেস্টের ইংল্যান্ড সফর হবে ২০২৫–২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে ভারতের প্রথম অভিযান। ২০ জুন হেডিংলিতে প্রথম টেস্ট শুরু হবে। এজবাস্টনে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু হবে ২ জুলাই থেকে। ১০ জুলাই থেকে তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে লর্ডসে। ২৩ জুলাই চতুর্থ টেস্ট ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে এবং ওভালে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট শুরু হবে ৩১ জুলাই থেকে। এর আগে ৪দিনের একটি প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলবে ভারত।

ভারতের টেস্ট স্কোয়াড

শুভমন গিল (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, লোকেশ রাহুল, ঋষভ পন্থ (সহঅধিনায়ক ও উইকেটকিপার), ধ্রুব জুরেল (উইকেটকিপার), রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, সাই সুদর্শন, অভিমন্যু ঈশ্বরন, করুন নায়ার, নীতিশ রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ঠাকুর ও অর্শদীপ সিং।

অলিম্পিকেই চোখ জয়দীপ পুত্র আদ্রিয়ানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর তেরো আগে দশমিকের ভগ্নাংশে পিছিয়ে পড়ে লন্ডন অলিম্পিকে পদক হাতছাড়া করেছিলেন শুটার জয়দীপ কর্মকার। জুনিয়র বিশ্বকাপে ০.৩ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে ৫০ মিটার রাইফেল প্রোন ইভেন্টে সোনা হাতছাড়া করেন তাঁরই পুত্র আদ্রিয়ান কর্মকার। ফলে প্রথমবার বিশ্বকাপে নেমেই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া হল এই তরুণ শুটারের! তবে ৬২৬.৭ পয়েন্ট স্কোর করে নতুন জাতীয় রেকর্ড গড়েন তিনি। জার্মানির জুলে ইভেন্টে শুরুটা বিশেষ ভালো হয়নি আদ্রিয়ানের। প্রথমদিকে ছিলেন দ্বাদশ স্থানে। সেখান থেকে একটা–একটা ধাপ এগিয়ে ২নম্বরে উঠে আসেন তিনি। শেষ পর্যন্ত আর টপকে যেতে পারেননি সুইডেনের জ্যাসপার জনসনকে। ৬২৬.৭ পয়েন্ট পেয়ে রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় আদ্রিয়ানকে। আর সেজন্য নিজের শেষ শটকেই দুষছেন তিনি। তিনি বলেন, 'শেষ শটটা আরও ভালো করা উচিত ছিল। আসলে আমি একটু চাপে পড়ে গিয়েছিলাম। কারণ তার আগের শটগুলোয় ১০.৫–১০.৬ শুট করেছিলাম। সেই ছন্দ ধরে রাখার চাপ ছিল। তাও ১০.০ শুট করি। আর একটু ভালো হলেই সোনা পেয়ে যেতাম।' তবে ছেলের পারফরম্যান্সে খুশি জয়দীপ। বলেন, 'এই বিশ্বকাপ জুনিয়রদের ঠিকই। তবে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের প্রস্তুতি এখান থেকেই শুরু করে দেবে প্রথমসারীর সব দেশই। কারণ এই জুনিয়র শুটারদের অনেকেই লস অ্যাঞ্জেলেসে পদকের জন্য লড়বে। এখন থেকেই তাদের তৈরি করা হবে। ফলে এখানে ভালো পারফর্ম করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।' ৩ বছর পরের আলিম্পিকের কথা মাথায় আছে আদ্রিয়ানেরও। হোয়াটসঅ্যাপ কলে শোনালেন, 'আমার কাছে এই বিশ্বকাপ নিজের পারফরম্যান্স বোঝার সুযোগ। নিজেকে খুশি করতে পারছি কি না, সেটাই আসল।" জুলে যাওয়ার আগেই শুটিং কিট বদল করেছেন আদ্রিয়ান। সেটা ফিট করার জন্য বাড়তি পরিশ্রমও করতে হচ্ছে তাঁকে। বলছিলেন, "জ্যাকেটটা নতুন। সেটা ফিট হতে সময় লাগে। আমরা সাধারণত ম্যাচের আগের দিন বেশি প্র্যাকটিস করি না। তবে জ্যাকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমাকে বাড়তি সময় রেঞ্জে কাটাতে হয়েছে।'

জুডোয় ব্রোঞ্জ স্মিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রায় ২০ বছর পর বাংলার স্মিতার হাত ধরে এশিয়ান কাপে পদক জয় ভারতের। ২১ থেকে ২৩ মে উজবেকিস্তানে আয়োজিত হল এশিয়ান কাপ জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে অনুর্ধ্ব ৪৪–এ ব্রোঞ্জ জয় করলো হাওড়ার বালিকুটির বাসিন্দা স্মিতা পাল। বাবা সনাতন পাল কারখানায় কাজ করেন। আর্থিক অভাব থাকার সত্ত্বেও মেয়ের উপর তার কোনও প্রভাব পড়তে দেননি। তিনি জানান, মাত্র ৫ বছর বয়সে স্মিতার জুডোর যাত্রা শুরু হয়েছিল। সম্প্রতি মাধ্যমিক দিয়েছে সে, এর আগেও স্কুল, রাজ্য ও জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেলেও আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রথমবার অংশ নিয়ে দেশের হয়ে ব্রোঞ্জপদক জিতেছে।' ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ফরম্যাটে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার জন্য কর্ণাটকের আইআইএস–জেডব্লুএস একাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছিল স্মিতা। সে জানায়, 'এই প্রথম দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে পদক জয় করেছি, ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।' স্মিতা ১১ বছর বয়স থেকে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সিআরপিএফের প্রাক্তন জাওয়ান ও ন্যাশনাল লেভেল চ্যাম্পিয়ন পার্থ সেনগুপ্তের কাছে। তিনি জানান, '২২ বছর আগে উত্তর ২৪ পরগণার একটি মেয়ে এশিয়ান কাপে খেলেছিল। এত বছর পর স্মিতা নেমে ব্রোঞ্জ পদক জয় করলো। স্মিতার এই জয় সমস্ত পশ্চিমবঙ্গবাসী ও ভারতবাসীর কাছে অনেক গর্বের ও খুশির খবর।'

জেসি মুখার্জি ট্রফি জয় সবুজ মেরুন ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি : অপ্রতিরোধ্য মোহনবাগান। ইডেন গার্ডেন্সে কালীঘাটকে ৪ উইকেটে হারিয়ে জেসি মুখার্জি ট্রফি জিতল সবুজ–মেরুন ব্রিগেড। সুদীপ ঘরামি এবং শুভঙ্কর বলের অসাধারণ ইনিংসের সৌজন্যে এক ওভার বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নেয় গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাব। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় কালীঘাট। শুরুতে ২ উইকেট হারালেও ৪১ বলে ৬২ রান করেন শেখর মণ্ডল। অন্যদিকে, ২৬ বলে ৫০ রানের ইনিংস খেলেন শুভম চ্যাটার্জি। এই দুই ক্রিকেটারই কালীঘাটকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। যদিও মোহনবাগান বোলাররা ডেথ ওভারে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রদীপ কুমার ছিলেন অনবদ্য। ৪ ওভার ৩০ রান দিয়ে ৩ উইকেট পান তিনি। সৌরভ হালদার, সায়ন ঘোষ, এস যাদব ও বিকাশ সিং পান ১টি করে উইকেট। ২০ ওভার কালীঘাট করে ৭ উইকেটে ১৭৯।লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ২৮ বলে ৬২ রানের বিস্ফোরক ইনিংস উপহার দেন সুদীপ ঘরামি। শুভঙ্কর বল শেষের দিকে স্নায়ুর চাপ ধরে রেখে ১৬ বলে ৩১ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন। গীতাংশ খেরা করেন ৩৯। এভাবেই এক ওভার বাকি থাকতেই ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় সবুজ–মেরুন ব্রিগেড। কালীঘাটের হয়ে কৌশিক মাইতি ৩৩ রানে ২ উইকেট নেন। অরুণ চাপরানা দু'টি উইকেট নিলেও রান দিয়েছেন ৪৩। গোটা প্রতিযোগিতায় দারুণ ধারাবাহিক ছিল মোহনবাগান।

শ্রীভূমি এফসিকে ৪–২ গোলে হারিয়ে কন্যাশ্রী কাপে জয়ী ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছেলেদের যখন ট্রফি খরা, তখন মশাল জ্বালানোর দায়িত্বই নিয়েছেন লাল হলুদের মেয়েরা। একই মরশুমে দ্বিতীয়বার ট্রফি ঘরের তুলল ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। একেবারে জোড়া লিগ খেতাবে দ্বিমুকুট জয়। শ্রীভূমি এফসিকে টাইব্রেকারে ৪–২ গোলে হারিয়ে কন্যাশ্রী কাপ চ্যাম্পিয়ন হল ইস্টবেঙ্গল। এই বছরই ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগও চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। এই লিগ কন্যাশ্রী কাপ নামে পরিচিত হলেও তা আসলে কলকাতা লিগই। মঙ্গলবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফল ছিল ১–১। ৪৯ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে লিড এনে দেন সুলঞ্জনা রাউল। স্বভূমি সেই গোল শোধ করে দেয়। এরপর টাইব্রেকারে ৪–২ জয় পায় লাল–হলুদের মহিলা ব্রিগেড। অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখান গোলকিপার মামনি দাস। শ্রীভূমির জোড়া পেনাল্টি আটকে লাল–হলুদের জয় নিশ্চিত করেন তিনি। টাইব্রেকারে প্রথম শটে গোল করতে ব্যর্থ হন ইস্টবেঙ্গলের পরিবর্ত ফুটবলার সুস্মিতা বর্ধন। ফলে চাপে পড়ে গিয়েছিল দল। তবে শ্রীভূমির প্রথম শট ডানদিকে ঝাঁপিয়ে সেভ করে দিয়ে দলকে ম্যাচে ফেরান মামনি। এরপর জয় পেতে অসুবিধে হয়নি। নির্ধারিত সময়ের গোলদাতা সুলঞ্জনা রাউল টাইব্রেকারে পঞ্চম শটে গোল করতেই চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। এক দিকে পুরুষ দল যখন ব্যর্থতা এবং সমালোচনায় জর্জরিত, তখন মেয়েরাই মুখরক্ষা করে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের। যা নিয়ে এর আগে সুখ্যাতিও করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তবে কন্যাশ্রী ক্লাবের ফাইনাল ঘিরে কম জলঘোলা হয়নি। ইস্টবেঙ্গল শুরুতে জানিয়েছিল জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে তাঁদের পক্ষে কন্যাশ্রী কাপের ফাইনাল খেলা সম্ভব নয়। কিন্তু আইএফএ তাদের অনুরোধ মানেনি। ফলে এদিন দল নামায় ইস্টবেঙ্গল। যদিও কর্তারা জানিয়েছেন, এরপর আগে থেকে সূচি না জানালে কন্যাশ্রী কাপে খেলা সম্ভব হবে না। ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।, মন্ত্রী সুজিত বসু, ক্রীড়া দপ্তরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রাজেশ সিনহা, সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি আইএএস মুকেশ কুমার সিং, কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনের সিইও সৈকত হাজরা, প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস, শ্রাচি স্পোর্টসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাহুল টোডি, চেয়ারম্যান তমাল ঘোষাল, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, সুদেষ্ণা মুখার্জী, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফল রঞ্জন গিরি।

শিলিগুড়িতে ফুটবল

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ শুরু করতে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা। ২৫ মে শুরু হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ পরিচালিত এবারের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ। মোট ১৬টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে সিঙ্গেল লেগ রাউন্ড পদ্ধতিতে গ্রুপ পর্বের খেলার পর উভয় গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে নিয়ে সুপার ফোর পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

আন্তঃ জেলা ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা আন্ত জেলা অনূর্ধ্ব ১৮ পুরুষদের ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কল্যাণীতে দুদিনের ফাইনালে শেষ দিনে তারা ১০ উইকেটে মেদিনীপুরকে হারিয়ে দেয়। মেদিনীপুর প্রথমে ব্যাট করে ১২২ রানে অলআউট হয়ে যায়। জবাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিনা উইকেটে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

সেনাদের কুর্নিশ জানাতে আইপিএল ফাইনালে বিশেষ পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'অপারেশন সিঁদুর'এর পর থমকে গিয়েছিল আইপিএল। দ্বিতীয় দফায় ফের শুরু হয়েছে। তবে সেনাবাহিনীর লড়াই ভোলেনি কর্তৃপক্ষ। আইপিএল ফাইনালেই কুর্নিশ জানানো হবে বীর সেনানীদের। আইপিএল ফের শুরুর পর সেনাকে সম্মান জানাতে বেশ কিছু ম্যাচে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মান জানানো হয়। জায়ান্ট স্ক্রিনেও ভারতীয় সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বার্তা দেওয়া হয়। এবার আইপিএল ফাইনালের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। ৩ জুন আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে হবে আইপিএল ফাইনাল। সেই উপলক্ষ্যেই বিসিসিআইয়ের তরফে ইতিমধ্যেই চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ, চিফ অফ আর্মি স্টাফ, চিফ অফ নেভি স্টাফ ও চিফ অফ এয়ার স্টাফকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য নিয়ে দেশবাসীকে আরও ভালো করে জানাতে এবং সাহসী সেনাকে সম্মান জানাতে ৪৫ মিনিটের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। যা হবে ফাইনাল ম্যাচের পর। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া বলেছেন, 'বিসিসিআই দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতা, সাহস এবং নিঃস্বার্থ সেবাকে সেলাম জানায়। এই সাহসীদের জন্যই 'অপারেশন সিঁদুর' সফল হয়েছে। আইপিএলের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে দেশের সেই হিরোদের সম্মান জানানো হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা ভারতের তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানকে (জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, অ্যাডমিরাল দীনেশ কুমার ত্রিপাঠি, এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিং) উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদযাপনের জন্য এই পদক্ষেপ নিয়েছি।' ফাইনালে তিন বাহিনির প্রধান ছাড়াও ভারতীয় সেনার অনেক আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন। পুরো অনুষ্ঠান সেনার সম্মানের কথা মাথায় রেখেই সাজানো হয়েছে। তবে সেখানে বিনোদন জগতের কে বা কারা উপস্থিত থাকবেন, তা উল্লেখ করেননি সাইকিয়া। প্রসঙ্গত, আইপিএলের প্রথমে এই ফাইনাল হওয়ার কথা ছিল কলকাতায় ইডেন গার্ডেন্সে। কিন্তু পরবর্তী পরিস্থিতিতে তা সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে।

আসতে চলেছে

আলিপুর বার্তা'র

নতুন ধারাবাহিক

সাইবার ক্রাইম

ও তার প্রতিকার

লিখছেন অরিন্দম আচার্য্য

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com